পেয়ার।

নাটক।

"কাল পরিণয়" প্রভৃতির গ্রন্থকার
শ্রীরামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

(৪ঠা জুন শনিবার ১৩০৪ ক্লাসিক থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)
শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাগ্‌চী কর্ত্তৃক গীতগুলি
সুর লয়ে গ্রথিত।

কলিকাতা।
২০৩।২ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, মনোমোহন লাইব্রেরী হইতে
বসু এণ্ড কোং কর্ত্তৃক প্রথম প্রকাশিত।

কলিকাতা প্রেস
২৯ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট
শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য ১৲ এক টাকা।
১৩০১

উৎসর্গ-পত্র।

সাহিত্য-ব্রত

প্রিয় সুহৃদ

শ্রীসুরেশ চন্দ্র সমাজপতির

কর-কমলে।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

রাজা টোডর্‌মল্ ...	বাদ্‌সাহ আকবরের সচীব, (পরে বঙ্গ বিহারের শাসন কর্ত্তা)।
মোহান্ত মল্ল (মহিম) ...	ঐ পুত্র, (বাদসার শরীর-রক্ষক)।
রূপরাজ সিংহ ...	দিল্লির জনৈক ধনী এবং বিলাসী ওমরাহ (বাদসার শরীর-রক্ষক)।
মালঞ্চনাথ ...	ঐ কনিষ্ঠ (বৈমাত্রের ভ্রাতা)।
পাগলা (রংরাজ) ...	রূপরাজের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী।
গুণবন্ত সিংহ ...	ধনী ওমরাহ।
রতন ...	অসচ্চরিত্র যুবক।
রঘুদেব মাড়োয়ারী ...	মহাজন।
মহম্মদ খাঁ ...	পাটনার মোগল সেনা-ছাউনির নায়ক।
মুসীম ও সেকেন্দর ...	ঐ সহকারী।
সর্ব্বেশ্বর ...	রাজা টোডরমল্লের প্রেরিত দূত।
চেরাগ, নবাবদীন, দাউদ ...	আহত মোগল সৈনিকগণ।
দলীপ ...	মোগল-শিবিরের জনৈক হিন্দু সৈনিক।
আরব বাহাদুর ...	পাঠান সেনাপতি।
আগা খাঁ ...	ঐ সহকারী।

নায়েব, মণিহারীওয়ালা, চটীওয়ালা, দূত, জনৈক বৃদ্ধ মোগল, গাঁজাখোরগণ, পাঠান সৈনিকগণ, ভৃত্যগণ, ভারিগণ, ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

পেয়ার	... যুবক-বেশিনী বীর-যুবতী (মোগল)
হিমিলী বাই	... রূপরাজের অনুগৃহীতা রমণী।
কেতকী	... গুণবন্ত সিংহের স্ত্রী।
বিজলী (রাণী রোহিয়ানা)	রাজা টোডরমল্লের কন্যা।

পরিচারিকাগণ, নর্ত্তকীগণ ইত্যাদি।



পেয়ার।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রূপরাজের গৃহের নিম্নতল।

পাগলার আড্ডা।

একদেশে এক রাজা ছিল—

চারটী মেয়ে তার—

একটী মেয়ে জন্ম মরা

তিনটী শবাকার।

রাণী ছিলেন কাঠকুড়ুনী

রাজা বইতেন মোট—

এত বড় রাজা রাণীর

রাজত্বের চোট।

ভাত না পেলে মহারাজা
খেয়ে থাকতেন হাওয়া—
গড়বন্দী বাড়ী রাজার
তালপত্রে ছাওয়া।

পা। দিব্বি থাকা গেছে বাবা! চব্বিশ ঘণ্টা গাঁজা আর জোড়া জোড়া গাঁজাখোর বন্ধু। খাসা থাকা গেছে। (গাঁজাখোরগণের প্রতি।) কল্কেয় তোল্—কল্কেয় তোল্—আর হাতে কেন বাপ্!

১ম গাঁ। চার কল্কে তৈইরি আছে—আর চার কল্কের মাল মজুত।

পা। ও মাল আর চার কল্কেয় মজুত কর। তোফা থাকা গেছে বাবা! কল্কেয় তোল্ বাপ! কল্কেয় তোল্।

২য় গাঁ। (কল্কেয় গাঁজা সাজিতে সাজিতে) তুমি গিছলে কোথায় হে পাগল?

পা। পাগলাকে আবার অত সুর করে পাগোল বলে ডেকে—আদর কত্তে হবে না—পাগলাই ভাল। গিছলুম ওপরে বাবার কাছে।

৩য় গাঁ। কুমার বাহাদুর এখনও বেরোন নি?

পা। বেরোবার উজ্জুগ কচ্ছেন।

৪র্থ গাঁ। এক কল্কে চড়াই—

পা। একটু দেরি কর—বাবা বেরিয়ে যান।

১ম গাঁ। বাবা! দুদিন যদি রূপরাজ সিং দিল্লি থেকে বেরিয়ে কোথাও যায়, তবে এত বড় যে সহর দিল্লী একেবারে

অন্ধকার। অমন রূপ, অমন গুণ, অমন শক্তি, অত বড়-মানুষী, আর কারও কি হয়—দিল্লির সম্রাটেরও নেই, কি বল হে?

২য় গাঁ। সম্রাটের পিতামহেরও ছিল না। কি চেহারা! যে মাগীর চোখ্ একবার পড়েছে—ধর্ম্ম অমনি তাকে খরচ লিখেছে। আমাদেরও তো এক সময় চেহারা ছেল, কিন্তু ওর এক কড়াও নয়। এখনই নয়, বয়েসে এমন তাঁবাটে রং দাঁড়িয়েছে।

পা। গাঁজার ধোঁয়ায় তাঁবাটে দাঁড়িয়েছে—বয়েসে নয় বাপ! কি চমৎকার ক'জন থাকা গেছে বাবা! তোমরা গেঁজেল, আমিও গেঁজেল; বাড়্তীর ভাগ আমি ব্যাটা পাগ্লা।

৩য় গাঁ। কুমার বাহাদুরের ওপর বাদসারই কি কম নেক্ নজর! ঐ অল্প বয়েসেই পাঁচ হাজারী। পাঁচ হাজার ফৌজের কর্ত্তা! কি ব্যাপারটা একবার তলিয়ে দেখ দেখি?

৪র্থ গাঁ। রূপরাজ নামে দুনিয়া উন্মত্ত!! অত বড় ঘোড়া গাড়ী কার হে—রূপরাজের!! এত বড় বীরত্ব কে কল্লেহে—রূপরাজ সিং। এত বড় খয়রাতী কে হে—রূপরাজ। অমন যে সুন্দর মেয়েমানুষ, কার হে—রূপরাজের।

পা। কার জুতো মাথায় পড়ে গোঁমো গেঁজেলের নেশা

চটালেহে—রূপরাজের। বলে যাও বাপ্! দিব্বি থাকা গেছে।

৪র্থ গাঁ। না সত্যি। সারা সহরটা যেন রূপরাজের নামে পাগল। ক্ষণজন্মা—ক্ষণজন্মা!! নইলে অত রূপ অত গুণ, অত শক্তি, অত কীর্ত্তি, একজন মানুষে কি ধরে?

পা। দিনে রেতে দুশো ছিলিম গাঁজা একজন মানুষে ধরে, আর একটু রূপ গুণ একজন মানুষে ধরবে, তাতে আশ্চয্যি হও কেন বাপ!

২য় গাঁ। তবে, বাপ—ছেলের ওপর রাজী নয়, এই বড় দুঃখ্খু। নইলে কুমার বাহাদুরকে, আজ এ আলাদা বাড়ী কেরেয়া করে থাকতে হবে কেন?

১ম গাঁ। ও দুবার বে যে করেছে, প্রথম পক্ষের সবই তার তেতো দাঁড়িয়েছে। বাপ্ ছোট ছেলেকে নিয়ে অঘোর। রূপরাজ মহাপাতকী, রূপরাজের সব দোষ, সব পাপ। আর মালঞ্চনাথ দেবতা। ঐ আদরে ছোট ছেলেটীর পরকাল গেল।

৪র্থ গাঁ। তার আর পরকাল গেল কি বল? আর গেলেই বা ক্ষতি কি? জোয়া খেলবে—হারবে, দাদা টাকা গুনবে। আজ কি? দুটো ঘোঁড়া কিনিছি—দাদা টাকা দাও। আজ কি, আমায় ধারের জন্য গারদে পাঠায়, দাদা টাকা দাও। দাদার যদি পেটে খাবার জন্য দুটী টাকা বই না থাকে, তাও দাদা মালঞ্চ-নাথকে "না" বলবে না। কে বলবে বৈমত্তর ভাই—

"মালী" বলতে অজ্ঞান। ছোট ভাই অন্ত-প্রাণ। ছোট ভাইটী বেশ কাতের ভাই—দিব্বি মানুষ চেনে। মত্তে মলেও বাবার কাছে যায় না, জানে সেখানে সুবিধে হবে না—সব দাদার ঘাড়ে। জানে, দাদার কথা ফোটবার সময় "না" কথাটা ফোটেনি—দাদা "না" বলতে জানে না।

১ম গাঁ। ঈশ্বরের ইচ্ছায় দাদার "না" বলবার দরকার ও নেই; আর ঈশ্বর করুন কখন দরকার নাও হয়। ভগবান রূপরাজ বাহাদুরকে চিরকাল রূপরাজ করেই রাখুন। জগত শুদ্ধ লোকের চক্ষের তারা। রূপরাজের যদি পায়ে কাঁটা ফোটে তো আমীর ওমরা, দুঃখী, কাঙ্গালী সকলে ছুটবে, কে আগে সে কাঁটা তুলতে পারে।

পা। বাব'! তোমর দু'জন পাগলা ব্যাটার দু' ছিলিম নাল গাঁড়া দিয়ে মেরেছ দেখছি। অমন গড়্-গড়্ বকা, মাথায় একটু তাত না থাকলে হয় না ত' বাপ!

৩য় গাঁ। রূপরাজের কথা পড়লে সরস্বতী জিবে এসে জড়িয়ে পড়েন—রূপরাজ যে দেবতারও আদরের ধন। আচ্ছা, কুমার বাহাদুর বাপের এক পয়সাও পিত্তেস করেন না—না?

২য় গাঁ। পিত্তেসের দরকার? মাতামোর সর্ব্বস্ব যে ওঁর—বছরে দু' তিন লাখ! একলা মানুষ—কোন ঝঞ্ঝাট নেই—এত টাকা।

১ম গাঁ। আচ্ছা পাগল! সেই মামার বাড়ীর কে এক জ্ঞাতির

সঙ্গে কুমার বাহাদুরের ঐ বিষয় নিয়ে যে মামলা বেধেছিল, তার কি হল রে?

৪র্থ গাঁ। সে মামলা দাঁড়াবে না। আর তাদের লড়বার তাকৃত কোথায়—খেতে পায় না। বিষয়ের মুনফা এখন সব কুমার বাহাদুরের কি না।

পা। বাবার গাড়ী বেরিয়ে গেছে—এইবার চড়াও। ঠাণ্ডায় হাই উঠে চোখে জল জমে আস্‌ছে। লাগাও বাপ্—লাগাও। দিব্বি থাকা গেছে—লাগাও।

(গাঁজাখোরগণের গাঁজা সেবন।)

[ভৃত্যের প্রবেশ।]

কি রে?

ভৃত্য। একজন লোক এই চিঠি খানা দে গেল। বল্লে জরুরী—এখুনি যেন কুমার বাহাদুরের হাতে পড়ে।

পা। মা লক্ষীর ওখানে নিয়ে এখুনি যা, বাবা সেই খেনেই আছেন। আমাকে খুঁজলে বলিস্, আমি বাড়ীতেই আছি।

ভৃত্য। আচ্ছা।

[ভৃত্যের প্রস্থান।]

পা। পাগলা ব্যাটাচ্ছেলে দিব্বি আছে বাবা। (গাঁজাখোরগণের প্রতি) বাবারা! এই বার মাল পত্তর গুড়িয়ে যে যার পাত্‌লা হও, আমি একবার বাইরে যাব।

[সকলের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

হিমিলীর কক্ষ।

রূপরাজ আসীন।

রূপ। হিমি গেল কোথায়? লোক গিয়েছে ত প্রায় আধ ঘণ্টা হ'ল—আজ লম্বা ইয়ারকি দিতে গেছে দেখ্‌ছি। এদিকে ভক্ত যে কেঁদে সারা হল, পোড়ারমুখো দেবতার সে খেয়াল নেই। এই যে—

(হিমিলীর প্রবেশ ও রূপরাজের পার্শ্বে উপবেশন।)

বিবিজান্! কোথা গিছলে?

হি। একটু দরকারে একবার চকের দিকে গেছ্‌লুম।

রূপ। বাগানে ফসল কিছু বেশী হয়েছে, কেনা বেচা কত্তে?

হি। না—তা হলে তো মুটে সঙ্গে নে যেতুম—সে সব বইবে কে?

রূপ। সুন্দরি! তোমার মোট বইবে—মুটের অভাব কি?

হি। ঘরের মুটে থাক্‌তে, আমার ফসল বাজারে মুটের মাথায় তুল্‌তে গেলুম কেন? যদি বেচতেই হয়, তোমার মাথার ওপর দে বেচাই ভাল না?

রূপ। তবে আর কি কাযে গিছ্‌লে?

হি। মেয়ে মানষের সব কায কি পুরুষের কাণে তোল্‌বার?

রূপ। পুরুষের কাণে তোল্‌বার নয়; আমি ত' পুরুষ নই।

হি। তবে কে? আমার ছোট বোন্!! তা হলেই চিত্তির। ওই গালপাট্টাও'লা সাজোয়ান ভগ্নীটাকে নিয়ে ঘর কত্তে গেলে, আগে তো স্বর্গের দোরে কুলুপ।

রূপ। হিলি! তুই বড় জ্যাটা হয়েছিস্।

হি। প্রাণেশ্বর! তোমার প্রাণে কবিতা মোটে নেই। আমি একটা পরমা সুন্দরী যুবতী—আমার দিল্লী-পাগল-করা রূপ। শিব একটা মদনকে ভস্ম করে বদরাগী দেবতা বলে বিখ্যাত হয়ে গেল—আর আমি এই অল্প বয়সে একবার মাত্র যার দিকে চোক্ ফিরিয়েছি, সেই ছাই হয়ে গেছে। গরম ছাই নয়—একেবারে ঠাণ্ডা শিশিরের মত, ছাই হয়ে গেছে। এমন কত শত। আমাকে তুমি বল্লে কিনা—আমি জ্যাটা। মাগো! আমার কান্না পাচ্ছে—আমার বিষ খেতে ইচ্ছে কচ্ছে।

রূপ। বাক্যি গুলি জ্যাটার মত—তাই বলছিলুম। এই যে হাফ্‌ফিস ভনিতেটা আমায় শোনালে, ও কি বিশ বছুরী হিলির মত—না আমার বাপের জ্যাঠাই—বুড়ঠাকুরমার মত। চকের দিকে কোথা গিছ্‌লি?

হি। বাদসার অন্তঃপুরে।

রূপ। বাঁদীদের অভিসারিকা পদ পেয়েছিস্? ভাল—বেতন কত হয়েছে?

হি। ওগো, বাদসা স্বয়ং অন্তঃপুরে বালিসে মাথা রেখে পড়ছিলেন—আমি যেতে তবে উঠে বসলেন—মুখে

হাতে জল দিলেন। তাঁর ভারি বিপদ—তূর্কিস্থানে বিদ্রোহ উপস্থিত। তূর্কির সুলতান প.গল হয়ে গেছেন—হকিমেরা চিকিৎসা কচ্ছে।

রূপ। তুর্কিস্থানে বিদ্রোহ—এতো দিল্লীর সম্রাটের ভাবনারই কথা। তার ওপর সুলতানের ব্যায়রাম। তোকে তা হলে তুর্কিস্থানে যেতে হবে বল্?

হি। ঘোরতর সম্ভাবনা। বাদ্‌সা সেই কথাই আমাকে বলছিলেন।

রূপ। তুর্কিস্থানে সুলতানের বুঝি ভাল পথ্য পাওয়া যাচ্ছে না—তোকে বাদসা তাই সুলতানের পথ্য হিসাবে পাঠাচ্ছেন।

হি। (রূপরাজকে প্রহার করিয়া) গণ্ডমুর্খ! তা নয়—সেই অবোধ বিদ্রোহীদের আশ্বস্ত করবার জন্য। তোমার মত অশান্ত উন্মত্ত বালককে যে সুবোধ শান্ত ক'রে রাখ্‌তে পারে, তার ও বিষয়ে প্রভূত ক্ষমতা, বাদসা তাই জানতে পেরে আমাকে ডেকে একটা সুপরামর্শের ব্যবস্থা কচ্ছিলেন। এমন অবোধ-পালক আর পাবেন কোথায় বল?

(মহিনের প্রবেশ।)

রূপ। শুনেছ হে মহীন! হিলি—তুমি আসছো দেখে আমাকে কি বলছিল—শুনেছ?

মহিন। কি বলছিল?

রূপ। আমাকে জিজ্ঞাসা কচ্ছিল, তুমি গাধা না বাঁদর?

মহিন। (রূপরাজ ও হিমিলীর মধ্যস্থলে বসিয়া) দুয়েরি মাঝামাঝি। যেমন পুরোণো রসিকতা, তার তেমনি পুরোণো উত্তর।

রূপ। কাল সারা দিন কার কুঞ্জে অতিবাহন করেছিলে? খুব উড়ছো আজ কাল।

মহিন। তুমি আর পরকে ওড়বার কথা কয়োনা রূপ! তোমার জন্য দিল্লীর লোকের সুন্দরী মেয়ে ছেলে নে ঘর করবার যো নেই। কি বলিস হিলি—এমন নরাধম আর দুটী আছে?

হিলি। (মহিনের প্রতি) কত্তে দাও—এখানে কোন কথাই কয়ে কাজ নেই, স্বর্গে পৌঁছে তখন বোঝা পাড়া হবে। তুমি আমি যখন একত্রে নারায়ণের মাথায় শেওরে বসে পান তামাক খাব—আর রূপ নরকের পাতকোর ভেতর থেকে এক একবার ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে আমাদের দিকে হিংসের চোখে চেয়ে দেখবে—তখন এই সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত সুরু হবে।

রূপ। হিংসের চোখে তোমাদের দুজনের দিকে এইখেনেই রোজ চেয়ে দেখি—স্বর্গের অপেক্ষা কচ্চ কেন ধন! বেশ দুটীতে আমার মাথায় হাত বুলুচ্চো—আমার যথা সর্ব্বস্ব চুরী কচ্চো—আমি কি বুঝতে পাচ্চি না?

মহিন। হিলি! কি করে ঠাওর কল্লে ভাই?

হিলি। ছোক্‌রার গুণের ভেতর, বরাবরই একটু বুদ্ধি আছে।

রূপ। হিলি! একটা গান গা'।

হি। গাইব মহিন?

মহিন। গাও—গরীব বায়না নিয়েছে—একটা গাও। তার পর বাঁচা মরা ওর বরাত।

(হিমিলীর গান। *)

সে যে শিখেছে করিতে শুধু পোড়া অভিমান।
যা ছিল সকলি দিছি, তবু তো পোরে না প্রাণ॥
যত চায় তত পায়, কত ক'রে তুষি তায়,
প্রমদার প্রেমদায়—লাঞ্ছ মান অবসান।
কি আছে কি দিব আর, যা ছিল করেছি দান॥

রূপ। আঃ ম'রি! কি গানই গাইলে! সারেঙটার তার গুলো ছিঁড়ে ফেল। গলা যা দাঁড়াচ্চে, আর স্বুরে চলবে না।

হি। মহিন! তোমার কেমন লাগলো ভাই?

মহিন। চমৎকার! গণেশের বাবাও এমন গাইতে পারেন না। রূপকে বুঝিয়ে দাও, যে তলোয়ার ঘোরান আর গান সমজান, এক জিনিষ নয়।

হি। বেস্থরা বদ্‌মায়েস! ওই শোন, মহিন কি বলে।

মহিন। হ্যাঁরে হিলি! তোর ছবির কদ্দূর?

রূপ। ভাল কথা বলেছ মহিন! হিলি! বোস্ দেখি—তোর মুখের বাকি টুকু সেরে ফে'ল।

(দূরে বস্ত্রাবৃত ছবির নিকট গমন।)

হিলি। দেখ—ওখান থেকে ফের বলছি—আমি এখন আড়ষ্ট

---

* শ্রী অমরেন্দ্র নাথ দত্ত কর্ত্তৃক রচিত।

হয়ে তোমার মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকৃতে পার্ব্বো না।

মহিন। দেখি কদ্দুর হয়েছে—(উঠিয়া রূপরাজের নিকট গমন।)

রূপ। খবরদার! এখন খুলো না। শেষ না হলে ও কাকেও দেখে্তে দেব না।

হি। (ক্রন্দন স্বরে) কি জানি মহিন! আমার চেহারাটাকে ও কাপড়ের ওপর ফেলে কি ছর্‌কট্‌ কচ্চে ভাই।

(ভৃত্যের প্রবেশ।)

ভৃত্য। (অভিবাদন করিয়া) ধর্ম্মাবতার! একজন লোক এই পত্র খানা আপনার উদ্দেশে আমাকে দিয়ে যায়—বল্লে জরুরী, যেন এখুনি আপনার হাতে পড়ে।

রূপ। রংরাজ কোথায়?

ভৃত্য। পাগলা বাহাদুর বাড়ীতেই আছেন।

রূপ। আচ্ছা তুমি যাও।

[ভৃত্যের প্রস্থান।]

হিলি। কার চিঠি রূপ! কোথেকে এল?

রূপ। আমার চিঠি—বাদ্‌সার কাছ থেকে এসেছে।

হিলি। তুর্কির সুলতান আমার জন্যে অধৈর্য্য হয়েছেন— না? আমাকে শীঘ্রই এখান থেকে রওনা হতে হবে—এই কথা লিখেছেন তো?

রূপ। তোকে প্রস্তুত হতে বলেছেন—আর মহিনকে তোর সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য আজ্ঞা করেছেন। তুর্কিস্থানে বানর

নেই—সুলতানের একটী বানর পোষবার সখ হয়েছে।

হিলি। সুলতানের ভুল। বানরের চেয়ে নেমকহারাম জাত আর দুটো নেই—হাজার আদর যত্নেও পোষ মানে না। গুণের ভেতর কেবল নাচাতে পাল্লে নাচে বেশ। তা মহিনকে হোক্—যাকে হোক—নেযান যাবে—তার আর কি? আমার তো আর বানরের অভাব নেই।

রূপ। এখন আমি উঠ্‌লুম। মহিন! মেলার বাপার এগুলো?

মহিন। এর মধ্যে কোথা চল্লে?

হিলি। কিসের মেলা গা?

মহিন। ফুলের মেলা হবে—তোকে রূপ বলেনি?

হি। হ্যাঁ—আমাকে আবার কবে কি বলে, তা আজ ও কথা বলবে। আমি দেখ্‌তে যাব।

রূপ। ফুলের মেলা—তা আবার মেয়েমানুষে দেখ্‌বে কি?

হি। মেলার ভাগ্যি যদি আমি সেখানে যাই। আমার মত বসরাই গোলাপ সেথায় কটা আসে দেখো।

রূপ। উঃ—অহঙ্কারে মটো মটো। নিজের দেমাকে নিজেই মলেন। নিজেই নিজেকে বাহবা দিয়ে উন্মত্ত। মহিন! চল্লুম হে—সন্ধ্যার পর তোমাদের ওখানে যাব।

মহিন। আমিও যাব—দাঁড়াও।

হি। আবার মাণিক যোড়ের দেখা পাওয়া যাবে কখন?

রূপ। বড় লোকের ফুরসৎ অল্পই থাকে—এখন কি করে বলি।

হি। উঃ—দেখো,—দেমাক আমার না আর কার ও।

(এক দিকে রূপরাজ ও মহিন ও অন্য দিকে

হিমিলীর প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

গুণবন্ত সিংহের অন্দর।

গুণবন্তসিংহ ও কেতকী।

গুণ। সাত দিনের বেশী হবে না।

কেত। না অত দিন আমি একলা থাকতে পার্ব্ব না—তিন দিনের মধ্যে তোমার ফেরা চাই।

গুণ। পাগল! কতদিন বাদে মহলে যাচ্চি—সকল প্রজাদের সঙ্গে দেখা শুনো করে নতুন বন্দোবস্ত কত্তে হবে। একলা থাকবে কেন? রূপরাজকে বলে যাব—সে হামেসা এসে তোমার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ কর্ব্বে।

কেত। দেখ, একটা কথা শোন। আমি অনেক দিন তোমায় বলবো বলবো মনে করি—কিন্তু ভুলে যাই। রূপরাজ এত ঘন ঘন এ বাড়ীতে কেন আসে? কি এত নিকট সম্পর্ক যে বাড়ীর ভেতর আসবে? তুমি থাকলেও আসবে, না থাকলেও আসবে—কেন বল দেখি? জ্ঞাত ও নয়, গুষ্টিও নয়,—তবে? আমার ওর চেহারা

দেখলে যেন গায়ে বিষ ছড়িয়ে দেয়। মুখে কিছু বলতে পারি না, কেবল তোমার ভয়ে,—তাই মনের রাগ মনে মেরে আবার দেঁতো হাসি হেসে কথা কই।

গুণ। কি তাতে মহাভারতটা অশুদ্ধ হয়ে গেছে? আমি কি মরবার সময় আমার বিষয় সম্পত্তি তোমায় না দিয়ে তাকে দিয়ে যাব, যে তোমার এত হিংসে?

কেত। দেখ—দেখ—ফের ও কথা যদি মুখে আনবে তো আমি গলায় দড়ি দেব। বিষয় সম্পত্তির কথা নয়। তুমি যদি আমায় ছেড়ে আর কাকেও একটু মিষ্টি করে কথা কও, তো আমার গায়ে যেন কে বিষ ছড়িয়ে দেয়।

গুণ। পাগলি! আমার হৃদয়ে তোর ভালবাসার অংশী কি কেউ আছে রে—না হবে? তোর মত সোণার মাণিক-কে যে দিন থেকে আমার অন্ধকার ঘরে এনে ছড়িয়ে দিইছি—এ বুড়ো বয়েসে সেই দিন থেকে যেন যৌবন ফিরে এসেছে, শেষ রাত্রে যেন সন্ধ্যার হাওয়া উঠেছে, শীতার্ত্ত শীর্ণ তরু শাখায় যেন বসন্ত মুকুলের বিকাশ হয়েছে।

কেত। আমায় ভালবাসতো আমার একটা কথা রাখ—তাকে আমার বাড়ী ছাড়া কর।

গুণ। দেখ বুড়ো বয়েসের কনে বউরা একটু জবরদস্ত হয়েই থাকে। অর্ব্বাচীন ছোঁড়া শালারা কথায় কথায় বলে, বুড়ো—বুড়ো বয়েসে বে করে মাগ নিয়ে উন্মত্ত হয়েছে। আরে, উন্মত্ত কেন হয়েছে? আগে বুড়ো হ’, আগের মাগের মাথা খা’—আবার বে কর—তখন বুঝবি,—কনে

বউয়ের চাবুক বুড়োর পিঠে নেবু দেওয়া ঠাণ্ডা মিছরির পানা ঢেলে দেয় কেন? তাই বলছি মাণিক! বুড়ো বরের কনে তুমি, একটু জবরদস্ত হবেই তো। তা বলে বেমাত্রা রকম হয়ো না। রূপরাজ আমার নিকট আত্মীয়, তা ছাড়া এমন আমীর ওমরা এমন রাজা রাজড়া সহরে কম আছে—রূপরাজ যার বাড়ীতে সেঁধুলে আপনাকে সে কৃতার্থ ভাবে না। সে যখন হাসি হাসি সুন্দর মুখে ঠাকুর্দাদা ব'লে আমার কাছে এসে দাঁড়ায়, ক'নে দিদি হিসেবে তোমায় ঠাট্টা বিদ্রূপ করে, তখন যযাতির মত আবার আমার যৌবন কিনতে ইচ্ছে করে। তাকে কি বলা যায়, তুমি আমার বাড়ীতে এসো না? আর তার অপরাধ কি?

কেত। অপরাধ আবার কি? আমার ইচ্ছে—আমি তাকে দেখতে পারিনা। অহঙ্কারে মট—মট। কেবল হাত তালিতে লোকটাকে নষ্ট কল্লে। রূপরাজ এই—রূপরাজ অই—রূপরাজ হ্যান্, রূপরাজ ত্যান—বস্! একেবারে রূপরাজের বুক ফুলে উঠ্‌লো—যেন কে তো কে একজন—ও রকম মানুষ গুলো আমার চোখের বালি।

(ভৃত্যের প্রবেশ।)

ভৃত্য। গাড়ী তৈয়ার।

গুণ। চল্। তবে আমি এখন আসি কেতু! আচ্ছা, আচ্ছা, তোমার আরজি অন্য সময় পড়ে যা হয় একটা হুকুম দেওয়া যাবে। সাবধানে থেকো, অসুখ বিসুখ না করে।

কেত। ফির্‌তে ক'দিন।

গুণ। বড় জোর সাত দিন—তার বেশী হবে না।

কেত। বেশী দেরি কোরো না—আমার দিব্বি।

গুণ। যত শিগ্‌গীর সম্ভব—ফিরবো।

[প্রস্থান।]

কেত। উঃ—মেয়ে মানষে কি না করতে পারে!!

(মৃদুকণ্ঠে গান গাইতে গাইতে পায়চারী)

(পরিচারিকার প্রবেশ।)

কেত। কি রে?

পরি। ভৃত্য এসে বল্লে রূপরাজ সিংহ এসেছেন।

কেত। এসেছেন—এইখানে তাঁকে আস্‌তে বল।

পরি। বলিগে।

[পরিচারিকার প্রস্থান।]

কেত। কেন আমি তার এত পক্ষপাতিনী হয়ে পড়ছি—কি জানি। মন জানে—মনও জানে কি—বোধ হয় না। কি একটা অদৃষ্ট শক্তি যেন তার দিকে মনকে টেনে নে যায়। সে টানেও কত সুখ!! এর পরিণাম ফলতো সর্ব্বনাশ। (চিন্তার পর) দূর—একটু খেলা কত্তে ক্ষতি কি? সত্যি তো আর আগুন জ্বাল্‌ছিনা, যে হাত পোড়বার ভয় হবে!!

(রূপরাজের প্রবেশ।)

রূপ। দাদার কি অসুখ করেছে ক'নেদিদি?

দাদাকে তো বাইরে দেখলুম না। ঘরের ভেতর শুয়ে আছেন বুঝি—চল দেখি দেখিগে।

কেত। তাঁর শত্রুর অসুখ করুক। বালাই—কেন তুমি আমার তাঁর অসুখের কামনা কচ্ছ গা। তিনি এই গাড়ী করে বেরিয়ে গেলেন।

রূপ। (জামার ভিতর হইতে পত্র বাহির করিয়া) তবে তুমি এই পত্রে আমায় লিখেছ দাদার অসুখ—আমাকে শিগ্‌গির আনতে বলেছ?

কেত। মিথ্যা বল্লে সত্যি কেটে যায়, তা জান? তোমার দাদার সব রোগ বালাই কাটাবার জন্যে ও কথা লিখিছিলুম। তুমি দু'দিন আমাদের বাড়ী আসনি কেন?

রূপ। আমি দাদা এলে বলে দেব—তুমি বড় মিথ্যাবাদী হয়েছ।

কেত। আমিও বলব, তোমার চেয়ে নই। দেখি কার কথা তোমার দাদা বিশ্বাস করে।

রূপ। সুন্দরী ক'নেদিদির কথা ছেড়ে আমার কথা দাদা বিশ্বাস কর্ব্বে—এমন সন্দেহ আমি কর্ব্বো কেন?

কেত। তুমি যে ভাই তোমার ক'নেদিদির সতীন। তোমার দাদা বোধ হয় আমার চেয়েও তোমায় ভালবাসে। (স্বগতঃ) আরও একজন বাসে।

রূপ। সতীন হলেও ভয় নেই—আমি দুধের সঙ্গে তোমায় বিষ গুলে দোব না।

কেত। আমিই যদি তোমায় দিই—তাই বা কে বলতে

পারে? সতীনের কাঁটা যে বড় কাঁটা—বিশেষ আমি বুড়ো বরের কনে?

রূপ। বটে! তুমি দাদাকে বুড়ো বলছো? দাঁড়াও দাদা আসুন তোমাকে টের পাওয়াব। কত রাজা রাজড়া দাদাকে আমার মেয়ে দেবার জন্যে হাঁ করে ছেল। তোমার টুক্ টুকে ঐ সুন্দর মুখ অনেকের মনে হিংসের বাতি জ্বেলে দিয়েছে—তা জান? দাদাকে বে করার এত গুণ।

কেত। এক গুণ তো অল্প বয়েসে বেশ গ্রামভারী হওয়া যায়। তোমার মত বীর পুরুষের ঠানদিদি যে, তাকে তো আর কেউ হালকা ঠাওরাতে পার্ব্বে না। তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে। তোমাদের ফুলের মেলা কবে হবে?

রূপ। কাল থেকে সুরু—শেষ এক সপ্তাহ পরে।

কেত। আমাকে দেখ্‌তে নে যাবে—আমার দেখ্‌তে বড় ইচ্ছে হয়েছে।

রূপ। দেখ্‌তে ইচ্ছে হয়ে থাকে, এক কাজ কর। এই ঘরের চার দিকে আরসি টাঙ্গিয়ে মাঝখানে তুমি দাঁড়াও—তা হলেই তোমার ফুলের মেলা দেখা হবে।

কেত। যাও তুমি বড় দুষ্টু!! বল না, আমাকে তুমি নে যাবে? ঠাট্টা ছাড়।

রূপ। দাদাকে বোলো কনেদিদি! আমি নানান কাযে ব্যস্ত কখন নে যাব বলো? বরং দাদাকে বোলো—ময়দানের

উত্তর কোণে আমার মামাদের দরুণ বাড়ী আছে—সে বাড়ীতে আর কাকেও সে দিন যেতে দোবো না। মেলার শেষ দিনে সেখানে বরং দাদার সঙ্গে যেও, জানালা থেকে বেশ দেখতে পাবে। মহিন আজ তোমাদের এখানে এসেছিল ?

কেত। কাল সন্ধ্যাকালে এসেছিল। থাক্ তোমার বাড়ীতেও দরকার নেই। আমাকে তোমার নে যাবারও দরকার নেই। তোমার অনেক কায—আরও কত লোককে নে যেতে হবে—তাকি আমি জানি না!

রূপ। তুমি অন্যায় কথা সব কইতে শিখেছ। আবার আমায় কাকে নে যেতে হবে ? দাদা হুকুম দেন তো আমিই না হয় তোমাকে নে যাব।

কেত। (স্বগতঃ) তোমার দাদা এতক্ষণ দিল্লী ছাড়িয়েছে, তাকে বিদেয় না কল্লে কি আমার যাওয়া হয় ? (প্রকাশ্যে) তোমার দাদা কাল জমীদারীতে যাবেন—৫। ৭ দিন আসবেন না। আমি তাঁকে বলে তাঁর মত ক'রে রাখব। আমার ঝি চাকর সঙ্গে থাক্‌বে—তা' ভাবনা কি ?

রূপ। চাকর তো সঙ্গে আমি থাকবোই—

কেত। তুমি আমার চাকর—তবু ভাল! তোমার দাদা এলে বলে দেব।

রূপ। দিও না—দাদাই তোমার চাকর—আমিত' তুচ্ছ।

কেতকী। তা বেশ। চাকর! কাল তুমি যদি আমার হুকুম

তামিল না কর, তো তোমাকে চাকরী থেকে বরখাস্ত কর্ব্বো। মনে বুঝে কাজ কোরো!

রূপ। বেশ! এখন যদি হুকুম হয় তো বান্দার একবার সহরে অন্য বরাত আছে—সেরে আসে।

কেতকী। যখন আমার ইচ্ছা হবে আমি হুকুম দেবো। হুকুমে বান্দা চল্‌বে—হুকুম চাওয়া না চাওয়া বান্দার কাজ নয়। জল টল খাবে না?

রূপ। রূপরাজ সিংহ এত বড় কাপুরুষ নয় যে, জল খাবারের থালাকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে। এইখানে আন্‌তে বল।

কেত। ও ঘরে খাবার দিয়েছে বোধ হয়—এস। তবে ঠিক রইল—পরশু আমাকে নে যাবে?

রূপ। যদি ঘুরে এদিকে আসতে পারি তো দাদাকে বলে তাঁর মত কর্ব্ব—নইলে তুমি তাঁর মত নিয়ে রেখো,—আমি যাবার সময় তোমাকে সঙ্গে করে নে যাবো।

কেত। আজ তিনি ব্যস্ত থাকবেন, আর—তোমাকে আসতে হবে না। আমিই তাঁর মত করে রাখবো। ভুলবে না?

রূপ। তোমার কথা ভুলবো ক'নে দিদি! তা হলে দাদা কি আর আমার মুখ দেখবে, না আমায় এ বাড়ীতে আর কস্মিন কালে ঢুক্‌তে দেবে? খাবার দেবে চল।

কেত। (স্বগতঃ) যতদিন কেতকীর দেহে জীবন থাকবে, ততদিন এ বাড়ীর দোর তোমার খোলা নিশ্চয়ই।

তোমার দেব মূর্ত্তির আলো নইলে এ বাড়ী যে অন্ধকার, কেতকীর হৃদয় যে অন্ধকার। চল।

(উভয়ের প্রস্থান।)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

জনাকীর্ণ পুষ্পপ্রদর্শনীর তোরণ।

একদিকে মালঞ্চনাথ ও রতন।

মালঞ্চ। কি চমৎকারই দেখলেম !! কি বল রতন ? যে কাজে দাদার উদ্যোগ সেই কাযেই বাহবা ! এমন আর কখন তুমি দেখেছ ?

রতন। বাদসা'র বাবা দেখেনি, আমি তো ছার !! কি দাদার গোঁড়া ভাই, !!

মালঞ্চ। কেন মিথ্যা বল্‌ছি ? দাদা এর ভেতর না থাকলে এমন হতো ?

রতন। তাও কি হয়—তোমার দাদার হাড়ে ভোজবাজী হয়। তোমার দাদা কি সহজ লোক !!

মালঞ্চ। (হাসিতে হাসিতে) সেই যে দাদা তোমায় একবার কি অকথা কুকথা বলেছিল, সেই পর্য্যন্ত দাদার নাম তোমার কাণে বিষ। দাদাও তোমাকে দেখতে পারেনা রতন—তুমিও তাঁকে দেখতে পারনা।

রতন। আমি গরীব লোক, আমার আবার দেখতে না পারা-পারি কি বল?

মা। দাদা ছুনিয়ার সবাইকে ভালবাসে, তোমার নামে যে কেন চটা বলতে পারিনা। আমাকে একদিন তোমার সঙ্গে মিশতে মানা কচ্ছিল।

রতন। না মিশলেই তো পার—আমি কি তোমায় মাথার দিব্বি দিয়ে আমার সঙ্গে মিশতে বলে দিইছি!.

মা। বেশ বলেছ—তোমার সঙ্গে দেখা না হলে, আমার এক দণ্ডও ভাল লাগে না।

রতন। দাদা তোমার বড্ড ভাল লোক গো—ছুনিয়ার সকল কেই ভাল বাসেন—দয়াময়—আমীর। তুমি বল তোমা অন্ত প্রাণ। তবে আজ সহরের ঘরে ঘরে কেবল তোমার দাদার নাম কেন—তোমার নামই বা নেই কেন? আজ কেবল দাদার হাতী চলছে—দাদার ঘোঁড়া দৌড়ুচ্ছে—বাজী মাচ্ছে—তোমার একটা ঘোড়াই বা না দৌড়য় কেন? তা হলে তো তোমার নামও তোমার দাদার মতন আজ দিল্লির ঘরে ঘরে বাজতো।

মা। আমার ঘোড়া!! (উচ্চ হাস্যের সহিত) আমি ঘোড়া কোথা পাব?

রতন। কেন, দাদা ছোট ভাইকে একটা ঘোঁড়া কিনে দিতে পারেন না? বেশ্যার পেছনে মাসে যা খরচ করেন, তার সিকি দিলে যে ছুটো ঘোড়া কেনা যায়—একটা কি? তুমি আমার প্রাণের বন্ধু, তোমার মুখ

উজ্জ্বল হলে আমার মুখ উজ্জ্বল, তাই জন্যেই বলা। দৌলত রাওয়ের ঘোড়া কি এত দিন পড়ে থাকে—কবে বিক্রি হয়ে যেত, কেবল আমিই তার হাতে পায়ে ধরে তোমার নাম করে আটকে রেখিছি—বলেছি মালঞ্চ নাথ নিশ্চয়ই নেবে—দু'চার দিনের ভেতর ঘোড়া বেহাত না হয়। তা আমার কথায় নির্ভর করে সে আর কত দিন রাখবে বল? অমন ঘোড়া কি ভূভারতে আছে! তার পাশে এ ঘোড়া গুলোকে ভেড়ার বাচ্ছা বলে বোধ হয়।

মা। কত দাম বলে?

রতন। তুমি নিলে মাটীর দামে করে দিতে পারি—হাজার টাকা।

মা। হাজার টাকা?

রতন। হাজার টাকা তো সে রকম ঘোড়ার একখানা খুরের লোহার দাম,—শুনে চমকালে যে?

মা। আমি সে জন্য চমকাইনি, বলি এত টাকা দাদার কাছে চাইব কি করে? এই পরশু তো সবে পাঁচশো টাকা দাদার কাছ থেকে নিয়ে দৌলত রাওয়ের ধার শোধ করবার জন্য তোমাকে দে তাকে পাঠিয়ে দিলুম; তার পর আজ এক শো, কাল দুশো, পরশু পঞ্চাশ, এমন তো হামেসা নেওয়া আছেই। আর কোন মুখে চাইব বল? আমি চাইলে দাদা কখন মুখ মোড়ে না—

কিন্তু আজ কাল দাদার হাত সত্যিই খালি—এখন চাইলে দিতেও পার্ব্বে না—বিরক্তও হবে।

রতন। ভাল, ঘোড়াটা একবার দেখ—পছন্দ হয়, টাকার জন্য আটকাবে না—যা হোক ব্যবস্থা আমিই কর্ত্তে পার্ব্বো। তুমি তোমার দাদার কাছ থেকে এখন না পার, দু' দশ দিন বাদে—দাদার হাতে টাকা হলে—টাকা নিয়ে দিও। আর এই তো তুমিই বলছো দশ পনর দিনের ভেতর দাদার মহলের টাকা আস্‌বে।

মা। তা নিশ্চয়ই—অ্যাদ্দিন আসেনি এই আশ্চর্য্য, আস্‌বার সময় হয়ে গেছে।

রতন। তবে তখন দৌলত রাওকে দিলেই চল্‌বে। (স্বগতঃ) দৌলত মোটা একটা দালালি আমায় দেবে বলেছে—এই শালার ঘাড়ের ওপর দে' সেটা আদায় কর্ত্তে হবে। সহরে পাঁচটা বড় লোকের বোকা ছেলে না থাক্‌লে আমাদের হ'ত কি তাই ভাবি। (প্রকাশ্যে) কি বল চুপ করে রইলে যে?

মা। তা একবার ঘোড়াটা দেখ্‌তে ক্ষতি কি?

রতন। আমি ও তো তাই বল্‌ছি। একবার দেখ, দেখে পছন্দ হয়, যা কর্ব্বার আমি কর্ব্বো। রতন শর্ম্মা যাকে ভালবাসে, তার জন্যে কি না কর্ত্তে পারে। কবে দেখ্‌তে যাবে?

মা। যে দিন বল—কাল।

রতন। শুভস্য শীঘ্রাণি—আমি বলি আজই—ফেরত বেলায়।

মা। ক্ষেতি কি—তাই।

রতন। তবে যাবার সময় একসঙ্গে যাব—তুমি যেন ভিড়ের ভেতর পড়ে আমার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হোয়ো না—তা হলে—

(রূপরাজের প্রবেশ ও দ্বারে মহিনের সহিত সাক্ষাৎ)

[তাড়াতাড়ি মা ও রতনের প্রস্থান।]

ম। এত দেরি ?

রূপ। যেমন আমদানীর কথা ছিল, তেমনি হয়েছে ?

ম। আমদানী বরং বেশী হয়েছে—ভেতরে চল—

রূপ। চল। ফুল, রূপ, চাঁদনী, চিন্তা, এ ছাড়া এ রুক্ষ ধরণীতে নাড়বার চাড়বার আর কি আছে মহিন! (রতনকে দেখিয়া) তুই এখানে কেন ?

রতন। কেন তাতে হয়েছে কি ? তুমিও এখানে যে জন্যে, আমিও এখানে সে জন্যে, ফুল দেখ্‌তে। তুমি কি ঠাউরেছ, আমি এখানে গঙ্গাস্নান কত্তে এসেছি।

রূপ। বেরো এখান থেকে হারামজাদ্! বেরো এখান থেকে—নইলে জুতিয়ে তক্তা করে বার করে দেবো। ভাল চাস্, এখুনি বেরো।

ম। কে ও ?

রূপ। হেরুলিনি ? (জনৈক যুবকের প্রতি) সৌরণ! ঘোড়ার চাবুক গাছটা নিয়ে এসতো।

রতন। অনেক চাবুকওলাকে আমি দেখেছি—আমারও হাড়ে চর্ব্বি আছে, আমি ধান খেয়ে মানুষ হইনি।

রূপ। (বামহস্তে রতনকে গলাধাক্কা দিয়া) কি খেয়ে মানুষ হইছিস্ দেখি, কুত্তোর বাচ্ছা!

রতন। (তফাতে পতন ও সকলের হাসি) আচ্ছা, আচ্ছা, যদি আমি বামুনের ছেলে হই, এর হাড়ে হাড়ে শোধ পাবে—দেখো।

রূপ। তোর বাবাকে আগে জিজ্ঞাসা কোর্‌গে, বামনের ছেলে কিনা, তার পর কথা কোস্।

[রতনের প্রস্থান।]

ম। কে ওটা?

রূপ। আরে ও একটা গর্ভস্রাব, যত বড় ঘরের ছোট ছেলে গুলোর মাথা খাবার যম। যত রকম বদখেয়ালি আছে, ব্যাটা সবের ভটচায্যি। এই আজ ক'দিন হ'ল আমি মালঞ্চনাথের প্রেমারার ধার পাঁচ শো টাকা শুধিছি— ঐ ব্যাটা তার মূল। কত শত ছেলেকে যে ব্যাটা উচ্ছন্ন দিচ্ছে, কত আহাম্মক ছোড়ার যে গ্যাঁড়া দিচ্ছে, তার ঠিকানা নেই। ব্যাটাকে আমি দেশ ছাড়া কর্ব্বো।

[মালঞ্চনাথের প্রবেশ।]

মালি। ফের ঐ ছেঁ'ড়াটার সঙ্গে মিশেছিস্?

মা। কে ছোঁড়াটা? আমি তো এই আসছি।

মা। এই আস্‌ছ কি? তোমাকে তো এর আগে এখানে দেখেছি মালি!

মা। (থতমত খাইয়া) সেতো একবার এসেই আবার চলে

গিছলুম—এই আসছি। কার কথা তোমরা বলছ, তাই যার আমি বুঝতে পাচ্ছিনা।

রূপ। সেই কথকের ছেলেটা। খবরদার !! ফের যদি কখন সে ছোঁড়ার সঙ্গে তোকে দেখি, তো আমি তোর ঘর-বার হওয়া বন্ধ কর্ব্ব।

মা। বেশ—বেশ—আমি মিশ্‌লে তো।

রূপ। (মহিনের প্রতি) চল দেখিগে।

ম। দেরী তো তোমারই জন্যে।

রূপ। চল।

[সকলের ভিতরে প্রস্থান।]

(রতনের পুনঃ প্রবেশ।)

রতন। অপমান—এত অপমান ? এত লোকের সামনে—কুত্তো ব'লে গলা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলে ? এর প্রতিশোধ আমি নেবই—যেমন ক'রে হ'ক—নেবই। প্রতিশোধ—কিম্বা নিজের মৃত্যু। রূপরাজসিং! আজ থেকে তোমার সঙ্গ আমি ছাড়বো না। ছায়ার মত তোমার পেছনে পেছনে ফিরবো। দেখি—পারি—কি হারি !!

[প্রস্থান।]

—:—:—

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

বনপথ-পার্শ্বে ভগ্নবাটী।

রূপরাজ ও কেতকী।

রূপ। রক্ষা পেলেম। এ ঘোর বনে আশ্রয় মিলবে এ ভরসা

ছিলনা। মেঘ দেখে মনে কল্লেম, এই বনপথ দে সত্বর তোমায় বাড়ী পৌঁছে দিতে পার্ব্ব। তা এত শিগ্‌গিরই ঝড় বৃষ্টি এসে পড়বে, তা কেমন করে জানব। কি ভয়ানক বৃষ্টি!! কনেদিদি! কথা কচ্ছোনা—কি ভাবছ? আর ভয় কি? বৃষ্টি ধরে গেলেই এক মুহূর্ত্তেই তোমায় বাড়ী পৌঁছে দেব।

কেতকী। আর পৌঁছে দেবে কি? আমার সর্ব্বনাশ, বুঝি আমি আপনিই কল্লেম।

রূপ। কি বলছ পাগলের মতন? তোমার কি প্রকৃতই কোন ভয় হয়েছে? আমি কাছে থাকতে, তোমার ভয় কি?

কেতকী। তুমি কাছে রয়েছ বলেই ভয়—নইলে ভয় কি—সর্ব্বনাশ কি? কাল দিল্লিতে ঢাক বেজে যাবে—আজ সন্ধ্যার পর দুর্যোগের সময় গভীর বনপথে, তোমাতে আমাতে একত্রে এই বিজন মন্দিরে অবস্থান করেছিলেম। তার পর কে আর আমার মুখ দর্শন কর্ব্বে? আমার রক্তে আমার স্বামী লজ্জার হাত এড়াবেন।

রূপ। সে কি কথা? তোমার স্বামী—দাদারতো' অনুমতি লয়েই তুমি এসেছ।

কেতকী। তুমি পাগল অথবা অন্ধ। কোন স্বামী তার যুবতী স্ত্রীকে একাকিনী অন্য যুবকের সঙ্গে তামাসা দেখতে পাঠিয়ে থাকে? আর এই অন্ধকার নিশায়, এই লোকালয়ের বা'র বিজন বনে, এই ভয়ানক দুর্যোগে

এতক্ষণ একত্র অবস্থানের পর, আমার স্বামী কি পুষ্প চন্দন দে আমায় বরণ কর্বেন ?

রূপ। কনেদিদি! তুমি দাদার অনুমতি নিয়ে আমার সঙ্গে এসেছ বলেছিলে ?

কেতকী। তোমার দাদা আজ তিন দিন হল সহর ছেড়ে তাঁর পরগণায় গেছেন।

রূপ। এ প্রবঞ্চনা তুমি আমায় কেন করেছিলে ?

কেতকী। তা আমি বল্‌তে পারি না—তা আমি তোমায় বল্‌তে পার্ব্ব না। বোধ হয় গ্রহে আমার এ দুর্ম্মতি করিয়েছিলো—এই সর্ব্বনাশ ঘটাবে বলে।

রূপ। অন্যায় কাজ করেছিলে। তুমি স্ত্রীলোক, এ ছাড়া আর তোমায় অন্য কথা কি বল্‌ব। তা তোমার চিন্তা নেই—কেমন করে অন্যে এ ব্যাপার জন্‌বে ?

কেতকী। কেমন করে এ কথা জানবে ? এ কথা জান্‌তে কারও দেরী হবে না—দেখো। হাওয়ায় আগুণের মত এ কথা নিমেষে সহর ছেয়ে ফেল্‌বে।

রূপ। ভয় কোরো না। আজ শুক্রবার, ২৩শে বৈশাখ—মেলা প্রায় তৃতীয় প্রহর বেলা অতীতে শেষ হয়েছে, তার পর তোমায় গাড়ীতে তুলেছি। এখন রাত্রি এক-প্রহর অতীত। কনেদিদি! তুমি আশ্বস্তা হও, আজ এই সময় আমি কোথা ছিলুম বা কি করেছি, কোন কীট পতঙ্গও জানবে না, মানুষ দূরের কথা।

কেতকী। কি কপালে আছে কেমন করে জানব ?

রূপ। ২৩শে বৈশাখ, শুক্রবার, বেলা ৪টা থেকে রাত ৯টা পর্য্যন্ত, আমার জীবনের অঙ্কপাত হতে মু'ছে ফেল্লুম— তুমি চিন্তা কোরো না। তবে চপল স্বভাবের অনুবর্ত্তিনী হ'য়ে এমন কাজ ভবিষ্যতে কখন কোরোনা—বিপদে পড়বে। আজকের ঘটনায় ভাবনার কারণ নেই—তুমি আমার কথায় বিশ্বাস কর।

কেতকী। (স্বগতঃ) ছিঃ ছিঃ! করেছিলুম কি! মনের আবেগে করেছিলুম কি? নেশার ঘোরে কি অন্যায় করেছিলুম? এখন যেন নেশা একেবারে কেটে গেছে, সুবুদ্ধি ফিরে এসেছে—এখন বুঝ্‌তে পেরেছি কি পাগলের কাজই করেছি। তিনি শুনলে কি আমায় জ্যান্ত রাখ্‌বেন? বাবা! আগে প্রাণ—তার পর সব। প্রাণ থাকলে তবেতো ভালবাসা প্রেম, সোহাগ, যা কিছু।

রূপ। এস, বৃষ্টি ধরে এসেছে—গাড়ীতে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।]

(দ্রুতগতি রতনের প্রবেশ।)

রতন। জয় ভগবান! ফুলের মেলা তুই বেঁচে থাক! ভাগ্যিস্ তোর ফেরত রূপরাজের পেছু নিয়েছিলুম—তাইত' সব কথা শুনতে পেলুম! রূপরাজ সিং! তুমি সাধু আর রতন পাপী? রতন এ পর্য্যন্ত কোনও গেরস্তর মেয়ের চরিত্র কলুষিত করেনি—তুমি তাতে সিদ্ধ। ২৩শে বৈশাখ, শুক্রবার, সন্ধ্যা, তোমার পরমায়ু থেকে মুছে

ফেলেছ ভাবছ, হা—হা—হা !! তা ভেবো না। এই ২৩:শ বৈশাখ—শুক্রবার—সন্ধ্যার জন্যে তোমায় দিল্লী—ছাড়া কোর্ব্বো—তবে আমার নাম রতন শর্ম্মা। মতলবটা হাসিল কর্‌বার যা একটুখানি থামতি ছিল, তা এত শিগ্‌গির যে ভগবান আমায় পূরিয়ে দেবেন, তা ভাবিনি। সঙ্গের ও গেরস্তর মেয়েটা কে? কোন বড় ঘরোয়ানা হবে। ওকে চিন্তে পাল্লে আরও মজা হ'ত। তা হ'ক, ওকে না চিন্তে পারায় আমার কায আট্‌কাবে না। ২৩শে বৈশাখ—শুক্রবার! তুমি আমার বড় উপকারী তারিখ।

[প্রস্থান।]

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

হিমিলীর কক্ষ।

[মকমল মণ্ডিত চৌকীতে হিমিলী উপবিষ্টা, অনতিদূরে রূপরাজ হিমিলীর আলেখ্য-অঙ্কনে নিযুক্ত।]

রূপ। (ছবি আঁকিতে আঁকিতে) ফের যদি নড়বি তো মার খাবি। চুপ করে বসে থাক্।

হিমি। তোমার দিকে চেয়ে? আমার গলায় দড়ি। ব্যাটা

ছেলের দিকে হাঁ করে মেয়ে মানুষ চেয়ে থাকলে, লোকে তাকে কি বলে বল দেখি?

রূপ। মার খেলি দেখছি—চুপ।

হিমি। (কিয়ৎক্ষণ স্থির থাকিয়া) বাবারে!

রূপ। ফের!

হিমি। বা মজা! আমি আড়ষ্ট হয়ে বসে আছি, আর একটা মশা সুবিধে পেয়ে আমাকে চমৎকার কামড়াচ্ছে—আমি কি করে চুপ করে থাকি? তোমাকে এতক্ষণ ধরে কামড়াক দেখি—দেখি তুমি কি কর?

রূপ। চালাকী রাখ্—চুপ কর্।

হিমি। (কিয়ৎক্ষণ স্থির থাকিয়া বাম হস্তদ্বারা আপন পৃষ্ঠে জোরে আঘাত করণ)

রূপ। আবার?

হিমি। দাঁড়াও, পিঠটে চুলকে নিই।

রূপ। থাম্।

হিমি। (কিয়ৎক্ষণ স্থির থাকিবার পর, সহসা দণ্ডায়মানা হইয়া নেপথ্যাভিমুখে চাহিয়া) কেন গা?

রূপ। (সাশ্চর্য্য) কিও? বাঃ—আদত যায়গাটাই মাটী করে দিলে!

হিমি। তাই ভাল—বেরালটা, আমি বলি মা ডাকছে।

রূপ। হিমি! তোর মরণ ঘুনিয়েছে বলছি।

হিমি। বাঃ—মার ডাকের চেয়ে তোমার ছবি বড়!

রূপ। তোমার ঢং আমি বুঝি, এবার নড়েছ কি চপেট ঘাত—ঠাট্টা নয়।

হিমি। (পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর দাঁড়াইয়া উঠিয়া উচ্চৈস্বরে।) ওঃ বাবা !!

রূপ। (চমকিয়া) ও কি ও—

হিমি। মাইরি ! অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে হাঁপিয়ে উঠিছি। আচ্ছা, এই বসলুম—আঁক।

রূপ। যা তোর পেজোমো বুঝিছি—আর আঁকবো না—

হিমি। আর কোরবোনা—আমার মাথা খাও—আঁক।

রূপ। (পুনরায় আঁকিতে আরম্ভ)

হিমি। শুনছো—অনেক দিনের পুরোণো একটা গান মনে পড়ছে—মাইরি বড্ড মনে পড়ছে—গাই ?

রূপ। দেখ্ পোড়ারমুখি ! মেরে ফেল্‌ব'।

হিমি। আচ্ছা, আচ্ছা—থাক্। আঁক।

রূপ। (পুনরায় আঁকিতে আরম্ভ)

হিমি। ওঃ ভয়ানক মনে পড়ছে—সামলাতে পাচ্ছি না-পাল্লুম না—শোন।

গান।

ফাঁকি দিয়ে আঁখিবাণে
মেরেছি যারে—
সে কি আর পালাতে পারে ?
এসে মুখ পানে চায়—কি যেন কহিতে যায়,
শত খত মত খায় কহিতে নারে ;

অভাগী হাসিয়া মরি দেখিয়া তারে !!

রূপ। (তুলিকাদি বাক্সয় রাখিয়া অন্য চৌকীতে শয়ন)
তোমার মরণ আমার হাতে।

[মহিনের প্রবেশ ও রূপরাজের পার্শ্বে উপবেশন, রূপরাজের মহিনের কাণে কাণে কথোপকথন]

ম। মস্ত খবর বলছ—কি শোনাই যাক।

রূপ। সে এখন তোমায় বল্‌ছি না।

ম। এ তোমার বড় বদিয়াতী। যদি বলবে না তো খবরের কথাই তুল্লে কেন ?

রূপ। আচ্ছা এই নাও পড়। পড়বে আর কি—আমার সমস্ত বিষয় সম্পত্তি নিয়ে আমার মামাদের এক বুড়ো জ্ঞাতির সঙ্গে এই দু'বচ্ছর ধরে মামলা চলছিল না ? সে মামলায় এতদিনে আমার জিত হয়েছে। ও পত্র, মামলার বাদী, সেই বুড়োই লিখেছে। (পত্র প্রদান) (মহিনের পত্র পাঠান্তে) কি বুঝলে ?

ম। বুঝলেম, রূপরাজ সিংহের মত নির্লজ্জ দিল্লীতে দুটী নাই।

রূপ। তার অপরাধ ?

ম। এ সংবাদ পেয়ে সে সমস্ত দিল্লী একত্রিত করে এখনও ভোজ দিলে না ?

রূপ। যে সুখী সেই ভোজ দেয়—যার আনন্দ সেই ভোজ দেয়। রূপরাজের এ সৌভাগ্য-সংবাদে মোহান্তমল্ল কি সর্ব্বাপেক্ষা সুখী—সর্ব্বাপেক্ষা সানন্দ—নয় ? তবে ভোজ দেবার ভার তার নয়ত কার ?

ম। হিলি! চিঠি পড়্—

হিমি। (পত্র পাঠান্তে) উঃ মহিন! হিংসেয় আমার শরীরে কে যেন শ্যালকাঁটা ফোটাচ্ছে।

রূপ। (পত্র লইয়া হাঁসিতে হাঁসিতে) তোমাদের মত পাপিষ্ঠ পাপিষ্ঠার মুখ-দর্শনেও পাপ। চল্লুম—এ পাপ আলয়ে আর কখন আসব না।

হিমি। (উঠিয়া রূপরাজকে চপেটাঘাত করিয়া) কথা থ্যানে অথ্যানে পড়ে, তার ঠিক নেই?

[হাসিতে হাসিতে রূপরাজের প্রস্থান।

ম। 'তুমি যা বলবে রাণি
আমি তা স্বপ্নে জানি'—
ও কথা জানাই ছেল—পত্রে আর নতুন কি জানলুম। ওর সঙ্গে মামলায় ওর মামার সে বুড়ো জ্ঞাতি জিত্‌বে? সে খেতে পায় না—মামলা জিত্‌বে? এখন সেও ওর ঘাড়ে প'ড়ল। হিলি! বেড়াতে বেরুবিনি?

হিমি। বেরোব বইকি—যাই গা ধুইগে।

ম। পথে দেখা হবে অখন। রূপের ওখানে হয়ে এক সঙ্গে বেড়াতে যাব।

[উভয়ের উভয় দিক দিয়া প্রস্থান।]

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রতনের বহির্ব্বাটী।

রতন ও মালঞ্চনাথ।

রতন। এই তুমি আমাকে সকালে খবর পাঠিয়েছিলে তোমার অসুখ, নতুন ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে বেজায় চোট পেয়েছ, আবার এখুনি এলে? কি রকম অসুখ?

মালঞ্চ। অসুখ প্রকৃতই, তবে নিতান্ত দরকারে একবার আস্‌তে হল।

রতন। পড়ে যাওয়ায় কোথাও বেশী চোট্‌ টোট্‌ লেগেছে? ঘোড়া কিন্‌তে না কিন্‌তে তার ওপর চড়াই বা কেন? দু'দিন তাকে নেড়ে চেড়ে বশ করে তবে চড়লেই হত। তোমার যে একবার বে কল্লে আর হাঁড়ি চড়ে না দেখছি।

মালঞ্চ। দুদিন ছেড়ে, দশদিন দশমাস নাড়লে চাড়লেও সে বশ হবার ঘোড়া নয়। টাকা গুলো জলে ফেলা হয়েছে।

রতন। তাতো হবেই গো—ও কাজটা আমার পরামর্শে হয়েছে কি না, কাজেই ও তো ছাই ভস্ম হবেই। আমার পরামর্শ যদি এতই তেতো তো লোকে আমার কাছে আসে কেন? না এলেই পারে। আমি কাকেও তো বাড়ী বয়ে ডাক্‌তে যাই না।

মালঞ্চ। যা হয়েছে তা হয়েছে—ভালই হোক আর মন্দই হোক। এখন এই তোমার টাকা নাও, আমার সে কাগজখানা ফেরত দাও। সেই কাগজখানার ভয়ে আরও আমার অসুখ যেন বিশ গুণ বেশী বোধ হচ্ছে।

রতন। (স্বগতঃ) সে কাগজ তো তোমায় ফেরত দেবার জন্যে আমি পাগল হয়ে বেড়াচ্ছি, দেখতে পাচ্ছ না। (প্রকাশ্যে) কাগজ আবার কি—কোন কাগজ?

মালঞ্চ। কোন্ কাগজ কিহে—সর্ব্বনাশ!! সেই দাদার নাম—মোহিনের নাম—জাল করে রঘুদেব মাড়োয়ারীর গদী থেকে টাকা নেবার কাগজ।

রতন। ওঃ—তা সে রঘুদেব মাড়োয়ারীর কাছে গে আনলেই হবে, এর আর কি? টাকা এনেছ?

মালঞ্চ। দাদার কাছ থেকে পেয়েছি—অতি কষ্টে। দাদার হাতে মোটে টাকা ছেল না, পাগলা বল্লে যা ছেল সব আমায় দিলে, আর একটীও নেই। তবে এই দুটো দিন বাদেই দাদার হাতে তো টাকা আসবেই—সেই ভরসায় দিয়েছে।

রতন। (স্বগতঃ) দেখা যাক্ টাকাই আসে না দাদাই

ফাঁসে! (প্রকাশ্যে) তা টাকা আমায় দিয়ে যাও। আমি ও বেলা গে সে কাগজ ফিরিয়ে নে আসব অখন। এই তুচ্ছ ব্যাপারের জন্য অসুখ শরীরে এত দূর আসা কেন? নয় দুদিন থাকতই, তাতে আর কি মহাভারত অশুদ্ধ হত?

মালঞ্চ। (টাকা দিয়া) না ভাই! আমার বড় ভয় করে—যদি তাদের চোখে পড়ে। চল্লুম—কাগজ তুমি পাঠিয়ে দেবে?

রতন। দেব। নিতান্ত আজ না হয়, কাল পাঠিয়ে দেবো। তুমি এর জন্যে মাথা বকিও না। সে কাগজের হাত পা বেরোয় নি, যার কাছে থাকবার তার কাছেই আছে—চোখে পড়বে কি আস্‌মান থেকে?

মালঞ্চ। যাক ভাই! টাকাত তোমায় দিলুম, এখন আমি নিচ্চিন্দি।

[প্রস্থান।]

রতন। আমিও নিচ্চিন্দি -ঘরের টাকাটা ঘরে এল।

[রঘুদেব মাড়োয়ারীর প্রবেশ।]

এই যে রঘু বাবু এয়েছেন। দাঁড়ান, আমি সে কাগজ আনি। আমি এই মাত্র আপনার কথাই ভাবছিলুম।

(প্রস্থান ও কাগজ হাতে করিয়া প্রবেশ)

রতন। এই সেই কাগজ রঘুবাবু।

(রঘুদেবকে কাগজ প্রদান।)

রঘু। (কাগজ দেখিতে২) হুঁ! মোহান্ত মল্লর নাম সই— রূপরাজের নামে। মোট কথা, মতলব এই—রূপরাজ সিংহ মহিনের নাম জাল স্বাক্ষর করে নিজের নামে হাজার টাকার হুণ্ডি তৈয়ার করেছে, আর সেই হুণ্ডি আমার গদীতে ভাঙ্গিয়েছে, এই না?

রতন। আজ্ঞা হাঁ! এর ওপর আপনাদের গদীর একটা মোহর বসিয়ে নেবেন। আর একটা কথা ভাল করে মনে করে রাখবেন—টাকা নেবার তারিখ শুক্রবার— ২৩ শে বৈশাখ—সন্ধ্যা।

রঘু। শুক্রবার, ২৩ শে বৈশাখ, সন্ধ্যায়। বেশ, মোহরে ও তারিখটাও বসিয়ে দেব, এ কাগজে এই তারিখের ছাপও থাকবে।

রতন। যদি অস্বীকার করে তো জেরা—শুক্রবার ২৩শে বৈশাখ সন্ধ্যায়, আপনি কোথায় ছিলেন? বুঝতে পেরেছেন?

রঘু। পেরেছি। যদি টাকা দিতে আসে, কি ব্যাপারটা চাপা দেবার জন্যে বেশী টাকা কবলায়, তা হলে?

রতন। নগদ লক্ষ টাকা হাতের চেটোয় পেলেও নয়।

রঘু। (সবিস্ময়ে) অ্যাঁ! টাকায় চেয়ে রাগ বড়!! টাকার চেয়ে জেদ বড়!! রতন! তুমি পাগল হয়ে গেছ!!

রতন। পাগল হইনি রঘুদেব বাবু! প্রতিহিংসা বলে এক রকম আগুণ আছে, তার আলোর সুমুখে মোহর যে এত আলো-করা জিনিষ, তাও নিবে যায়—এত জোর তেজ সে প্রতিহিংসা আগুণের। রঘুদেব বাবু! অনেক

টাকা আপনি আমার দ্বারায় লাভ করেছেন—দু'হাজার দে দশ হাজার কত বড় লোকের ছেলেকে আপনার গদীতে লিখিইছি মনে করে দেখুন। কত নধর টুক টুকে ওমরাহ-সন্তান আপনার গদীর হাওয়ায় দু'দিনে পাঙাশ বর্ণ হয়ে আত্মহত্যা করেছে—মনে করে দেখুন। আপনাতে আমাতে কত হাসিই হেসেছি, মনে আছে তো? তা যদি হয়, তা যদি স্বীকার করেন, যদি ভবিষ্যতেও রতন শর্ম্মার কার্য্যকরী ক্ষমতায় বিশ্বাস রাখেন—কেবল এ ক্ষেত্রে লাভের কথা তুলবেন না, ভুলবেন। যা যা বলেছি, তেম্নি তেম্নি কাজ কর্ব্বেন। রতনের পরমায়ু থাকে, অনেক লক্ষ আরও আপনার গদীতে আসবে, ভাববেন না।

রঘু। বস্—বস্—রতন! আর বলতে হবে না। বয়েসে তফাত হলেও তোমাতে আমাতে একপ্রাণ। আমাদের পরস্পর পরস্পরে এতই ভালবাসা। বস্—আর বলতে হবে না, আমি চল্লুম।

রতন। আসুন। আপনার গদীতে লোক জনের ভিড়ে এ গোপনীয় কথার সুবিধে না হতে পারে ভেবে, আমার বাড়ীতে আপনাকে ডেকে আনিইছি—কিছু মনে কর্ব্বেন না।

রঘু। পাগল। একি আমার পরের বাড়ী?

[উভয়ের উভয়দিক দিয়া প্রস্থান।]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

রূপরাজ ও পাগলা।

পাগল। বলেন কি ?

রূপ। (হাসিয়া) সত্য কথা বলচি। কে বলবে প্রভাপতি সিংহ আমার পিতা! আমার পরম শত্রু আমার ওপর কখন এমন পরুষ ভাষা প্রয়োগ করেনি।

পাগল। আপনি সে বাড়ীতে গিছলেন কেন ? কখন তো যান না।

রূপ। মালী সে দিন তোমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে গেল না ? সেই টাকায় ছোকরা একটা ঘোড়া কিনেছে। যেমন কেনা—অমনি চড়া—অমনি পড়া। সকল বিষয়েই মালী অস্থির, জানতো ? তার পড়ে যাওয়ার কথা শুনে তাকে দেখতে গিছলেম, আমার অপরাধ এই। বাড়ীতে ঢুকেই কর্ত্তার সুমুখে পড়া। আমাকে দেখেই কর্ত্তা আর কোথায় আছে। আমি মালীকে অসচ্চরিত্র কচ্চি, আমি তাকে দিয়ে টাকা ধার করিয়ে আত্মসাৎ কচ্চি, (হাসিতে হাসিতে) আমি তাকে ঘোড়া

থেকে ঠেলে ফেলে দিইছি, সে কত কি বলবো !! যাক্, তুমি কি বলছিলে বল।

পাগল। হালসা চাঁদপুর প্রভৃতি পরগণার নায়েব মহাশয় এসেছেন।

রূপ। বেশ। তাঁকে এখানে নিয়ে এস। (পাগলার প্রস্থান) পুত্রের উপর পিতার অকারণ এত ঘৃণা— এমন দৃষ্টান্ত দুনিয়ায় ক'টা আছে? আশ্চর্য্য বটে। (নায়েবকে লইয়া পাগলার প্রবেশ) আসুন—বসুন। এবার সোলাপুর পরগণার খাজনার দরুণ টাকা পৌঁছুতে এত বিলম্ব কেন? আপনি টাকা সঙ্গে এনেছেন?

নায়েব। আজ্ঞে না।

রূপ। এবার এত বিলম্ব কেন? আমার হালফিল অনেক টাকার দরকার, কবে নাগাত টাকা পৌঁছুতে পার্ব্বে?

নায়েব। (নিরুত্তর)

রূপ। এখনও কি টাকা সংগ্রহ হয়নি?

নায়েব। (নিরুত্তর)

রূপ। আপনি কথা ক'চ্চেন না কেন? কাজে এমন গাফিলি কেন হয়?

নায়েব। আজ্ঞে আমাদের শ্রমের ত্রুটী নাই, আমাদের কসুরে সংগ্রহ হয়নি নয়।

রূপ। তবে?

নায়েব। (নিরুত্তর)

রূপ। উত্তর করুন। সত্য কথার উচ্চারণে কখন কুণ্ঠিত হবেন না।

নায়েব। সোলাপুর, হালসা, চাঁদপুর, সিক্রে, প্রভৃতি সমস্ত পরগণায় যে আপনার মাতুলের ওয়ারেশী-সত্ত্বে আপনার অধিকার ছিল, এবং যে অধিকার-সত্ত্ব আপনি এতাবৎ-কাল ভোগ দখল কচ্ছিলেন, এবং যে সূত্রে ভগবৎ রাওয়ের সঙ্গে আপনার এই দুই বৎসর কাল যাবৎ মামলা চলছিল, গত মাসের ২৩শে তারিখে সে মোকর্দ্দমার চরম ফল প্রকাশ হয়েছে। কাজীর বিচারে উক্ত সমস্ত সম্পত্তিতে ভগবৎ রাওয়ের দাবিই গ্রাহ্য হয়েছে, আপনার অধিকার-সত্ত্ব খণ্ডিত হয়েছে। সে সম্পত্তির মুনফা এখন হতে ভগবৎ রাওই উপভোগ কর্ব্বেন। অধিকন্তু, আপনি এত দিন সে সম্পত্তির যে মুনোফা উপভোগ ক'রে আসছেন—কাজির হুকুম সে সমস্ত হাত নাগাদ ভগবৎরাওকে, তাতে তার ন্যায্য অধিকার প্রযুক্ত, আপনাকে কড়া ক্রান্তি সমস্ত ফেরত দিতে হবে।

রূপ। আপনি প্রকৃত তত্ত্ব অবগত নন। ও ব্যাপারে প্রকৃত সত্য আপনি যা বল্লেন, তার বিপরীত। আমারই জয় হয়েছে, ভগবৎরাওয়ের আরজী না মঞ্জুর হয়েছে। আজ কয়েক দিন হল ভগবৎরাও স্বয়ং আমাকে ঐ কথা বলে পত্র লিখেছেন। এ বৃদ্ধ বয়সে এ অবস্থায় আমার আশ্রিত হতে চেয়েছেন—শীঘ্রই দিল্লিতে এসে আমার

সহিত সাক্ষাত কর্ব্বেন লিখেছেন। আপনি প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হবার সম্যক চেষ্টা না করে একটা হয় তো অমূলক জনরবে আস্থা স্থাপন করে আমার নিকট এসেছেন।

নায়েব। কাল সন্ধ্যায় ভগবৎরাও ও আমি এক সময়েই সহরে প্রবেশ করেছি। এ সন্ধ্যাকালে না এলেও আসতে পারেন, কাল প্রাতে আপনার সঙ্গে ভগবৎ রাও সাক্ষাত কর্ব্বেন নিশ্চিত। ভগবৎরাও যে আপনাকে পত্র লিখেছেন, সে কথাও প্রকৃত, আমি অবগত আছি। সে পত্রের উদ্দেশ্য আপনাকে উপহাস করা—আপনাকে মিথ্যা উৎসাহে উৎফুল্ল কোরে, পরিশেষে সুকঠোর নিরাশায় নিক্ষেপ করা। আর ভগবৎরাওয়ের আপনার সঙ্গে সাক্ষাত করার কেবল মাত্র উদ্দেশ্য, আপনাকে টিটকারী করা। (জামার ভিতর হইতে কাগজ বাহির করিয়া) কাজির হুকুমের নকল এই—

রূপ। (বিস্মিতমুখে কাগজ পাঠ)

[মহিনের ভৃত্যের প্রবেশ।]

ভৃত্য। (রূপরাজের প্রতি) কুমার বাহাদুর এখুনি এই মুহুর্ত্তে, কি এক বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্যে তার কাছে গে সাক্ষাত কত্তে আপনাকে একবার বিশের অনুরোধ করেছেন।

রূপ। (কাতর কণ্ঠে) যাও—যাচ্ছি।

ভৃত্য। আমাকে আদেশ করেছিলেন, মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব না করে একবারে আপনাকে সঙ্গে করে নে যাই।

রূপ। চল। (নায়েবের প্রতি) আচ্ছা, আপনি আহারাদির উদ্যোগ করুন। আমি আসচি। (স্বগতঃ) একি ভাগ্য-বিপর্য্যয়!! কাজীর বিচারের আরজী পর্য্যন্ত দেখ্‌লেম, আর সন্দেহের স্থান কোথায়?

[ভৃত্য ও রূপরাজের প্রস্থান।]

নায়েব। আমিও একবার বাইরে থেকে আসবো।

[প্রস্থান।]

পাগল। ভগবান! এ সব কি? কি এ সব কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনা। সব ধোঁয়ার মত ফিকে ফিকে বোধ হচ্ছে। একি স্বপ্নে ঘূচ্ছি? যদি স্বপ্ন হয় তো এ স্বপ্ন এখুনি ভাঙ্গিয়ে দাও ঠাকুর! কি বিদ্‌কুটে স্বপ্ন!! হাসির পর্ব্বত চক্ষের জলের সমুদ্র হয়ে যাচ্ছে, পাগলার খিদে তেষ্টা ঘোচায় এমন স্বপ্ন!! পাগলার গাঁজা টেনে নেশা হয় না, এমন স্বপ্ন!! এ কি রকম দিব্বি থাকা যাচ্ছে দয়াময়! স্বপ্ন হয় তো, দোহাই তোমার জাগিয়ে দাও— আর সত্যি হয় তো, দোহাই তোমার পাগলাকে ঘুম পাড়াও—যে ঘুম ভাঙ্গে না সেই ঘুম পাড়াও। বাবার মুখ মলিন, পাগলা বেঁচে থেকে দেখ্‌তে পার্ব্বে না।

[পাগলার প্রস্থান।]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

মহান্তমলের বৈঠকখানা।

বিজ্‌লী ও রূপরাজ।

বিজলী। দেখেছ রূপ দাদা! কত মোহর দেখেছ, আমার এই কৌটোর ভেতর?

রূপ। তোমার কৌটোর ভেতর, আমি কি করে দেখতে পাব বিজ্‌লি?

বিজলী। দেখত পাওনিতো, তবে বল দেখি কটা আছে?

রূপ। ঐটুকু কৌটো, ওতে আর কটাই বা থাকবে— তিনটে।

বিজলী। হুও!! (কৌটা খুলিয়া) এই দেখ দশটা—এ যে ছোট ছোট মোহর। এটা বলতে পাল্লে না। আচ্ছা বল দেখি কে আমাকে দিয়েছে?

রূপ। তোমার মা।

বিজলী। (উচ্চহাস্যের সহিত) হুও!! মা নয়। দাদা দিয়েছে। তোমার এত মোহর আছে?

রূপ। আগে ছিল—এখন নেই।

বিজলী। আবার কবে হবে?

রূপ। আর হবে না।

বিজলী। কেউ তোমায় দেবে না?

রূপ। কে দেবে বিজ্‌লি? আমাকে দেবার কেউ নেই।

বিজলী। তোমার দাদা নেই?

রূপ। না।

বিজলী। মা দেবে।

রূপ। আমার তো মা নেই।

বিজলী। বাবা দেবে।

রূপ। তোমার বাবার মত আমার বাবা আমাকে ভালবাসেন না। তিনি দেবেন না।

বিজলী। আহা! তবে তোমাকে কে মোহর দেবে?

রূপ। কেউ দেবে না।

বিজলী। আহা কেউ দেবে না—কেউ দেবে না— রূপ দাদা! তবে তুমি আমার মোহর কটী নাও।

(মোহরের কৌটা রূপরাজকে প্রদান।)

রূপ। (স্বগতঃ) হায় বালিকা! এ তরুণ হৃদয়ে তোমার এত করুণা!! সংসারে করুণ অন্তঃকরণ নানা কষ্টের কারণ হয়। কি জানি তোমার অদৃষ্টে কি আছে। (প্রকাশ্যে) আমার এখন মোহরের দরকার নেই বিজ্‌লি! তুমি নাও!

বিজলী। না, তোমার পায়ে পড়ি নাও। আমাকে বাবা মোহর দেয়, দাদা দেয়, মা দেয়, তোমাকে তো দেবার কেউ নেই। তোমাকে আমি মোহর দেব।

রূপ। (বিজলীর মস্তক চুম্বন করিয়া) তোমার মঙ্গল হোক। ঐ টুকু কচি বুকের ভেতর তোমার এত দয়া! এখন থাক, আমার যখন মোহরের দরকার হবে, আমি তোমার কাছে আসব।

বিজলী। না নিলে আমার বড় ত্বঃখু হবে— নাও বলছি।

রূপ। ছি বিজলি! তুমি ছেলে মানুষ, তোমার মোহর দরকার, তোমার ও মোহর ক'টা কি আমায় নিতে আছে? আমি বড় হয়েছি।

বিজলী। বড় হলে বুঝি মোহর নেয় না? তুমি নেবে না?

রূপ। যদি না নিই!

বিজলী। তুমি যদি কিচ্ছু না নেও, তো আমি এখুনি রেগে তোমার কাছ থেকে চলে যাব, জন্মেও আর কাছে আসব না, কখখন তোমার সঙ্গে কথা কইব না। নেবে না?

রূপ। (হাসিয়া) না।

বিজলী। (ছল ছল চক্ষে) তবে যাও—আমি তোমার সঙ্গে কথা কইতে চাইনা—যাও।

[রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে প্রস্থানোদ্যম]

রূপ। (হাসিতে হাসিতে—বিজলীকে ধরিয়া ফিরাইয়া) এত রাগ?

বিজলী। যাও, তুমি আমার সঙ্গে কথা কোয়ো না বলছি।

রূপ। (হাসিতে হাসিতে) কেন বিজলি! এত রাগ কেন?

বিজলী। নেবে না?

রূপ। আচ্ছা, আমাকে ওই কৌটোটি দাও দেখি। (কৌটা লইয়া) নেহাত নিতে হবে। আচ্ছা দেখি, বঃ বাঃ এ কৌটোটী তো বেশ। এ কি পাথর? চমৎকার দেখতে—এ কৌটোটী কোথা পেলে বিজ্‌লি?

বিজলী। মামা আমার জন্যে তৈয়ারী করিয়ে দিয়েছেন,

এই দেখ (কৌটা খুলিয়া) ভেতরে আমার নাম লেখা—এই দেখ "বিজলি"।

রূপ। (স্বগতঃ) বালিকাকে ভোলাতে হবে। (প্রকাশ্যে) বিজলি ! এই কৌটাটী আমায় দেবে ?

বিজলী। নাও না—সত্যি নেবে ?

রূপ। সত্যি নেবো—তুমি সত্যি দেবে ? তোমার ও মোহর গুলো বড় ছোট্ট ছোট্ট, আমার ও পছন্দ নয়, আমার ঐ কৌটোটী নিতে ইচ্ছে করে।

বিজলী। আচ্ছা মোহর তোমায় নিতে হবে না। (মোহর গুলি বাম হস্তে ঢালিয়া লইয়া, দক্ষিণ হস্তে রূপরাজকে কৌটা প্রদান) এই নাও।

রূপ। দাও। (কৌটা গ্রহণ করিয়া) আমার সঙ্গে কথা কইবে তো ?

বিজলী। না নিলে তোমার সঙ্গে কথা কইতুম না। আমার বড্ড রাগ হতো। এখন থেকে তোমাকে ভালবাসব।

রূপ। মূর্ত্তিমতী করুণা !! কিন্তু পৃথিবীতো করুণার আবাস নয়—

(মহিন ও রঘুদেবের প্রবেশ।)

মহিন। বিজলি ! বাড়ীর ভেতর যাও—

(বিজলীর দৌড়িয়া প্রস্থান ও রঘুদেবের আভূমি প্রণত হইয়া রূপরাজকে অভিবাদন।)

রূপরাজ ! এই বৃদ্ধ নফরের একান্ত ইচ্ছা তোমার হস্তে ওর অপঘাত হয়। আমার হস্তে হলে তোমার শ্রমের

লাঘব হত সন্দেহ নাই। কিন্তু ওর অনুরোধ তোমা কর্ত্তৃক ও পৃথিবী হতে অন্তরিত হয়। তুমি সত্বর বৃদ্ধের ইচ্ছা পূর্ণ কর।

রূপ। (হাসিয়া) ব্যাপার কি—কে ও? তুমি আমাকে ডাকতে পাঠিয়েছিলে কেন?

মহিন। তোমাকে ডাকতে পাঠিয়েছিলুম অন্য দরকারে, কিন্তু আপাততঃ পরিহাস কচ্ছিনা, তুমি এই নরাধমের সদ্গতি কর।

রঘু। (অভিবাদন করিয়া) কাজ যত সংক্ষেপ করা যায় ততই ভাল। মহামহিমান্বিত রূপরাজ সিংহ বাহাদুর!

(এক খণ্ড কাগজের অংশ বিশেষ রূপরাজের সম্মুখে ধরিয়া)

এ হস্ত লিপি আপনার?

রূপ। হাঁ (ভাল করিয়া দেখিয়া) না—তবে ঠিক আমার লেখার মতন বটে।

রঘু। (অভিবাদন করিয়া) হিঃ গোলমাল হয়ে পড়চে—গোলমাল হয়ে পড়চে—গোলমাল হয়ে পড়চে—একবার হাঁ—একবার না—আ হা-হা-হা—উঁচু রক্ত, মিথ্যাও বলতে পারেন না; সত্যি বল্লেও প্রাণ-সংশয়। গোলমাল হয়ে পড়চে— কাজ সংক্ষেপ হচ্ছে না।

রূপ। মহিন! ব্যাপার কি ভাই?

মোহিন। ব্যাপার কি শুনবে? তুমি আমার নাম জাল করে ওই কুত্তোর গদী থেকে হাজার টাকা নিয়ে এসেছ—শুনলে?

রঘু। (অভিবাদন করিয়া) মহামহিমান্বিত রূপরাজ সিংহ! আপনার বন্ধুর নাম জাল করা অপরাধে, এবং তদুপায়ে আমার গদী থেকে এক হাজার টাকার চৌর্য্য অপরাধে, আমি আপনাকে অভিযুক্ত কচ্ছি। আপনার কোন উত্তর আছে?

রূপ। (অবাক হইয়া) তুমি কি পাগল—আমি মহিনের নাম জাল করে টাকা আনব? আমি তো মহিনের ঠেন্ চাইলেই পাত্তুম। কোথায় তোমার গদী?

রঘু। গত ২৩শে বৈশাখ, শুক্রবার, সন্ধ্যার পর যথায় গিয়েছিলেন, সেই আ ার গদী।

রূপ। (ত্রাস্তভাবে) গত ২৩শে বৈশাখ, শুক্রবার, সন্ধ্যার পর—

রঘু। (অভিবাদন করিয়া) আ-হা-হা-হা—এতক্ষণের পর মনে পড়েছে ; তা-নইলে ২৩শে বৈশাখ শুক্রবার সন্ধ্যার পর, শুনে চম্‌কে উঠবেন কেন? কাজ যত সংক্ষেপ হয়, ততই ভাল।

রূপ। ভুল কচ্চ। ২৩শে বৈশাখ সন্ধ্যার পর আমি তোমার গদীতে যাইনি! তোমার গদী কোথায় আমি জানিও না। লেখটা দেখি।

রঘু। (অভিবাদন করিয়া) আ হা-হা-হা—তাতো দেখবেনই, দেখুন না। তবে কাগজটা আপনার হাতে করে নেবায় দরকার নেই, এই তফাত থেকেই দেখুন। আপনি

অনুগ্রহ করে যখন আসামী দাঁড়িয়েছেন, তখন আপনার হাতে কাগজটা দেওয়া সদ্‌যুক্তি নয়।

রূপ। আচ্ছা দেখি—তফাৎ থেকেই দেখি।

(লিপি উত্তমরূপ নিরীক্ষণ করিয়া—স্বগতঃ) হায়! হায়! করেছিস কি? মালি! করেছিস কি? তোকে তো বরাবর দিয়ে আসছি—সে দিনেও যে যা ছিল, আপনার খরচ রহিত করে তোকে দিয়েছি, তাতেও তোর খিদে মিটল না? (প্রকাশ্যে) আমার বলবার মধ্যে এই—ও হস্তলিপি আমার নয়, এবং গত ২৩শে বৈশাখ শুক্রবার সন্ধ্যার পর, আমি তোমার গদীতে উপস্থিত ছিলাম না।

মহিন। (রূপরাজকে আলিঙ্গন করিয়া) শোন্ মূঢ়! আর তোর কিছু বলবার আছে? এখন সম্মুখ হতে দূর হ'।

রঘু। (অভিবাদন করিয়া) আ হা-হা—আলিঙ্গন কচ্ছেন, কুমার বাহাদুর আহ্লাদে বন্ধুকে আলিঙ্গন কচ্ছেন, তা আলিঙ্গনটা একটু বাদে হলেও ক্ষতি হত না। কুমার বাহাদুর! মহামহিমান্বিত রূপরাজ সিংহ ঐ লেখাটা ওঁর, এবং সে দিন উনি আমার গদীতে উপস্থিত ছিলেন, এ দুটা বিষয় স্বীকার কর্ব্বেন—এরূপ অনুগ্রহ এ ক্ষেত্রে ওঁর নিকট হতে আশা করা অন্যায়। পক্ষান্তরে, উনি যে উভয় বিষয়েই "না" বলবেন তাই সঙ্গত; তবে উনি বল্লেই তো হবে না—ওঁকে আপনি জিজ্ঞাসা করুন, আমার গদীতে যদি উপস্থিত ছিলেন না—তবে গত ২৩শে বৈশাখ শুক্রবার সন্ধ্যার পর, উনি কোথায় উপস্থিত ছিলেন।

মহিন। রূপরাজ! ভাই! বল সেদিন সন্ধ্যার সময় কোথায় ছিলে? এ আপদ চুকে যাক্, আমার প্রাণান্ত হল।

রূপ। তা আমি বলতে পার্ব্ব না।

ম। আচ্ছা—আমাকে বল।

রূপ। মহিন! আমাকে অনুরোধ কোরো না, তোমাকেও তা আমি বল্‌তে পার্ব্ব না।

ম। (বিষণ্ণ মুখে) আমাকেও বলতে পার্ব্বে না?

রঘু। (অভিবাদন করিয়া) আ-হা-হা-হা—কাজ সংক্ষেপ হচ্ছে না। মহামহিমান্বিত রূপরাজ সিংহ! সে দিন কোথায় ছিলেন বলুন, নইলে আমার সঙ্গে অনুগ্রহ করে গারদে চলুন।

রূপ। চল, যেতে আমি স্বীকৃত আছি। তবে তোমাকে অঙ্গীকার কত্তে হবে, পথে তুমি কি তোমার লোক জনেরা আমার অঙ্গ স্পর্শ করে আমায় অপমানিত না করে।

রঘু। (অভিবাদন করিয়া) মহাভারত! মহাভারত! যত দূর সম্ভব ভদ্রতার সহিত আপনাকে গারদে নে যান যাবে।

ম। রূপরাজ সিংহ! তুমি কি পাগল? কি বকছ?

রূপ। মহিন! তুমি ব্যস্ত হয়ো না। অবস্থা-চক্রে আমার অপরাধীর অবস্থা প্রকৃত, এখন ওর সঙ্গে যাওয়া ভিন্ন বিরোধে লাভ নাই—বরং ক্ষতি আছে। তুমি নিশ্চিন্ত থাক, এ চক্র ভেদ করে শীঘ্রই আমি ফিরে আসব।

ম। (রঘুদেবের প্রতি) আমার নাম জাল করেছে—তোর

নাম তো জাল করেনি। দে আমায় কাগজ দে, আমি এখুনি তোকে হাজার টাকা গণে দিচ্ছি। যে করুক, যা করুক, তোর মামলা তো হাজার টাকার। দে আমাকে কাগজ খানা দে—আমি তোকে হাজার টাকা এখুনি গণে দিচ্ছি।

রঘু। (অভিবাদন করিয়া) তা তো ঠিকই—তা তো ঠিকই—তা নইলে রক্ত উঁচু বল্‌বে কেন? রক্ত কি আর সত্যি তিন তোলা সমান কারও উঁচু হয়, একেই বলে উঁচু রক্ত। আহা! পরের জন্য নিজে হাজার টাকা গণে দিতে চাইছেন। আমাকে কুত্তোই বলুন, আর ধাক্কাই দিন, রক্ত উঁচু সন্দেহ নাই। তবে কুমার বাহাদুর! একটুখানি টুকরো কথা আমার এই যে, টাকা নিয়ে মিটুলে এ ক্ষেত্রে ধর্ম্মের অবমাননা করা হবে—পাপীকে অব্যাহতি দেওয়া হবে—আসামীকে গারদে পাঠান হবে না। এ বৃদ্ধ বয়সে সে পাপ কত্তে আমি প্রস্তুত নই। আমি টাকা চাইনা, আসামী চাই। মহা-মহিমান্বিত রূপরাজ সিংহ! কাজ সংক্ষেপ করুন—আমার সঙ্গে চলুন।

(মহিনের একটু কাগজ লইয়া তাহাতে লিখন)

ম। স্থির হও। রঘুদেব মাড়োয়ারি! তুমি বৃদ্ধ—বস্তুতঃ রাগান্ধ হয়ে তোমাকে প্রহার করা আমার কাপুরুষের কার্য্য হয়েছে। আমাকে তুমি ক্ষমা কর, এখন আমার চৈতন্য হয়েছে।

রঘু। (আভূমি-প্রণত হইয়া অভিবাদনান্তে) আ-হা-হা-হা—

ম। স্থির হও! ও রূপ বিকট চিৎকার কোরো না। (হস্ত-স্থিত কাগজখানি দেখাইয়া) এই কাগজখানি তুমি নাও। এখানি সাদা কাগজ—তলায় আমি আমার নাম সই করে দিইছি—তুমি একে যত টাকার ইচ্ছে খত তৈয়েরী করে নিও। দশ, বিশ ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ হাজার টাকার খত তৈয়েরি কোরো—রঘুদেব মাড়োয়ারি! একে লাখ টাকার খত তৈয়েরি করেও নয় তোমার মহাজনী বৃত্তির চরম সন্তোষ উপার্জ্জন কোরো। বিনিময়ে তোমার হাতের ও কাগজ টুকরো আমাকে দাও। আমার বন্ধুকে আর অকারণ অপমান কোরো না। আমি কৃতাঞ্জলিপুটে তোমাকে মিনতি করে বলচি, আমার এ অনুরোধ তুমি রক্ষা কর, বিনিময়ে লক্ষ টাকা নাও।

রূপ। (মহিনকে আলিঙ্গন করিয়া) মহিন! ভাই! তোমার নিকট আমারও অনুরোধ, নিরস্ত হও। তুমি কি আমায় প্রকৃত দোষী সাব্যস্ত করেছ?

ম। দোষী সাব্যস্ত করেছি? তোমাকে? আমি? তুমি পাগল হয়ে গেছ—রূপরাজ! তুমি পাগল হয়ে গেছ।

রূপ। পাগল হইনি। তুমি যদি ঐ লোকটাকে লক্ষ টাকা মূল্য দিয়ে আমার এ ব্যাপারে অব্যাহতি ক্রয় কর, তা হলে দাঁড়ায় এই যে আমি প্রকৃত দোষী। আমার মুক্তির উৎকোচ ঐ লক্ষ টাকা। তোমার অন্তঃকরণ দেবতার—কিন্তু স্নেহান্ধ, ভ্রান্ত। স্থির হও, আমি যাই—

ভেবো না—ব্যস্ত হয়ো না—অস্থির হয়ো না। (হস্তে মুখ লুকাইয়া মহিনের রোদন) (রঘুদেবের প্রতি) চল—স্মরণ রেখো, পথে তোমার লোক কর্তৃক কোন প্রকারে যদি আমি অপমানিত হই, তা হলে তখনই তোমার মস্তক আমি শত খণ্ডে চূর্ণ কর্ব্ব।

[রূপরাজ ও রঘুদেবের প্রস্থান।]

(ভৃত্যের প্রবেশ।)

ভৃত্য। রাণী মা আপনাকে স্মরণ করেছেন।

ম। (মুখ তুলিয়া) চল।

[উভয়ের প্রস্থান।]

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

কেতকী।

কেতকী। আশ্চর্য্য! রূপরাজ কলঙ্কের ভয়ে এই মাত্র নদীতে ঝাঁপ দিয়ে মরে গেছে? ব্যাপারটা আমার স্বপ্নের মত বোধ হচ্ছে। মরে গেছে? (বিলম্বে) সে মরে গেছে, তাতে আমার কি? তার মরায় কি আমার লোকসান? কখনই না। তার মরায় আমার লাভ পরম লাভ। ছি-ছি! কি

করেছিলুম – কি করেছিলুম, পাগল হয়েছিলুম কি ? কাকে ভাল বেসেছিলুম ? যে পাঁচ জনের—তাকে। সে কি কখন আমার আপনার হ'তো ? তাকে কি কখন আমি আপনার কত্তে পাত্তুম ? কখন না—কখন না। তাকে আপনার কত্তে পাল্লেও বুঝতুম, নয় ডুবতুম। তবে– (বিলম্বে) তার মরার সঙ্গে আমার লজ্জা মরেছে, আশঙ্কা মরেছে। সে বলেছিল সে ঘটনা তার জীবনের অঙ্কপাত থেকে মুছে ফেলবে। তার জীবনের অঙ্কপাতই যে এত শীগ্‌গির পুড়ে ছাই হয়ে যাবে, তা কে ভেবেছিল ?

(গুণবন্ত সিংহের প্রবেশ।)

শুনেছ ? রূপরাজ আত্মহত্যা করেছে—

গুণ। হ্যাঁ শুনলুম।

কেতকী। আচ্ছা, নিশ্চয়ই যে তার লাস তাই বা কে বলতে পারে ?

গুণ। শুনলেম তো সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তারই কাপড়-চোপড় আলখাল্লা, তারই নাম লেখা অঙ্গুরী, অঙ্গ সৌষ্ঠব তার, কেবল মুখটা নেই—সম্ভবতঃ কোন জানোয়ারে কেটে নে গেছে। মহিন সে লাস দেখেছে- সে যে তার লাস সে বিষয়ে মহিনের একটুও সন্দেহ নাই।

কেতকী। মহিনের যদি সন্দেহ না থাকে, তা হলে আর কার

সন্দেহ থাকবে বল। দু'জনে এক প্রাণ এক যুগ ছিল।

গুণ। মহিন এখনি আস্‌বে। তাকে আস্‌বার কথা স্বীকার করিয়ে, তবে আমি এসেছি। ছোকরাকে দিন কতক খুব চোখে চোখে, নানান রকমে অন্যমনস্ক করে, রাখ্‌তে হবে। বড্ড লেগেছে—লাস দেখে অবধি বিছানা ছাড়েনি, মুখে জল দেয়নি, কেউ জল দেওয়াতেও পারেনি—শেষ আমি গিয়ে জোর করে খাওয়াই, তবে খায়।

কেতকী। সব তো তুমি শুনেছ, আমিও তোমার কাছে শুন্‌লুম। তোমার কি বোধ হয় সে দোষী নয়?

গুণ। এই যে মালঞ্চনাথ আস্‌ছে। ও ছোকরাও শুকিয়ে গিয়েছে। আহা মালী-অন্ত-প্রাণ ছেল।

(মালঞ্চনাথের প্রবেশ)

গুণ। এস মালি! কেমন আছ?

মা। আর দাদা! যেমন তোমার আশীর্ব্বাদ।

গুণ। তোমার কনেদিদি জিগ্যেস কচ্ছে—সব তো শুনেছি, আর কেই বা না শুনেছে, দিল্লীতে ঢাক বেজে গেছে—সব শুনে আমার কি বোধ হয়? রূপরাজ এ বিষয়ে প্রকৃত দোষী ছিল কি না—

(মোহান্তমলের প্রবেশ)

ম। দুনিয়া মিথ্যা এ কথা বিশ্বাস কোর্ব্বো, চন্দ্র সূর্য্যের শিশিরে নির্ম্মাণ এ কথা বিশ্বাস কোর্ব্বো, চৈতন্যময় ভগবানের অচৈতন্যে বিশ্বাস কোর্ব্বো, রূপরাজ সিংহ জালিয়াত

এ কথা বিশ্বাস কোর্ব্বো না—বিশ্বাস কত্তে পার্ব্ব না। আর হাজার টাকার জন্যে—যার জুতো বেচ্‌লে দশ হাজার টাকা হয়। আমার কাছে চাইলে, আমি এক ক্রোর টাকা তাকে দিতে পারি—তা জেনে, এই তুচ্ছ টাকার জন্যে সে আমার নাম জাল কর্ব্বে? ছি! এ কথা মুখে উচ্চারণ কচ্ছি, তাই মহাপাপ!!

গুণ। (কম্পিত স্বরে) মহিন! ভাই! সে কথা আমি হাজার বার মানি। সেই লোক, সে এ কাজ কর্ব্বে— পাগল!!

মালী। তা নিশ্চয়ই। তবে দাদা! তিনি চিরকালই পাগলের মত ছিলেন। অতিশয় উদার—অত্যন্ত মহৎ অন্তঃকরণ, খামখেয়ালি! এই পর্য্যন্ত বিশ্বাস করা যায়, যে হঠাৎ কোন হতভাগা এসে দানের জন্য ধরেছে, তখন হয়তো তাঁর হাতে টাকা ছিল না—বলেছে রঘুদেব মাড়ওয়ারীর গদীতে মহিন দাদার নাম সই করে খত দিতে, দাদাও হয় তো ভেবেছিলেন, দিতে আপত্তি নাই। অই সামান্য টাকা— মহিন দাদা জানবার আগেই পাঠিয়ে দেবেন। তার পর ভুলে গিছলেন। হয়তো এই রকম একটা কিছু হতে পারে। তা নইলে সেই লোক, সেই আমীর, এই সামান্য তুচ্ছ ব্যাপার—

[মালঞ্চের রোদন]

মহিন। মালী বালক—ও যা বল্লে, ছেলে মানুষের কথার মত। জালিয়াতীর কথাও তার কখন মাথায় আসতো না।

বোধ হয় নাম জাল করা কাকে বলে, ত.ও সে মরবার সময় পয্যন্ত বুঝতে পারেনি।

কেতকী। (মহিনের প্রতি) যথন সে লাসের মুখ ছেল না, তখন কি করে তুমি নিশ্চয় করে বল্লে সে তারই লাস ?

মহিন। কনেদিদি! তার মৃত্যু বিষয়ে সন্দেহ কোরো না। যে পোষাক পরে সে শেষ আমার বাড়ী থেকে বেরোয় সেই পোষাক, তেমনি করে পরা—মুখ না থাকলেও, সেই হাত, সেই পা, সেই গড়ন, সেই দেহ, এমন কি নাম লেখা তার সেই প.ন্নার আংটাটী পয্যন্ত। আমি কি না জেনেই বলেছি, তুমি মনে কর। রূপ মরে পুরোণো হয়ে গেল। কি মৃত্যু—কি ভয়ানক মৃত্যু—অবস্থা-চক্রে লজ্জা-নিবারণের কারণ মৃত্যু। (হাতে মুখ লুকাইয়া রোদন)

কেতকী। তার না একটা—একটা—সেই এ ছেল—

মহিন। ছেল কনেদিদি, কিন্তু তুমি যা উচ্চারণ কত্তে থতমত থাচ্ছ, সে তা নয়। সে বিদুষী, উচ্চ আদর্শের রমণী—সদানন্দময়ী রূপরাজ-গত-প্রাণা, বেশ্যা নয়! কত ওমরাহের পুত্র তার বিবাহার্থী হয়ে.ছ। নাম কোর্ব্বো না—দিল্লির আকাশের হয় তো কোন সর্ব্বোজ্জ্বল নক্ষত্র কৃতাঞ্জলি পুটে তার পাণি প্রার্থনা করেছে, কিন্তু কোন প্রকার বন্ধনের মধ্যে প্রবেশের সে নয়। রূপরাজ-বিহ্বলা—রূপরাজকেই সে বিবাহ কত্তে প্রস্তত ছেল না। চিত্তের মিলনের বাহ্য আড়ম্বর নিষ্প্রয়োজন, ত.র মত। সে যদি বেশ্য: হয়, আমি সে জাতীয় বেশ্যার উপাসক। রূপরাজের

বৃত্তান্ত শুনেই সে মুর্চ্ছা গিছল—মুর্চ্ছা ভাঙ্গতেই তার কোন অর্ব্বাচীন পূর্ব্ব বিবাহার্থী পুনর্ব্বার সেই সময়ে তাকে বিবাহের প্রস্তাব করে, হেসে সে তাকে বিকালে এসে সাক্ষাত কত্তে বলে। ইতিমধ্যে, বিষপানে সে পাগলিনীর প্রাণ তার প্রেমিকের সহিত মিলনার্থ উচ্চে গমন করেছ। সুতরাং নরলোকের কারও সঙ্গে তার আর সাক্ষাৎ হয়নি।

কেতকী। দেখ মহিন! তুমি যাই বল, এখন আমার বেশ বোধ হচ্ছে অই যে ২৩শে বৈশাখের কথা, তার কারণ অই বেশ্যা। সে অই বেশ্যার জন্য ও তারিখে নিজে কোথাও এমন কোন কাজে ছেল, যা কাকেও বলবার নয়। বেশ্যাশক্ত পুরুষে আর অতি নিকৃষ্ট পশুতে প্রভেদ নাই লোকে যে বলে, তার কারণ এই। (গুণবন্তের প্রতি) তুমি কি বল?

গুণ। ও সব কথা ছেড়ে দাও। চল খেতে যাওয়া যাক। মহিন! ওঠ ভাই!

মহিন। দাদা ক্ষমা করুন। পেট ফুলে আছে—আমি খেতে পার্ব্বনা, আমি চল্লেম। আমার শরীরটা ভাল নয়।

[প্রস্থান।]

গুণ। ছোকরার একটা ব্যায়রাম স্যায়রাম না হলে হয়। তোমরা সকলেত এত কথা কইলে, কিন্তু আমার বিশ্বাস কি শোন। জালিয়াতীর কথা ছেড়ে দিলুম সে কথায়

তো আমার কাণ দেওয়াও মহাপাপ বিবেচনা হয়। মহিনের বিশ্বাস সে নদী পেরুতে গে মরে গেছে, তাও আমার অগ্রাহ্য। ঐ শীর্ণা নদী তার মত বীরের পক্ষে গোখুর-সঞ্জাত জল-গণ্ডুষের মত। সে দোষীও নয়—সে মরেওনি। হতে পারে এ বিশ্বাসে আমি ভ্রান্ত, কিন্তু আমার এই বিশ্বাস। যাক, ও কথার আলোচনায় কোন ফল নাই। চল মালি! খাবে চল।

মা। দাদা! শোকে দুঃখে মুখে আর হাত ওঠে না। খাব কি বল। চল যাই।

[সকলের প্রস্থান]

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

জোনপুর-প্রান্ত—চটীর সম্মুখ।

(হীনবেশে রূপরাজের প্রবেশ)

রূপ। স্বপ্নের অদ্ভুত লহরীর সঙ্গে মানব-জীবনের অবস্থা-পরিবর্ত্তনের পার্থক্য কোথায়? দশ পনের দিন আগের আমি,আর আজকের আমি,এ দু'য়ের মধ্যে কত তফাত—স্বপ্নের অতীত। সে রূপরাজ মৃত, চিরদিনের জন্য জগ-

তের চক্ষে মৃত—এ আবার নব জীবন আরম্ভ। এ জীবনের শেষ কোথায়, কত দূর, কে বল্‌তে পারে ?

(চটীওয়ালার প্রবেশ)

চটী-ও। কে তুমি ? সন্ধ্যের ঝোঁকে এখানে বেড়াচ্ছ কেন?

রূপ। ভাই! আমি পান্থ—তুমি কে ?

চটী-ও। আমার চেহারা দেখে আমি কে চিন্‌তে পাচ্চ না ? আমি এই চটীওলা, এ চটী আমারই। তোমার নাম কি ? তুমি কোথাকার লোক ?

রূপ। আমার নাম গরীব সিং, আমার বাস জোনপুরের দশ ক্রোশ উত্তরে নওগাঁ পরগণায়। সন্ধ্যা হয়েছে—এ চটীতে আমাকে আজ রাত্রিতে আশ্রয় দেবে ?

চটী-ও। আশ্রয়—তা দোব বৈকি ? আশ্রয় নিয়ে বেশ ধীরে সুস্থে মাঝ রেতে ডাকাতীটা কারবার মতলব—না ? আর এক ব্যাটা অচেনা লোক এই খানিক ক্ষণ হ'ল এসে ভেতরে বসে রয়েছে। ডাকলে নড়ে না। ব্যাটার যেন বাবা কেলে চটী। আবার বেশী বল্লে বলে, ব্যাজার কর কেন—এখুনি উঠছি, একটু জিরুতে দাও। তামাক খাওয়াও। ব্যাটা যেন বোনাই-বাড়ী এসে বসেছে।

রূপ। ভাই! আমি ডাকাতি কত্তে আসিনি—ভয় নেই। আমি ক্লান্ত পথিক, কাজ কর্ম্মের অন্বেষণে জোনপুর সহরে এসেছি। আমি বড় দরিদ্র, আমার কাছে একটী পয়সাও নেই, আমি কিছু খাব না—কেবল তুমি যদি হুকুম কর

তো তোমার দাওয়ায় পড়ে রাত্রি যাপন করি। আমার কথায় বিশ্বাস কর, আমি ডাকাতী কত্তে আসিনি।

চটী-ও। চোর ডাকাতে কবে গেরস্তর বাড়ীতে এসে বলে, গেরস্ত ভাই! সাবধান হও—আমরা তোমার বাড়ীতে চুরী ডাকাতী কত্তে এসেছি। এখন দিন কাল বড় খারাপ, চার দিকে যুদ্ধ বিগ্রহ, আমরা এ সময় চটীতে অচেনা লোক রাখি না। তুমি পথ দেখ বাবু। এই একটু আগে এক জন এল সে অচেনা, সে আসতে না আসতে তুমি এলে অচেনা, আর আধ ঘণ্টা বাদে আর এক জন আসবে, সেও অচেনা। ও রকম খেপে খেপে অচেনা লোকের সন্ধ্যার সময় আসবার মতলব আমি বুঝি। সরে পড়!

রূপ। আচ্ছা ভাই! আমাকে বিশ্বাস না কর, আমি চলে যাচ্ছি। কিন্তু আমি অনেক পথ হেঁটে এসেছি—বড় পিপাসা পেয়েছে। আমাকে একটু খাবার জল দাও, আমি খেয়ে যাই।

চটী-ও। ঐ আগে সেপাইদের ছাউনিতে যাওনা, জল খেতে পাবে। এখানে জল নেই বাবু। আমরা বড় একটা জল টল খাই না।

(জল লইয়া পাগলার প্রবেশ)

পাগল। জল খান—বসুন।

রূপ (সবিস্ময়ে) রংরাজ! তুমি? তুমি এখানে?

পাগল। স্থির হোন্—বলছি। (চটীওয়ালার প্রতি) তোমাকে অন্দরে তোমার স্ত্রী ডাকচে, শুনে এস।

চটী-ও। আর তোমাদের ক'জন আসবে? তা বুঝে লোক জন ডেকে হুঁসিয়ার হই, বলনা।

পাগল। এযে দিব্বি থাকা গেল! বলব অখন, ভেতরে গেলেই তুমি সব শুন্‌তে পাবে। এলেবাত আসবাব্‌তো তোমার বিস্তর, তাই ডাকাতের ভয়। ডাকাত পড়ে কি তোমার এই দাওয়ার মাটী তুলে নে যাবে? যাও—তোমার পরিবার তোমায় শীগ্‌গির ডাকছে, শোনগে। যদি আমার কথা মিথ্যা হয়—সে যদি বলে সে তোমায় ডাকেনি—ভেতর থেকে এখানে এসে পৌঁছুতে তোমার তো দুদিন দুরাত্তির লাগবে না। এসে আমাদের তাড়িও, আমরা চলে যাব।

চটী-ও। আমি যতক্ষণ না আসি, কিছু সরিও টরিও না।

[প্রস্থান।]

রূপ। রংরাজ!

পাগল। বাবা!

রূপ। তুমি কেমন করে এলে?

পাগল। বরাবর আপনার সঙ্গে—একটু পেছিয়ে।

রূপ। এর আগে সাক্ষাত করনি কেন?

পাগল। পাছে আপনি বিরক্ত হন। কিন্তু আর থাকতে পাল্লুম না—দেখা না করে আর থাকতে পাল্লুম না।

রূপ। রংরাজ! ফিরে যাও।

পাগল। (কম্পিত স্বরে) কোথায় যাব বাবা! এযে দিব্বি থাকতে বলছেন! আপনাকে ছেড়ে আমি কোথায় যাব? আপনার একি বেশ? ভগবান! এ কি রকম দিব্বি থাকা গেল!!

রূপ। দেশে যাও রংরাজ! আমার কথা শোন—দেশে যাও। জগতের চক্ষে আজ আমি মৃত—আবার আমার এখন থেকে নূতন জীবন সুরু হল, এ জীবনের গতি কণ্টক কঙ্করের মধ্য দিয়ে—ফুলবনের ভেতর দে নয়। রংরাজ! ফিরে যাও। আমি একলা আমার এ অবস্থা করেছি, আমাকে একলা এ অবস্থায় থাকতে দাও।

পাগল। (রূপরাজের চরণ ধরিয়া) বাবা! আপনার পায়ে পড়ি, আমাকে আপনার কাছে থাকতে দিন। আমার দেশ বিদেশ আহার বিহার সব আপনি—আমাকে আপনার কাছে থাকতে দিন। আপনি বই আমার কে আছে—আপনি বিনা আমার কি আছে? আমাকে আপনার কাছে থাকতে দিন। তাড়াবেন না—তাড়ালে আমি যাবনা—জলে ডুবে কি আছাড় খেয়ে দিব্বি থাকব!

রূপ। প্রিয় বন্ধু! নির্ব্বোধের কার্য্য কোরো না। এ বড় দুঃখের জীবনের প্রারম্ভ। এত দুঃখ সইতে তোমার কষ্ট হবে। এত দুঃখে ইচ্ছে করে পোড়ো না।

পাগল। বাবা! বাবা! আপনার এত দুঃখ সইতে কষ্ট হবে

না—কষ্ট হবে আমার? পাগলা ব্যাটার? আমার সুখ দুঃখ সব আপনি—আপনাতে আমার গাঁথা সব। আপনার দুটী পায়ে পড়ি আমাকে আপনি তাড়াবেন না।

রূপ। যা ইচ্ছা কর—তোমার মত আত্মত্যাগের পুরস্কার পৃথীবিতে নেই, সেটা স্মরণ রেখো। আমার জন্যে আমি মলুম, আবার তোমাকেও মাল্লুম—হায় ভগবান!

পাগ। আপনার জন্যে আপনার এ অবস্থা? বাবা! ও কথাটা আর আমাকে বলবেন না। আপনি যখন প্রথম নায়েব মশায়ের সঙ্গে কথা কয়ে বাড়ী থেকে বেরোন, তখনি আমার প্রাণটা কেমন ছাঁত করে উঠলো। কে যেন মনের ভেতর আমাকে বলতে লাগল—ওরে! বড় ঝড় উঠবে—ওকে একলা ছেড়ে দিস্‌নি, সঙ্গে যা। আমিও আপনার পেছু পেছু কুমার বাহাদুরের বাড়ীতে যাই। তার পর যা যা হয় সব দেখিছি, সব শুনিছি। বাবা বাবা! সব খুলে বল্লে মালঞ্চনাথ নয় সেতো, আপনি তো আপনার বাপের থাকতেন।

রূপ। সে বাচ্ছা, তার জ্ঞান কি? আর কর্ত্তার জন্যে—

পাগল। কর্ত্তার আপনি দুচক্ষের বিষ, হয়তো এ সংবাদে কর্ত্তা আনন্দে ভোজ দেবেন। তবে সে কর্ত্তার কথা তুলছেন কেন?

রূপ। বাবা যদি আমায় স্নেহের চক্ষে দেখতেন, তা হলে কি কত্তম বলতে পারি না। হয়তো আপনাকে

বাঁচাবার লোভ হত। কিন্তু কর্ত্তার সে ছোকরার ওপর প্রাণ ঢালা, আমার উপর বিষদৃষ্টি—সুতরাং ছোকরার ভাল মন্দে এ বৃদ্ধ বয়সে তাঁকে বড় চোট লাগতো। এ ক্ষেত্রে আমার অবর্ত্তমানে ছোকরাকে নে ভুলবেন। কাজেই যা করেছি তাই আমার প্রশস্ত বলে বোধ হচ্ছে।

পাগ। বাবা! আপনার এ বেশ দেখে যে আমার বুকের ভেতর ফেটে যাচ্ছে। এ কাপড় চোপড় আপনি কোথায় পেলেন।

রূপ। আমি রঘুদেব মাড়োয়ারীর হাত থেকে পালাতুম না। বিচারে যে রকম বুঝি কোর্ব্ব এইটেই আমার মনস্থ ছেল। সে মহাজনটার সঙ্গে এই সর্ত্তে বেরুই, যে সে রাস্তায় আমাকে কোন প্রকারে লাঞ্ছিত কর্ব্বে না। আমি স্বইচ্ছায় গারদে যাব। লোকটা অত্যন্ত হীন প্রকৃতি—রাস্তায় কিয়দ্দূর এসেই তার লোকেরা আমার হাতে হাতকড়ি পরাবার চেষ্টা কল্লে, তাদের কথার খেলাপে এবং অপমানে রাগে, আমি অন্ধকার দেখলেম। দু'চার জনকে দু'চার ঘা মেরেই তাদের হাত ছাড়িয়ে দৌড়ুতে সুরু কল্লুম—তারাও পেছু নিলে। কিন্তু আমি এ গলি সে গলি, এদিকে ওদিকে ঘুরে, রাত্রির অন্ধকারে শীগ্‌গিরই তাদের কাছ থেকে অনেক তফাত হয়ে পড়লুম। তবু দৌড়ুতে লাগলুম, একটু একটু জিরুই আর দৌড়ুই, এই রকম চার পাঁচ ঘণ্টা দৌড়োনোর পর ভোর বেলা একটা নদীর তীরে কতকগুলো গাছ পালার

ঝোপে এসে বসলুম। তখন জোৎস্না ফিন ফুটছে—আলোয় দেখতে পেলুম আমি যেখানে বসে আছি, নদীর ঠিক সেই কিনারায় আমার পায়ের কাছে, একটা টাটকা মড়া আটকে রয়েছে। উঠে কাছেগে দেখে বোধ হল, বড় জোর ঘণ্টা দু'এক মরেছে। ঠাউরে দেখি, সব ঠিক আছে কেবল মুখটা নেই, যা একটুও আছে তাতে কিছু বোঝ-বার যো নেই—আর এক তারিফ, সে মড়ার শরীরের গড়ন অনেকটা আমরই মতন—আমি ভাবলুম বড় সুবিধে, তখুনি আমার কাপড় চোপড় সেই মড়াটাকে পরিয়ে তার কাপড় চোপড় এই সমস্ত আমি পল্লুম। তার আঙ্গুলে আমার নাম লেখা সেই পান্নার আংটীটীও পরিয়ে দিলুম। জানি আমার খোঁজ হবে—বিশেষ সম্ভব সে মড়া কারও চখে না কারও চখে পড়বেই। এই তো ব্যাপার—ফলে কি হয়েছে জানি না।

পাগল। আপনি যা যা বল্লেন আমি সবই জানি, সবই দেখেছি। আপনিও যে যে পথ দিয়ে ছুটেছেন, আমিও সেই সেই পথ দিয়ে ছুটেছি। তবে আপনার কাছ থেকে একটু তফাতে তফাতে—পাছে আপনি আমাকে দেখতে পান। তাই জন্যে ঐ মড়ার ব্যাপারটা দেখতে পাইনি। এখন মতলব ?

রূপ। জোনপুরের ছাউনিতে যে সৈনিকের কার্য্য কোর্ব্বো, অন্য মতলব কি? রংরাজ! এখনও বলছি, দুর্ম্মতি ছাড়।

পাগল। দিব্বি থাকা গেছে বাবা! আপনার সঙ্গে এ চটীর দাওয়া আমার স্বর্গ বোধ হচ্ছে, আমার এ স্বর্গ-সুখ ঘোচাবেন না।

(চটীওয়ালার পুনঃ প্রবেশ।)

চটী-ও। (পাগলার প্রতি) আসতে আজ্ঞা হোক্, ভেতরে আসতে আজ্ঞে হোক্। আমি আপনাদের চিনতে পারিনি। আমার কসুর মাপ করুন। রানা বান্নার উজ্জুগ করে দিইছি। দয়া করে চড়িয়ে দেবেন আসুন। মাদুর পেতে দিইছি এখানে ভূঁয়ে বসে কাজ নেই।

পাগল। বাবা! উঠুন।

রূপ। রংরাজ! খাব—এর খাওয়ার দাম দেব কোথা থেকে? আমার কাছে এক কপর্দ্দকও নেই।

পাগল। আমি যখন বেরুই, আমার কাছে ১৫৲ টাকা ছেল। এখনও তার কিছু আছে।

রূপ। কি করে তোমার এ যত্ন ভক্তির ঋণ পরিশোধ কোর্ব্বো রংরাজ!

পাগল। আমাকে ঐ রকম করে কথা কইছেন? বাবা! এ যে দিব্বি থাকা গেল! উঠুন।

রূপ। চল।

[সকলের প্রস্থান।)



তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পাটনার ছাউনি—মহম্মদ খাঁর শিবির

মুসীম ও সেকেন্দার।

মুসীম। এখানে এখনও একমাস হয়নি এসেছে, তবে এখানে সেখানে ওখানে অনেক দিন ঘুচ্ছে। মোগল সৈন্য-দল-ভুক্ত-প্রায় ১০।১২ বৎসর হ'ল হয়েছে।

সেকে। বীর বটে! ভয়, ত্রাস, বা চমক, যে দেশে বাস করে সে দেশ কোথায় তা জানে না। পাঠান দস্যুরা ওকে যম দেখে। সে দিন ও আর ওর ঐ সঙ্গী, পঞ্চাশ জন পাঠানকে মুঙ্গের ছাড়িয়ে তাড়িয়ে এসেছে। সওয়ার তো অনেকে হয়, কিন্তু এমন সওয়ার হওয়া তৎকাল দেখিনি। ঘোড়া ও সওয়ার দুইই যেন আসমানে হাওয়ায় উড়ে যায়। তলওয়ারে যেন বিদ্যুত খেলে, এমনি চালাবার ভঙ্গী। শুনলুম পেয়ারের মাথা যে এনে দিতে পার্ব্বে, তাকে যেমন পাঠানেরা বকসিস্ কবৃলেছে, এ নূতন হাবিলদারের মাথার ওপরও তেমনী বক্‌সিস্ কব্‌লেছে।

মুসীম। ওর সঙ্গীটাও ফেলা যায় না। সেও যমের সঙ্গে ইয়ারকি করে।

সেকে। আর এক মজা আমি দেখিছি, তোমাকে বলি শোন। সে দিন রোঁদের পর ওরা দুজন যখন ডেরায় ফেরে, আমিও ওদের পিছু পিছু এসেছিলুম। দেখলুম ওর সঙ্গীটা যেন চাকরের মত, ওর কোর্ত্তা কুর্ত্তি পাজামা মায় জুতো পর্য্যন্ত খুলে দিলে। ও বরং তাতে যেন নারাজ দেখলুম, কিন্তু সে নাছোড়-বান্দা। যেন মনিব আর চাকর। লোকটার ভেতরে কিছু আছে।

(পেয়ারের প্রবেশ।)

পেয়ার। লোকটার ভেতরে দুটো পাহাড়, একটা পুকুর, আর একটা পরীর মহল আছে। কোন লোকটার ভেতরে ?

সেকে। ঐ যে নূতন হাবিলদার এসেছে—ওর নাম কি ?

মুসীম। গরীব সিং।

পেয়ার। কেমন আমি দেখেই বলেছিলুম যে একজন সেপাই বটে! এখন তোরা দেখ্‌ছিস্? অমন তলওয়ার ধরতে পারিস্? অমন ঘোড়ায় চড়তে পারিস? ও বেচারা তো পঞ্চাশ জনের হাবিলদার, তোরা তো এক একটা দিগ্‌গজ!

মুসীম। সামান্য হাবিলদার বলেই বাহাদুরী, নইলে বড় পায়া-ওলা হ'লে কি আর এত কথা উঠতো। বড়র সকলেই বড়, ও ছোটর ভেতর বড়র একটু কাছাকাছি বলেই আশ্চর্য্যি!

পেয়ার। সে হিসেবে ও বড়র কাছাকাছি নয়, অনেক তফাত। বড়দের মতন ওপরওলাদের সুমুখে আস্ফালন, পেছু ফিরলে পলায়ন, ও শেখেনি—শিখতে পারবে না। বড়দের মতন

নাবোগুলার কাছে সিঙ্গি, ওপরওলাদের কাছে কেঁচো, ও হতে জানে না—জানবে না। বড়দের মত ছোটদের রক্তে আপনার নাম কেন্‌বার কথা,—ও ভাবেনি, ভাবেও না।

সেকে। তার ওপর কি উঁচু আদব কায়দা, কি মোলায়েম কথা-বার্ত্রা! কি গম্ভীর স্বভাব!

পেয়ার। তার মত সেলাম করতে শিখ্‌তে তোদের দশ বৎসর কেটে যাবে। ওর সুমুখে দুদণ্ড থাকলেই বোধ হয়, লোক-টার গায়ে বাদসার দরবারের হাওয়া লাগা আছে।

সেকে। আমি তো তাই বলছিলুম, এর ভেতর কিছু আছে। কি জানি ওরা কোন দেশের লোক।

মুসীম। সে কথা কাকেও বলবে না।

পেয়ার। কাকেও না বলুক, আমাকে বলবে—আমি বলাব।

মুসীম। মোট কথা ওরা সহজ লোক নয়।

পেয়ার। সহজ হোক আর না হোক্ আমি তা ধরি না। অনেক বড় ঘরের ছেলে বদখেয়ালি কোরে, চুরি বাটপাড়ি করে, অকাজ কুকাজ করে, দেশ ছেড়ে পালিয়ে এসে, সাত টাকার সৈনিক সেজে আত্মহত্যা কোরে, যুদ্ধের ময়দানে লজ্জার হাত এড়িয়েছে আমি দেখেছি; সে কিছু নতুন নয়। তবে তাদের মধ্যে অনেকেই ভীরু, এ লোকটা বীর। একটা গোটা সত্যি-কারের সেপাই, তোদের মত খেলা ঘরের পুতুল নয়।

মুসীম। দেখ পেয়ার! সাবধান হয়ে কথা কও। রাগ চণ্ডাল—তোমাকে ভালবাসি নয় বাসিই, তা বলে রাগ হলে সামলাতে পার্ব্বনা বলছি—তখন দেখবে।

পেয়ার। তখন দেখব—খাপ থেকে তোর তলোয়ার খুলে দিতে মুটে ডাকতে হবে। তখন দেখবো—রাগে কাঁপতে কাঁপতে, ঘোড়ার রেকাবের ভেতর তোর পা সেঁদুবে না, উঠতে যাবি আর পড়বি। আমি যখন তোর দিকে তেগে বল্লম ওঠাব, তখন দেখব—মুখ তোর সীমবর্ণ, ভেতরের রক্ত ক্ষীরের মতন ঘন হয়ে উঠেছে; তার দরুন হাতে নাড়ী আটকে গেছে, চলছে না। আর কি দেখব ভাই মুসীম! তোর রাগতো অনেকবার দেখিছি। সব বারেই তো ভাই এক রকম—নতুন তো কখন দেখিনি।

মুসীম। (হাসিতে হাসিতে) আমাকে ভালবাস কাজেই নির্ভয়ে যা ইচ্ছে বল, তা নইলে দেখ্‌তে পাও কিনা বুঝতুম।

পেয়ার। দূর মূর্খ! আমি কাকে না ভালবাসি রে! আমার ভালবাসার লোকের গণাগস্তি নেই যে।

সেকে। পেয়ার ভাই! তুমি যে অনেকের মনোচোর, আমি তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি। তোমার কিন্তু অনেক নিয়ে লাভ কি?

পেয়ার। ওরে! লাভের কথা রেখে দে—দরকারের কথা ধর্‌। ভাব্‌ দেখি আমরা কোথায় থাকি, কি করি। তল-ওয়ার মাথায় দিয়ে কবর খানায় বাস করি। আর দিনরাত্রি খুনোখুনী আমাদের ব্যবসা। এ অবস্থায় একটী কি দুটী ভাল-বাসার লোকে কি হবে ভাই? আজ আছে কাল নেই। তখন কি বুকের ভিতর একটা আগুনের মালসা পূরে তাতে ফুঁ দিতে থাকব। এ কেমন দেখ্‌ দেখি, দুগণ্ডা মুসীম, ছটা

সেকেন্দার, সতের জন মহম্মদ খাঁ, আড়াইটা আলাউদ্দিন, আমার জন্যে হা-হা করে বেড়াচ্ছে। আমিও বিনা পক্ষপাতে তাদের আসনাই বজায় রেখে আসছি। রোজ ২টা ৪টা ৫টা মরুক না কেন, আমার আসনাইয়ের খামতি হবে না। মনটায়ও আলগা মাটী ধসে, কোথাও খানা খোন্দল হবে না। কেমন মন্দ ফিকির?

মুসীম। চুপ কর—চুপ কর—কর্ত্তা আসছে।

পেয়ার। তোদের কর্ত্তা—তোরা চুপ কর্। আমার চোখে তোরাও যেমন গোলাম, যে আসছে সেও তেমনি এক জন।

মুসীম। সেকেন্দার! এস। এখুনি কর্ত্তা ভাব্‌বে কাজ ফেলে বসে বসে, পেয়ারের সঙ্গে আমরা ইয়ারকি কচ্চি।

সেকে। পেয়ার ভাই! সেলাম—আসি।

পেয়ার। কাল রাত্রে সৈনিকদের ভোজের সময় যখন আমি নাচ্ছিলুম গাচ্ছিলুম, তখন আমার পাশে একজন সেপাই দাঁড়িয়েছিল—দেখেছিলি?

সেকে। দেখেছিলুম—ঐ যার কথা হচ্ছিল, গরীব সিং।

পেয়ার। বিবিদের সমীহ করে কেমন করে সেলাম কত্তে হয়, তার কাছ থেকে শিখে আসিস্।

সেকে। তোমার মুখে তার অত খোসনাম শুনে, আমার যেন আর আগেকার মত তার খোস্‌নাম ক'ত্তে ইচ্ছে কচ্ছে না।

(মুসীম ও সেকেন্দারের প্রস্থান,
ও অপর দিক দিয়া মহম্মদ খাঁর প্রবেশ।)

মহ। একি পেয়ার! কখন এলে? কার সঙ্গে কথা কচ্ছিলে—কি কথা কচ্ছিলে?

পেয়ার। পাঠানদের পাটনা থেকে শিগ্‌গিরই সরতে হবে, সেই কথা কচ্ছিলুম।

মহ। তার আর কথা? এক রকম তো সরেইছে। তবে আশে পাশে বনে জঙ্গলে যে কটায় মিলে আছে, তাদেরও পরমায়ু অতি অল্প।

পেয়ার। নিশ্চয়ই—তাদের যম এসে পৌঁছেছে।

মহ। কার কথা বলছ?

পেয়ার। ঐ যে নতুন তোমার হাবিলদার খাঁ সাহেব! ও পাঠানদের যম।

মহ। (ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া) বটে! ও কাফের তো পাটনায় আসা পর্য্যন্তই ওর কথায় কাণ ঝালা পালা হয়ে উঠেছে। গুণের পরিচয় তো এখনও কিছু পেয়ে উঠিনি। তোমরা ওকে আজ দেখছো, আমি ওকে দশ বার বৎসর দেখছি।

পেয়ার। গুণের পরিচয় খাঁ সাহেব! পাটনায় কেউ কারও কখন পায়নি—বরং নিগুর্ণের পরিচয় ঢের পাওয়া গিয়েছে। খাঁ সাহেব! সেপাই গিরি আমারও কিছু জানা আছে। তোমার ও হাবিলদারের মত, আর একজন সওয়ার বা হাতিয়ারী পাটনার মধ্যে আমাকে দেখাও তো?

মহ। ঐ শেষ যা বল্লে—একটু ঘোড়ায় চড়া আসে। তা শুধু ঘোড়ায় চড়লেই লোকে বাবর হুমায়ুন হয় না।

পেয়ার। সে দিন দু'জন মোগল সৈন্য পঞ্চাশ জন ডাকাতকে

মুঙ্গের পার করে রেখে এসেছিল—সেনাপতি তার খবর রাখেন ?

মহ। এক কথা একশ'বার তোমার মুখেও ভাল লাগে না। পেয়ার! দুটো প্রেমের কথা কও—তোমার মুখে মানাবেও ভাল, আমার শুনতেও লাগবে ভাল।

পেয়ার। খাঁ সাহেব! তোমার লাগবে ভাল—কিন্তু আমার লাগবে না। রাবড়ীর পর ঘোল জিবে ওঠে না সাহেব!

মহ। তার অর্থ কি ?

পেয়ার। অর্থ এই, কাল তোমার ঐ নতুন হাবিলদারকে অনেকক্ষণ নিকটে রেখে কথাবার্ত্তা কয়েছি—তার পর—

মহ। আঃ—হাবিলদার জাহান্নমে যাক্‌ !!

পেয়ার। ছি ছি খাঁ সাহেব! একজন হাবিলদারের ওপর সেনাপতির হিংসে !! সে জাহান্নমে গেলে খাঁ সাহেবের লাভ হতে পারে, কিন্তু দিল্লীশ্বরের লোকসান। অমন সেপাই সহজে মেলে না।

মহ। (বিরক্ত হইয়া) এই অল্প সময়েই ঐ হাবিলদারকে কি তোমার প্রেমিকের পদে ভর্ত্তি করেছ ? কাফের চতুর নিশ্চয়ই। যুদ্ধে গুণের পরিচয় না পাই, এত শীঘ্র পেয়ারের প্রেমিক হওয়ার পরিচয় শ্লাঘার বিষয় বটে। পেয়ার! তাকে বন্ধু করবার আগে, তোমার আগের বন্ধুদের একবার খবর করা উচিত—নয়তো তলোয়ারের গোঁজায় তোমার নবীন বন্ধুর প্রেমিকতার অসুবিধা হতে পারে।

পেয়ার। মহম্মদ খাঁ! সমুদ্রেরও অন্ত নেই, আমার প্রেমেরও

অন্ত নেই, সে কথা ছেড়ে দাও। তবে তলওয়ারের গোঁজার কথা যদি তোল, তা হলে আমার নতুন বন্ধুর জন্যে —যদি সে আমার প্রকৃতই বন্ধু হয়—আমার ভাবনা নেই। ভাবনা পুরাতনদের জন্যে। যাক্—সাহেব! তোমার কাছে একটু সরাব ভিক্ষে কত্তে এসেছি, আমার আহত সৈনিকদের জন্যে। তোমার সরাব বড় ভাল।

মহ। শুধু সরাব কেন—তোমার কাছে আমার সমস্ত ভাণ্ডার অবারিত।

পেয়ার। তার বদলে একটা গান গাই শোন।

গীত। *

পীত পীত করি সারা দুনিয়া ভরি
আকুল রব এক উঠিছে—
পীত পীত করি, ব্যাকুল নর নারী
পরাণে পিয়াসা ধরি ছুটিছে।
পীত পীত করি নয়ানে ঝুরিছে বারি
নাগরী নাগর পায়ে লুটিছে—
পীত পীত করি লুকায়ে তীখন ছুরি
নিরাশা-সাগর বুকে হানিছে।
পীত পীত করি বিরহ সাগরে উরি
রমণী জনম কাঁদি কাটিছে—

* শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক রচিত।

পীত পীত করি   জীবন মমতা ভুরি
গরল ভখিয়া নারী ছিঁড়িছে।
পীত পীত করি   ওই ওই গায় হরি
প্রীত লহরী তুলি নাচিছে—
পীত পীত করি,   ব্যাকুল নর নারী
আকুল রব এক তুলিছে।

(পেয়ারের প্রস্থান।)

মহ। বীর-রমনী হলেও রমণী !! রমণীর ধর্ম্ম যাবে কোথায়— নূতনে নিত্য অনুরাগ !! কিন্তু কাফেরের পক্ষে পেয়ারের অনুরাগ কাল। (প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রূপরাজের কুটীর-প্রাঙ্গন।

সর্ব্বেশ্বর ও রূপরাজ।

কুটীর অভ্যন্তরে পাগলা রন্ধনাদি
ক্রিয়ায় নিযুক্ত।

সর্ব্বে। কখন দিল্লি দেখনি ?

রূপ। দেখা ঘটে ওঠেনি। যে কাজ আমরা করি তাতে ছুটী নেই।

সর্ব্বে। আহা! দিল্লী যে দেখেনি তার জীবনই মিথ্যা। কি সহর—কত আমীর। দুনিয়ার মালিক—বাদসার মল্লুক! একবার যেও—ছুটী পেলে যেও। তুমি এ সেপাইগিরি কতদিন কোচ্ছো?

রূপ। দশ বার বৎসর হবে।

সর্ব্বে। বাঙ্গালা বেহারের কর্ত্তা করে বাদসা এবার রাজা টোডরমল্লকে পাঠিয়েছেন। রাজা জোনপুরে এসে পৌঁছেছেন। রাজা টোডরমল্লের নাম শুনেছ?

রূপ। নাম শুনেছি। (সাগ্রহে) রাজা টোডরমল্ল কি পাটনায় আসবেন বোধ হয়?

সর্ব্বে। আসতে পারেন, নাও পারেন। পাটনায় কি করতে আসবেন?

রূপ। (স্বগতঃ) না এলেই রক্ষে। (প্রকাশ্যে) আপনাকে যেতে হবে কোথায়?

সর্ব্বে। রাজার হুকুমে আমি বাঙ্গালায় হিন্দু জমিদারদের কাছে যাচ্ছি। তাদের সঙ্গে গোপনীয় কথাবার্ত্তা আছে।

রূপ। আপনি বরাবর দিল্লীতে থাকেন?

সর্ব্বে। রাজা টোডরমল্লের শ্বশুরালয়ে আমার বাস। আজ প্রায় দশ বৎসরকাল রাজসংসারের বেতনভোগী হয়ে দিল্লিতে বাস কচ্চি।

রূপ। আমি অনেককাল পূর্ব্বে আগ্রায় এক হিন্দু আমীরের বাটীতে কর্ম্ম কত্তেম। তাঁর এক দিল্লির বন্ধু মধ্যে মধ্যে

আগ্রায় তাঁর বাটীতে এসে থাকতেন। কি জানি তিনি এখন বেঁচে আছেন কিনা।

সর্ব্বে। কে বল দেখি?

রূপ। প্রভাপতি সিংহ।

সর্ব্বে। প্রভাপতি সিংহ—প্রভাপতি সিংহ—কই ঠাওর হচ্ছে না। (চিন্তার পর) ওহো প্রভাপতি সিংহ—মনে পড়েছে। তিনি দশ এগার বৎসর হ'ল মারা গিয়েছেন। আমি যখন সবে দিল্লি আসি—

রূপ। মারা গিয়েছেন?

পাগল। (ব্যস্ত ভাবে উঠিয়া) মারা গিয়েছেন? এ যে দিব্বি থাকা গেল বাবা!!

রূপ। (পাগলার প্রতি) রংরাজ! সর্ব্বেশ্বর বাবুকে শীঘ্র আহার করে প্রস্থান কত্তে হবে। তুমি বাজার থেকে কি কি আনতে হবে শীঘ্র আন।

পাগল। মারা গিয়েছেন?

রূপ। শীঘ্র যাও।

(অনিচ্ছার সহিত পাগলের প্রস্থান)

সর্ব্বে। হাঁ মারা গিয়েছেন। প্রভাপতি সিংহ—হালসা চাঁদপুরের রাজা বাহাদুরের পিতা।

রূপ। কার পিতা?

সর্ব্বে। হালসা চাঁদপুরের রাজা বাহাদুরের পিতা।

রূপ। তাঁর পুত্র ছিল তা জানতেম না।

সর্ব্বে। পুত্র ছিল বৈকি। এক পুত্র কেন দুই পুত্র ছিল। এখন এক জন মাত্র আছে। সে বড় আশ্চর্য্য গল্প।

রূপ। (কষ্টে) কি রকম ?

সর্ব্বে। প্রভাপতি সিংহের দুই পুত্র—ভিন্ন দুই স্ত্রীর গর্ভজাত বর্ত্তমান রাজা বাহাদুর কনিষ্ঠ। জ্যেষ্ঠ বেশ্যা ও পানাসক্ত এবং নিরতিশয় কদাচার ছিল শুনেছি। কি একটা জাল-জালিয়াতী ঘটনায় লিপ্ত হওয়ায়, সে দিল্লি থেকে পালায়। পথে এক নদীতে ডুবে তার মৃত্যু হয়। আশ্চর্য্যের কথা এই—তার আপন মাতুল-প্রদত্ত অনেক সম্পত্তির সে মালিক থাকা অবস্থায়, তার সেই মাতুলের এক বৃদ্ধ জ্ঞাতির সঙ্গে মামলা হয়। মামলায় তার যে দিন পরাজয়ের সংবাদ সে প্রাপ্ত হয়—সেই দিনই, আগে ঐ যা বল্লুম—সে দিল্লী ছেড়ে পালায়, আর পথে মারা যায়। তার মারা যাবার দুদিন পরেই তার সেই মামার জ্ঞাতির অকস্মাৎ অপঘাত হয়। সে বৃদ্ধ অপুত্রক, তার কোন কুলে কেউ না থাকায়—সেই সমস্ত সম্পত্তি প্রভাপতির সেই পলাতক জ্যেষ্ঠ পুত্রকে, এবং তার মৃত্যু হওয়ায় স্বয়ং প্রভাপতি সিংহকে, অর্শায়। এই ঘটনার ছয় মাস পরে প্রভাপতি সিংহের মৃত্যু হয় সুতরাং বিমাতৃক সেই সমস্ত সম্পত্তি, এবং পৈতৃক যা কিছু সম্পত্তি ছিল, সমস্তই প্রভাপতি সিংহের কনিষ্ঠ পুত্র, বর্ত্তমান হালসা চাঁদপুরের রাজা মালঞ্চনাথ বাহাদুরের অধিকারে আসে। এই হালসা চাঁদপুরও শুনেছি রাজা বাহাদুরের সেই

বিমাতৃক সম্পত্তি। (রূপরাজের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া) তোমার কি অসুখ কচ্ছে ?

রূপ। না একটু সামান্য। বোধ হয় রৌদ্রের উত্তাপে।

সর্ব্বে। আচ্ছা! আমি সান্ধ্যাহ্নিক করে আসি। পাটনার ছাউনিতে তবু তুমি একজন হিন্দু ছিলে বলে, আহারের উজ্জুগটা হ'ল। তুমি ছাউনির বাইরে থাক কেন ?

রূপ। ছাউনির ভেতরে সকলেই মুসলমান, থাকবার সুবিধে হয় না। তাই এই কুটীরে অবকাশ অতিবাহিত করি।

সর্ব্বে। বেশ—বেশ।

(প্রস্থান)।

রূপ। (হাতে মাথা রাখিয়া উপবেশন)

(পেয়ারের প্রবেশ)।

রূপ। (পেয়ারকে না দেখিয়া) হালসা চাঁদপুরের রাজা বাহাদুর !! (স্বগতঃ) ছোকরা করেছিলি কি—করেছিলি কি ? অথবা তোর অপরাধ সামান্য। ভাগ্য—ভাগ্যই মূল। কেন ভাবি—কেন শত চেষ্টা সত্বেও সে কথা মন থেকে মাঝে মাঝে তাড়াতে পারি না ? সে জীবনও জীবন—এ জীবনও জীবন। সকল অবস্থায় সন্তোষ জীবনের মোক্ষ। কেন মাঝে মাঝে পূর্ব্ব কথার স্মৃতিতে বর্ত্তমানের সন্তোষ হারাই ? সে বাচ্ছা—তার তখন জ্ঞান কি ? ভাগ্যের চক্র। তবে—তবে ? জীবন কার্য্যের জন্য—এ জীবনে কার্য্য আছে, সে জীবনে কার্য্য ছিল না—অকার্য্যে এবং কার্য্যহীনতায়

সে জীবন পূর্ণ ছিল। এ জীবনের মধ্যপথে অপার কর্ম্ম-ক্ষেত্রের বিস্তার। কর্ম্মে স্বাস্থ্য, কর্ম্মে সন্তোষ। তবে আমার দীর্ঘশ্বাস কেন ?

পেয়ার। (স্বগতঃ) আমাকে দেখেও দেখে না !! আমার হাওয়া গায়ে লাগছে, চম্‌কায় না !! আচ্ছা সাহেব ! দেখা যাবে এ তাকুত তোমার কত দিন থাকে ? বড় রক্ত বটে !! ও রূপ, ও দেহ, ও ভাব, ছোট রক্তে তোয়ের হয় না। ও যা তা নয়— সেটা ঠিক। (প্রকাশ্যে) হাবিলদার ! অচৈতন্য হয়ে অত ভাবছ কি ? তোমার মুখ বড় শুকিয়ে গেছে, আমার কাছে সরাব আছে, দোব—খাবে ?

রূপ। (চমকিত হইয়া উত্থানান্তর—হাসিয়া) সুন্দরি ! আমার উপর তোমার অসীম অনুগ্রহ, কিন্তু আমি সরাব খাই না।

পেয়ার। (স্বগতঃ) ঐ জাতের কথাগুলো আমার কেমন কেমন ঠেকে, ভাল লাগে না। কাল রাত্রিতে ও যখন আমার সঙ্গে কথা কচ্ছিল, মাঝে মাঝে আমার যেন কেমন ব্যাজার ব্যাজার, কি কি যেন বোধ হচ্ছিল। ও কথাগুলো যেন বুঝিয়ে দেয়, তোমাতে আমাতে ঢের তফাত—আমি তোমার চেয়ে ঢের উঁচু। (প্রকাশ্যে) সরাব খাওনা ? যুদ্ধ কর, সরাব খাওনা ?

রূপ। যুদ্ধের ভেতর যে সরাব আছে তাইতেই বিষম নেশা হয়, তার উপর আবার সরাব কেন সুন্দরি !

পেয়ার। কি জানি কোন দেশের লোকে তোমার মতন এমন ঢং ঢাং শেখে। আমাকে সুন্দরী টুন্দরী বোলো না, আমি

ভালবাসিনা। আমি পেয়ার—বাদসার একজন সোজাসুজি সৈনিক। আমাকে আমার নাম ধরে ডেকো। (ঈষৎ বিস্ময়ে) দেখ, তুমি কে আমাকে বলবে ?

রূপ। (হাসিয়া) কেন বলব না। আমি দিল্লীশ্বরের অজস্র সৈনিকের মধ্যে একজন।

পেয়ার। (বামহস্তে মুখ রাখিয়া ভূমিতে অর্দ্ধশায়িতা হইয়া) ছাপে তা বটে, তার আগে তুমি কি ছিলে ?

রূপ। (চিন্তিতাবস্থায়) তার আগে আমি কি ছিলুম—তার আগে আমি ছিলুম—আহাম্মক।

পেয়ার। সকলে বলে তুমি দশ বার বৎসর সৈনিকের কাজ কচ্ছ। এখানে তো এই অল্প দিন হল এয়েছ, এর আগে কোথায় কাজ কত্তে ?

রূপ। গৌড়ে, কটকে, জোনপুরে—আরও দু এক জায়গায়।

পেয়ার। এখনও পঞ্চাশ জনের উপর হাবিলদার বই হতে পারনি কেন—তুমি তো একজন বড় হাতিয়ারী।

রূপ। তার বেশী হবার শক্তি নেই, তাই হতে পারিনি।

পেয়ার। মহম্মদ খাঁর তাঁবে কত দিন আছ ?

রূপ। অনেক দিন আছি।

পেয়ার। ও যেখানে বদলি হয়, তোমাকেও সেখানে নিয়ে যায় ?

রূপ। প্রায় তাই বটে।

পেয়ার। তাই হতে পারনি। মহম্মদ খাঁ তোমার শত্রু।

রূপ। মহম্মদ খাঁ আমার মনিব—আমার উপরওয়ালা—আর কিছু নয়। (স্বগতঃ) বালিকা তীক্ষ্ণদৃষ্টি।

পেয়ার। মহম্মদ খাঁ তোমার শত্রু—তুমি যাই বল। এ হাবিলদারীও তোমার বোধ হয় হ'ত না, তবে হাতিয়ারের দাগে দাগে গায়ে আর তোমার জায়গা নেই, কাজেই ওটুকু কি করে না দেয়, নেহাত চক্ষু লজ্জায় দিয়েছে। তা তুমি তো এখানে টেঁক্‌তে পার্‌বে না।

রূপ। কেন?

পেয়ার। আর যদি বা টেঁক্‌তে পার, মোগল সেনার এলেম নষ্ট কর্‌বে।

রূপ। কেন?

পেয়ার। কেন শুনবে? আহত শত্রুর ঘর দোর তুমি লুট কর্ত্তে পার্‌বে না—পাঠানদের মেয়ে ছেলে তুমি কেড়ে আন্‌তে পার্‌বে না—দুর্ব্বলের ঘরে দোরে তুমি আগুণ লাগিয়ে দিতে পার্ব্বে না—তবে তুমি কেমন করে মোগল সৈন্তের মধ্যে টেঁক্‌বে? আর যদি টেঁক, তো তোমার তাঁবে যারা আছে তারা তোমার চাল শিখবে, লুট তরাজ কর্ব্বে না, তা হলেই সর্ব্বনাশ—মোগল সেনাদের চিরকেলে খোসনাম নষ্ট হবে।

রূপ। তুমি বালিকা—এ তীব্র পরিহাস কোথা থেকে আয়ত্ত কল্লে?

পেয়ার। দূর পাগল! বালিকা কে? তিন বৎসর বয়সে আমি আরবে চড়ে খাল টপ্‌কিছি। পাঁচ বৎসর বয়সে মাতাল সেপাইদের সঙ্গে সরাব খেইছি—ছোরা ধরিছি। অন্য ছেলেদের ঘুম পাড়ান গানের মত "অল্লা হো আক্‌বর" ধ্বনি শুনলে শৈশবে আমার ঘুম আসতো, আমি বালক

ছিলুম কবে? যাক্, এ কাজে তুমি ঢুকলে কেন—তুমি বড় লোক!!

রূপ। আমি পাটনার ছাউনিতে একজন হাবিলদার।

পেয়ার। হাবিলদার হলেই হয় না। রাজার ছেলে হাবিলদারী করে মরে গেছে আমি শুনেছি। তোমার এমন অবস্থা কিসে হল?

রূপ। সকলের যাতে হয়—আহাম্মকীতে।

পেয়ার। সব কথা আমার কাটাও কেন? ব্যাজার বোধ হয়। তোমার চেহারা তোমার অবস্থার নয়।

রূপ। তোমার চেহারাও তোমার অবস্থার নয়। তুমি অমন সুন্দর—

পেয়ার। যাও বোকো না। ব্যাজার কোরো না। তোমার দেশে মেয়ে মানুষে হাতীয়ার ধরে?

রূপ। আগে ধর্‌ত—এখনও কেউ কেউ ধরে।

পেয়ার। তোমার দেশ কোথায়?

রূপ। এখন আমার দেশ নাই।

পেয়ার। এখন নেই, আগে ছিলতো—কোথায়?

রূপ। মনে নেই।

পেয়ার। দেশ তোমায় তাড়িয়েছে, তাই দেশের কথা কও না?

রূপ। দেশ আমায় তাড়ায়নি।

পেয়ার। দেশে এমন কিছু ফেলে এসেছ, যার জন্যে মন কেমন করে?

রূপ। এসেছি।

পেয়ার। কি ? ভালবাসা ? মেয়ে মানুষ ?

রূপ। না—একটী ঘোড়া।

পেয়ার। (দাঁড়াইয়া) দেখ, বক্তিয়ার বলে এখানে একজন হাবিলদার ছেল। বড় মাতাল, বড় জোয়াড়ে, বড় সাহসী, বড় হাতিয়ারী। একদিন জোয়ায় তার যা কিছু ছেল, সর্ব্বস্ব হারে। শেষ যখন কিছু নেই, তখন আপনার ঘোড়ার ওপর বাজী ধরলে—তাও গেল। ঘোড়াটীকে বড্ড ভালবাসতো— খেলা ছেড়ে উঠে গে, ঘোড়াটীর গলা ধরে চুমো খেয়ে, আপনার বুকে গুলি করে মোলো।

রূপ। আহা !!

পেয়ার। (স্বগতঃ) এ লোকটাও জোয়াড়ে—জোয়ায় সর্ব্বস্ব দিয়ে মরবার অছিলে খুঁজে বেড়াচ্ছে। (প্রকাশ্যে) দেখ তুমি এত অহঙ্কেরে জান্‌লে, তোমাকে কাল রাত্রে ডেকে গান শোনাতুম না—সত্যি বল্‌ছি।

রূপ। (সাশ্চর্য্যে) আমি অহঙ্কারী !!

পেয়ার। বড্ড ! মাইরি ! (স্বগতঃ) আমার গান শুনেছে, আমার কাছে বসেছে, তার মনে আমার কথা ছাড়া অন্য কথা থাকে ? তাঁর সঙ্গে কথা কইতে আমার জেদ, তার নয় ? ধিক্ আমাকে ! আমি হয়েছি কি—ওর সঙ্গে কথা কইতে আমি ?

[প্রস্থান।]

(পাগলার প্রবেশ।)

পাগল। বাবা! বাবা! ও কি শুনলুম? ও মৃত্যুর মানে কি বুঝেছেন?

রূপ। পাঠানের তরবারে আমার মৃত্যু ভিন্ন, আমার জীবনে আর কোন মৃত্যুর কোন মানে নেই রংরাজ!

(সেকেন্দারের প্রবেশ ও পাগলার প্রস্থান ; পেয়ারের অন্তরালে অবস্থিতি)

রূপ। সেলাম সাহেব!

সেকে। সেলাম! (স্বগতঃ) পেয়ারের কথা মিথ্যা নয়, সেলামের কায়দাই আলাদা। লোকটায় বড়লোক মাখানো। (প্রকাশ্যে) পেয়ারের সঙ্গে কি কথা হচ্ছিল?

রূপ। এ কথা—সে কথা। ভাল পেয়ারের বৃত্তান্ত আপনারা কিছু জানেন?

সেকে। পেয়ারের বৃত্তান্ত পেয়ার। পেয়ারের চরিত্র, পেয়ারের প্রকৃতি, পেয়ারেরই মত—দুনিয়ায় আর কারও সে রকম নেই।

রূপ। কি রকম?

সেকে। সাহেব! আপনি মাসাবধি এখানে এসেছেন, এখনও পেয়ারকে চেনেন নি? পেয়ার মেয়ে মানুষ বটে, কিন্তু মেয়ে মানুষি ওতে বড় কম। বাজে লজ্জা বা লজ্জার ভাণ, একটা নীচু কথায় কাণে হাত দেওয়া, ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যাওয়া, একটা মড়া দেখলে কেঁদে ওঠা, পেয়ারে নেই সাহেব! বরং বিপরীত—হাসতে হাসতে মানুষ কাটে,

সিংহীর শীকারে ছোটার মত অতুল বিক্রমে যুদ্ধে ছোটে, এক পাত্র সরাবের জন্য হয়ত আপনার বুকের ভেতর থেকে প্রাণ কেটে বার করে দেবে। সেপাহীর সঙ্গে বসা, সেপাহীর সঙ্গে শোয়া, সেপাহীর সঙ্গে আরাম, সেপাহীর সঙ্গে বিরাম, সেপাহীর চাল চলন, সেপাহীর কথা বাত্রা—পেয়ার একজন দুর্দান্ত সেপাই। তবে তার ভেতরে মেয়ে মানুষী আছে—পীড়িত পতিতের জননী, অগাধ স্নেহে তখন আপনি ডুবে যায়। দুর্ব্বলের দেবী, দয়াময়ী। পেয়ার সকল সৈনিকের চক্ষের তারা—কি বড় কি ছোট সবার আদরিণী, সবার মাথার মণি। পেয়ারের সর্ব্বত্র অবারিত দ্বার, সর্ব্বত্র সমান অধিকার। পেয়ার সদাসর্ব্বদা আমোদিনী, নাচে গানে মনঃপীড়িত, ক্লিষ্ট, অপ্রফুল্ল সকলকে ডুবিয়ে রেখেছে। সাহেব! পেয়ার দেবতা। নিরক্ষর, পড়তে পর্য্যন্ত জানে না—সময়ে সময়ে এমন ভাষায় কথা কয় যে শুনলে কাণে অঙ্গুল দিতে হয়, আবার সময়ে সময়ে যে ভাষায় কথা কয় তা মানুষের ভাষা বলে বোধ হয় না—যেন কোরাণের বয়েদ। কাজেই বলতে হয়, পেয়ার দেবতা, মানুষ নয়।

রূপ। এখানে কত দিন এসেছে—কেমন করেই বা এসেছে?

সেকে। শুনেছি, কোন হিন্দু আমীরের অন্তঃপুরবাসিনী এক সুন্দরী, এক মোগল যোদ্ধার প্রেমে মুগ্ধ হয়ে তাকে আত্ম-দান করে। এরূপ প্রেমের স্বাভাবিক পরিণতি যা হয়, তা এদের ঘটে—স্বদেশ-বর্জ্জন ও পলায়ন। পেয়ারের ভূমিষ্ঠ

হবার অব্যবহিত পূর্ব্বে পেয়ারের পিত যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হয়, এবং পেয়ারের জন্মের অল্পদিন পরে পেয়ারের জননী প্রণয়ীর সহগামিনী হন। সেই দুগ্ধপোষ্য শিশু—ছাউনিতে ছাউনিতে, যুদ্ধক্ষেত্রে, শিবিরে শিবিরে, সৈন্য-সমুদ্রে—লালিত ও পরিবর্দ্ধিত হয়।

রূপ। কিসে চলে?

সেকে। চলে? (হাসিয়া) জোয়ায়। পেয়ারের ক্রীড়া-কৌশল বিদ্যুত অপেক্ষাও ক্ষিপ্র। আর ওর চলাচলিই বা কি? সবই তো পরের পেছনে যায়। ধনীর কেড়ে গরিবকে দেয়। গরীবের মা বাপ, অথচ নিজে গরীবের গরীব। একলা একটা তাল পাতার কুঁড়েয় খড়ের বিছানায় রাত্তিরে দু'চার ঘণ্টা ঘুমোয়—বাকী সমস্ত সময় হেথায় হোথায়—এর কাছে—তার কাছে—

রূপ। আহা! এমন সুন্দর!! এত গুণ!! ছি ছি! এই কদর্য্য জীবন বহন করে!!

পেয়ার। (অন্তরাল হইতে) কদর্য্য জীবন!! ছি ছি!! সাহেব! পেয়ারকে ছি ছি কর, কে তুমি? পেয়ারের জীবন কদর্য্য দেখ, কে তুমি? তোমার পুরুষের দেহ মেয়ে মানুষের মত মোলায়েম হতে পারে—আর আমি মেয়ে মানুষ, আমার বুকের ভেতর পুরুষের প্রাণ থাকতে পারে না?

সেকে। তবু তো তার রূপ তুমি আকৃষ্ট হয়েছিলে সাহেব!

রূপ। রূপসী সুন্দরী বলেই তো আমার দুঃখ।

পেয়ার। (অন্তরাল হইতে) হীন হাবিলদার তুমি! তোমার দুঃখ

আমার জন্য ? সাবধান ! পেয়ারের ঘৃণা করার শক্তি, ভালবাসার শক্তির চেয়েও খর। যাই, ওকে বোঝাইগে, পেয়ারকে ছি ছি করলে এখুনি একশ' তলোয়ার ওর মোলায়েম দেহ টুক্‌রো টুক্‌রো কর্‌বে। (বিলম্বে) দূর ! ওর সুমুখে রাগ দেখাব ? ওকে বোঝাব ওর কথায় আমার রাগ আহ্লাদ হয় ? মাইরি আর কি !

(সকলের সম্মুখে আগমন।)

রূপ। পেয়ার ! তোমার কথাই আমরা এতক্ষণ কইছিলেম।

পেয়ার। আমার কথা বাদসায় কয় সাহেব ! তুমি কইলে না কইলে কি আসে যায় ? হতে পারে তুমি বড় লোক, হতে পারে তুমি যা ইচ্ছে তাই, কিন্তু এখানে তুমি সামান্য হাবিলদার—পেয়ারের আর তোমার, এ দুয়ের মাঝখানে ঢের ফারাক।

রূপ। (স্বগতঃ) অদ্ভুত প্রকৃতি ! এই স্থির—এই প্রচণ্ড !! (সেকেন্দারকে সেলাম করিয়া) আচ্ছা সাহেব ! আসি—

(কুটীর অভ্যন্তরে প্রস্থান।)

সেকে। পেয়ার ! সেই গানটা গাও না।

পেয়ার। যা—যা—যা—পেয়ার তোর চাক্‌রী করে না। ব্যাজার করিস নি, কাজে যা।

সেকে। কিসে ব্যাজার কল্লুম ? গাও না।

পেয়ার। ফের ভ্যাজ ভ্যাজ কর্‌বি তো কাণ-মলা খাবি। তফাত হ!

সেকে। অবাক্! তোমায় চিনলুম না।

(প্রস্থান।)

পেয়ার। "ছি ছি"—"কদর্য্য"—কদর্য্য কাকে বলে? কোন কিছু খারাপ নিশ্চয়ই। নবাব বাদসার মাথার মণি, একটা হাবিল-দারের কাছে—(চিন্তার পর) যদি আমি মেয়ে মানুষের মতন হতুম, তা হলেই কি ভাল হত? কে জানে। 'ছি—ছি'! আমাকে তো কেউ কখন ছি—ছি বলে নি, কখন তো আমার মন এমন হয়নি। চোক দুটো ভারি ভারি ঠেকছে। দূর—দূর—দূর— পেয়ার হলি কি? অপমান করে থাকে প্রতিশোধ খোঁজ। পেয়ারকে ছি ছি? পেয়ারকে কদর্য্য? হাবিলদার সাবধান! পেয়ারের প্রতিশোধ ভয়ঙ্কর! পেয়ারের প্রতিশোধ প্রাণঘাতী!!

(প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

আহত সৈনিক শিবির।

আহত সৈনিকগণ।

(চেরাগ, নবাবদীন, দাউদ—রূপরাজ ও পাগলা
আহত-সেবায় ব্যাপৃত)

রূপ। রংরাজ! খাবার এনেছ? দাও। চেরাগ! ওঠ ভাই! খাও।

চেরাগ। হাবিলদার! পূর্ব্ব জন্মে তুমি আমাদের আপনার কে ছিলে। এ যাত্রা তোমার যত্নে প্রাণ পেলেম।

রূপ। আমার যত্নে নয়, রংরাজের যত্নে। আমার শক্তি অতি সামান্য ভাই।

পাগল। দিব্বি থাকা গেছে বাবা! চেরাগ! ওঁর মিথ্যা কথা—তুমি শুন না।

রূপ। নবাবদীন! গায়ের ব্যথা কেমন ভাই? এখনও জ্বর রয়েছে দেখছি।

নবাব। সাহেব! পিপাসায় ছাতি ফাটছে।

রূপ। একটু পিপাসা দমন কর ভাই! বেশী জল খেলে পিপাসার বৃদ্ধি বই হ্রাস হবে না।

নবাব। একটু বেদানার রস যদি খেতে পেতুম।

রূপ। আচ্ছা! বিকেলে আমি দানা সংগ্রহ করে আনব।

দাউদ। হাবিলদার! তোমার দেখা শোনায় আমার রোগ সেরেছে। কিন্তু এখনও আমি দুর্ব্বল, কাজ কর্ব্বার মত নই। বাড়ীতে বৃদ্ধ মা মরণাপন্ন সংবাদ পেয়েছি, চিকিৎসা অভাবে মারা যায়। মেহেরবাণী কর হাবিলদার! আমাকে দশটা টাকা ধার দাও। আমি কাজে লাগলে তলব পেলে তোমায় শোধ দেব।

রূপ। (স্বগতঃ) হায়! আমি অর্থহীন ভিখারী। অর্থের সদ্ব্যয়ের এত সুযোগ উপস্থিত, কিন্তু অর্থ কোথায়? কপর্দ্দক শূন্য। (প্রকাশ্যে) দাউদ! আমার কাছে প্রকৃতই একটাও টাকা নেই। টাকা সংগ্রহের চেষ্টা কর্ব্ব, যদি পাই আগে তোমায় দেব।

দাউদ। খোদা তোমার মঙ্গল করুন। হাবিলদার! তুমি দেবতা, এ গরীবদের দয়া করে আশ্রয়ে নিয়েছ।

রূপ। আমি তোমাদের ভাই! ভাই ভাইকে দেখবে না তো কি পরে দেখবে ভাই? আমার যখন রোগ হবে, তখন তোমরা আমায় যত্ন করে এ ধার পরিশোধ কোরো।

সকলে। (একত্রে) আমরা তোমার পায়ের কাঁটা দাঁত দিয়ে তুলব।

রূপ। ঘরে মিছরি ফেলে রেখে এসেছি, আনি। রংরাজ! তুমি এখানে একটু অপেক্ষা কর—আমি এখনই আসছি।

(প্রস্থান।)

পাগল। (স্বগতঃ) ভগবান! এ কেমন দিব্বি থাকা!! কি মানুষ কি হয়ে গেল!! দয়ার অবতার--আপনা-ভোলা—আপনা-হারা—পরের জন্যই বিব্রত।

(পেয়ারের প্রবেশ।)

পেয়ার। (স্বগতঃ) রোগীদের সেবা যত্ন আমার চিরকালের নেশা, সেটাও আমার কাছ থেকে কেড়ে নিলে। কোথা থেকে আমার শত্রু এল? "ছি ছি"!! "ছি ছি"!! এ ছি ছির প্রতিশোধ যে দিন নেব, আমার মনের কর্‌করানি সে দিন ঘুচবে। (সৈনিকগণের প্রতি) কেমন রে! তোরা আছিস কেমন?

দাউদ। ভাল আছি। তুমি দেবতা এতদিন একলা ছিলে—তোমার ওপর আর একজন দেবতা আমরা পেয়েছি পেয়ার!

পেয়ার। থাম্—থাম্ দেবতা ফেবতা সিকেয় তোল্। (প্রত্যেককে) ঘায়ে ওষুধ দেওয়া হয়েছে, তোর জ্বর একটু কমেছে, তুই গায়ে একটু বল পেয়েছিস? (পাগলার প্রতি) তুমিও তো এক জন হাবিলদার! তোমার মনিব এই মাত্র কোথায় গেল?

পাগলা। দিব্বি থাকা গেছে বাবা! আমার আবার মনিব কে?

পেয়ার। ঐ যে চলে গেল—বড় লোক—সা আলম।

পাগ। দিব্বি মেয়ে মানুষ তুমি বাবা! আমিও হাবিলদার—সেও হাবিলদার—দুজনেই সমান—এর ভেতর আবার চাকর

মনিব কে? (স্বগতঃ) মিথ্যা বলতে জীব জড়িয়ে যায় বাবা!

পেয়ার। আর সকলের কাছে ভাঁড়িও, চলবে—পেয়ারকে মিথ্যা বোঝান সহজ নয়।

পাগ। বেশ বাবা মেয়ে মানুষ!

পেয়ার। মেয়ে মেয়ে করিসনি—যা বলি কথার উত্তর দে।

পাগ। তুইতোকারী ধল্লে? ধর বাবা! তুমি মেয়ে, তোমাকে ব্যাটা কেমন করে বলি ধন! এ যে দিব্বি থাকা গেল!

পেয়া। তোর মনিব যদি বড় লোক, তো এখানে ঘুচ্চে কেন?

পাগল। বড় লোক নয় বাবা! বড় গরীব। খেতে পায় না, এত গরীব। দু টাকা যা পায়—তা পরের পেছনেই যায়। নিজে কোন দিন খেতে পায়—কোন দিন পায় না। বড় গরীব—পেয়ার বাপ! বড় গরীব, ওর চেয়ে গরীব নেই।

পেয়ার। (স্বগতঃ) তবুতো পেয়ারকে ছিছি বলতে পারে, এত লম্বা জীব!

(রূপরাজের প্রবেশ।)

রূপ। পেয়ার! কখন এলে?

পেয়ার। পেয়ারের সাহেব! এখন তখন কখন নেই, যখন ইচ্ছে আসে। এ সব বাচ্ছাদের কথা পেয়ারের চব্বিশ ঘণ্টাই মনে জাগে।

রূপ। তা সব শুনেছি। পীড়িতের দেবী তুমি, তুমি দুর্ব্বলের বন্ধু। এ তোমারই কাজ, কেবল তোমার শ্রমের সামান্য

মাত্র লাঘব করবার আমি প্রয়াসী। সুন্দরি! তার অধিক নই।

পেয়ার। (স্বগতঃ) কেন ও আমায় সুন্দরী বলে? যার চক্ষে আমি কদর্য্য—দূর হ! ও কি বলে না বলে চুলোয় যাক্! চাল্ চুল্ যেন ওমরায়—দুচক্ষের বালাই।

রূপ। নবাবদীন! এই গিহুরিটা রেখে দাও। খেয়ে জল খাবে।

(মহম্মদ খাঁ, মুসীম, সেকেন্দার, ও জনৈক সৈনিকের প্রবেশ।)

মহ। (সৈনিকের প্রতি) কেন তোর অঙ্গে তখন সৈনিকের পরিচ্ছদ ছিল না? কোথায় তোর হাবিলদার? (রূপরাজকে দেখিয়া) ওহে ও আমীরের বাচ্ছা! মুখেতো সকলকে বলে বেড়াও তোমার চেয়ে যোদ্ধা নেই, বীর নেই—এ দিকে গোটা পঞ্চাশেক কুত্তো নিয়ে চরাও, তাদেরও ঠিক রাখবার যোগ্যতা নেই। (সৈনিককে দেখাইয়া) মুসীম! কাল এক প্রহর রাত্রিতে আমি শিবিরের বহির্গমন করেছিলেম, দেখি এই কুত্তো সৈনিক-সজ্জা-হীন। আমার হুকুম, একে বিশ কোড়া লাগাও। আর ঐ উঙ্কে হাবিলদারের বিষয় আমাকে কারণজাদী সাহেবকে জানাতে হবে। ও রকম লোক নিয়ে কার্য্য করা আমার অসাধ্য।

রূপ। সেনাপতি! ও গরীবের কিছু দোষ নেই। যদি ওর অপরাধ শাস্তি-যোগ্য হয়, সে শাস্তির যোগ্য আমি। চার প্রহর বেলার পর আপনার অনুমতি আছে, সৈনিকেরা দৈনন্দিন কার্য্যে অবসর প্রাপ্ত হয়ে আপনাপন আহারাদির

উদ্যোগ করতে পার্ব্বে। আপনার সেই অনুমতি অনুসারে ওকে আমি কার্য্যে অবকাশ দিছলুম। ওকে আপনার প্রয়োজন হবে জানতেম না।

মহ। কথা বার্ত্তা একেবারে বাদসার মতন—ক্ষমতা এক কড়ার নেই। যেখানে অভিযোগ, যেখানে বিদ্রোহ, যেখানেই গোলযোগ, সেই খানেই এই হতভাগা হাবিলদারটার নাম। সেইখেনেই ঐটের উল্লেখ। আমার দলবল সব খানেখারাপ করবার জন্ত ওটার উৎপত্তি। আমি আজই জোনপুরে লিখে পাঠাব, ওটাকে না দূর কল্লে আমি দায়ীত্বে অব্যাহতি গ্রহণ কোর্‌বো।

রূপ। (নত মস্তকে অবস্থান)

পাগল। (রূপরাজের প্রতি জনান্তিকে) বাবা! বাবা! দিই ব্যাটাকে দুটো ধাক্কা!! তোমার পায়ে পড়ি বল।

মহ। আর হাবিলদার রংরাজ! তুমি এক জন আমার দক্ষ কর্ম্মচারী। ঐটের সঙ্গে একত্রে থাকলে তোমারও বেগ্‌ড়াবার গোচ হবে। আজ থেকে আমার হুকুম, তুমি আমার শিবিরে বাস করবে। ঐটের সঙ্গে আদৌ সাক্ষাত কর্‌বে না। (স্বগতঃ—রূপরাজ উদ্দেশে) নবাব! ওর সেবা খাওয়া তোমার বার কচ্চি।

পাগল। এ যে দিব্বি থাকা গেল বাবা! তুমি হলে মোছলমান—আমি হিন্দু—তোমার শিবিরে আমি থাক্‌ব, কি বলছ?

মহ। সে ব্যবস্থা আমি কোর্‌বো—আমার কড়া হুকুম।

আমি চল্লুম, এ রকম ব্যাপারের একটা ব্যবস্থা শীঘ্র আবশ্যক।

(মহম্মদ খাঁ, মুন্সীম, সৈনিকের প্রস্থান।)

পেয়ার। (স্বগতঃ) আমাকে ছি—ছি কর—এখন দেখ তোমাতে আমাতে কত তফাত। অমন দশটা মহম্মদ খাঁর শক্তি নেই আমাকে একটা কথা কয়—ওতো অত বড় পাজী—চণ্ডাল!!

পাগল। কি বলে গেল ব্যাটা! সত্যি নাকি? তা হলে তো নিবিব থাকা যাবে!

রূপ। (পাগলার স্কন্ধে হাত দিয়া) প্রিয়বন্ধু! তোমাতে আমাতে একত্র থাকার সুখ আমার ভাগ্যে নাই, তার জন্য দুঃখিত হয়ো না। হুকুম তামিল কর। পেয়ার! সেলাম ভাই! (প্রস্থান করিতে করিতে) দুনিয়ায় লাভ লোকসান বিস্তর আছে—কিন্তু অন্যায় আক্রোশের, অন্যায় আচরণের, প্রতিবিধান কর্‌বার ক্ষমতা যে হারিয়েছে, তার চেয়ে লোকসানী কে?

(প্রস্থান--সঙ্গে সঙ্গে পাগলার প্রস্থান।)

(পেয়ারের অন্যমনস্ক ভাবে রূপরাজের পথ পানে লক্ষ্য।)

বাউন। ভালর কি চিরকালই দুর্গতি? দুঃখ ভোগ করবার জন্যই কি ভালরা পৃথিবীতে আসে? আমরা অক্ষম, অসার, কুত্তো—ভাল মন্দর বিচারে আমাদের অধিকার কি? পেয়ার! একটা গান গাও না। মনটা বড় খারাপ হয়ে রয়েছে, একটু ভাল হোক।

পেয়ার। গাচ্ছি রে! (বিলম্বে) পাল্লুম না দাউদ! গলাটার ভেতরে কি একটা যেন আটকে রয়েছে।

দাউদ। আমাদের বরাত। এমন তো তোমার কখন হয় নি।

পেয়ার। বিকালে এসে গাইব।

(প্রস্থান।)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

মণিহারী দোকানের সম্মুখ।

দোকানদার অর্দ্ধশায়িত—মুদিত চক্ষু।

দোকান। এই দোকান করে কে এক জন বাদসা হয়েছিল শুনেছি। সুতরাং বাদসা হবার আশা কল্লে, পয়লা দোকানদার হওয়া চাই।

(রূপরাজের প্রবেশ)

রূপ। (স্বগতঃ) সন্ধ্যা হয়ে এল, আজকের সন্ধ্যা যেন বেশী অন্ধকার!! আজ ঘর খাঁ খাঁ কচ্ছে। অসময়ের বন্ধু, স্নেহের সাগর, রংরাজ আজ চলে গেছে। নানা অবস্থায়, নানা দেশে, নানা বিপদে, প্রাণ এমন অবসন্ন হয়নি—আজ যেমন হয়েছে। আজকের সন্ধ্যা—বড় অন্ধকার হয়ে আসছে।

স্বার্থপর মানব স্বভাব—আপনার দুঃখের কথাই ভাবছি।

পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ নবাবদীন আমার আশাপথ চেয়ে আছে, তার কথা ভুলে যাচ্ছি।

(দোকানে উপস্থিত হইয়া দোকানদারের উদ্দেশে)।

ভাই! বন্ধু! দোকানদার!

দোকান। আমার মাথা আর মুণ্ডুবার! তোমার জন্যে একটু চোক বুজে ভাববারও যো নেই। কি ধ্যানই ভাঙ্গিয়ে দিলে!

রূপ। দু এক খানা বিক্রী হয়েছে ভাই?

দোকান। সে কি বিক্রী হবার ভাই! তা' হবে। তুমি ঐ কড়া হাতে এঁকেছ, সে বাঁহুরে ছবি পয়সা দিয়ে কে নেবে দাদামণি?

রূপ। আমার দু' একটা টাকার বড় দরকার—এক খানাও হয়নি?

দোকান। হয়ত নিই—হবেও না। এই যুদ্ধুর সময় লোকের প্রাণ যায়, চার দিকে চুরী ডাকাতি, এ সময়ে পান খেয়ে তোমার একখানি ছবি কিনে, কে শোবার ঘরে টাঙ্গাতে যাবে বল দেখি?

রূপ। (সাগ্রহে) তুমি নিজে কিনতে পার না? কখন না কখন তো বিক্রী হবে।

দোকান। কথ্খন হবে না—তুমি নিশ্চিন্ত থাক। আমি কিনব? যা বলেছ। ঐ রকম লাভের গস্ত কিছু দিন কল্লেই বাদসাই হয়েছে।

রূপ। আমার টাকার বড় দরকার। আচ্ছা, আমার ঐ সমস্ত ছবি জামীন রেখে, আমায় তুমি গুটীকতক টাকা দাও। আমি মাসের শেষে তোমায় দিয়ে যাব।

দোকান। তোমার সংবাদের জন্য প্রাণ টা টা কচ্চে—কাজেই তোমার টাকার যে পরিমাণে দরকার, তোমাকে টাকা দেবার আমার তার সিকি পরিমাণেও দরকার নেই। বোকো না, পাতলা হও—আমি একটু নিশ্চিন্দি হয়ে ভাবি।

রূপ। (বাষ্পরুদ্ধ-কণ্ঠে) হা ভগবান !

(প্রস্থান)।

(দোকানদারের নিমীলিত নেত্রে শয়ন। পেয়ারের প্রবেশ ও দোকানদারের গণ্ডে প্রবল চপেটাঘাত।)

দোকান। (চমকিত হইয়া) ও বাবা ! (উত্থান) একি—পেয়ার সাহেব !

পেয়ার। ওপর-ওলাদের সঙ্গে ঐ রকম কথাবাত্রা ? পাজি ! ছুঁচো ! হারামজাদ ! লোক ঠকিয়ে টাকা করেছিস, ও গরীব দুটো ধার চাইলে দিতে পাল্লি নি ? তোর দোকানে এখুনি আগুণ ধরিয়ে দেব—তোর দোকানের সব জিনিস, আর জ্যান্ত তোকে, আমি পোড়াব—তবে আমার নাম। দুটো টাকা ধার চাইলে, দিতে পাল্লিনি ?

দোকান। (কাঁপিতে কাঁপিতে) আমাকে মাপ করুন, আমি জানতুম না—

পেয়ার। ছোট্, পাজি ছোট্, ছুটে ওকে ডেকে নিয়ে আয়। এই টাকা—এই টাকা—এই টাকা—১০৲ ১৫৲ ২০৲ ২৫৲, না অত দিস্‌নি, সন্দেহ কর্বে—এই ১৫৲ টাকা দিবি। বলবি তুই ঠাট্টা কচ্ছিলি—ও ছবি বিক্রী হবার ভাবনা কি ? ছবিগুলো আমায় দে। (দোকানদারের তথাকরণ) ছুট বা। আমি

এই আড়ালে দাঁড়িয়ে রইলুম। যদি অঙ্কুশে আমার নাম করিস, তো এই ঠাসা বন্দুক তোর মাথায় আজাড় কর্ব্ব— বুঝলি ? ছোট্ !

দোকান। বাবা ! ও সব পারে—মানুষ মারা হল ওঁর ফক্কুড়ির ভেতর। আল্লা ! রক্ষে কর।

(বেগে প্রস্থান—পেয়ারের অন্তরালে অবস্থান)

(রূপরাজকে লইয়া দোকানদারের প্রবেশ)।

দোকান। (কম্পিত-কণ্ঠে হাসিয়া) ঠাট্টা বোঝ না—ঠাট্টা বোঝ না—ও ছবি বিক্রী হবে তার আবার ভাবনা ? তাই ঠাট্টা করে বল্লুম, টাকা দোব না। আমি বুড়ো মানুষ, একটু তন্দ্রা এসেছিল—ওমা জেগে দেখি তুমি চলে গেছ—নেই। এই ১৫৲ টাকা আপাততঃ নাও, বাকী পরে দোব। নাও।

রূপ। (সাশ্চর্য্যে) কোন্‌টা ঠাট্টা ভাল বুঝতে পাচ্ছি না—এইটে না সেইটে ?

দোকান। সেইটে সেইটে, বুঝতে পাচ্ছ না ? এই টাকা নাও।

রূপ। সত্যি দিচ্চ ? দাও। তোমার মঙ্গল হোক্ ! বড় উপকার কল্লে ভাই !

(প্রস্থান)।

দোকান। (স্বগতঃ) আর একটু হলে মঙ্গল হইয়েছিল !

(পেয়ারের অন্তরাল হইতে নিষ্ক্রামণ)

পেয়ার। আচ্ছা ! আমি খুসী হয়েছি। কিন্তু খবরদার ! কথার ফেরে কখন যদি এ ব্যাপারে ওর কাছে আমার নাম করিস, তা হলে তোর স্বর্গলাভে দেরী হবে না। মালুম রাখিস—যা।

দোকান। সেলাম আলেকম্! কখন না। আমি যদি আগে জানতুম ও লোকটা তোমার ভালবাসা—

পেয়ার। (দোকানদারের কাণ মলিয়া) ভালবাসা? ধিক্! ওই কাফের আমার ভালবাসা? ও আমার চক্ষের শূল, আমার বিষ। আমি ওকে যত ঘেন্না করি—

দোকা। বটে! তবে ওকে টাকা দিলে?

পেয়ার। তুই ছুঁচো দোকানদার! আমাদের আইন তুই কি বুঝবি? বিপদে পড়লে শত্রুকেও আমরা দয়া করি। যা।

(দোকানদারের দোকান অভ্যন্তরে প্রস্থান।)

পেয়ার। এই ছবির কাগজগুলো পুড়িয়ে উনুন ধরান যাবে। (বিলম্বে) এর মধ্যে সন্ধ্যা হ'ল—বাঃ বাঃ এই কি আমার প্রতিশোধ নেওয়া? পেয়ার! পেয়ার! তোরে ধিক!—তুই মরে যা। 'ছি ছি'—'ছি ছি' (মাটীতে পা ঠুকিয়া) 'ছি ছি'!! যার এতবড় লম্বা জবান—যার চক্ষে আমি 'কদর্য্য'—কদর্য্য কি? জানোয়ার বুঝি। পেয়ার! তুই মর্, দূর! গান গাই—

গীত।

বক্ষে বহিয়া অসি রণ-কান্তারে
কাহার স্বপনে তুমি ডুবিয়া রে!
কি অধিকারে?
ভেরী বাজিছে বীর! ওঠ ওঠ না—
কাটিতে অরি শির ছোট ছোট না—

মারি কি মরি কহি হুঙ্কারে;
ছুঁড়ে দাও জীবনের পরপারে
স্মৃতি কি প্রীতি-কথা রে!!

(ছবিগুলি দেখিয়া) বাহবা! ছবিগুলি কিন্তু বেশ! লোকটা কত মেহন্নতই করেছে—কত সময়ই দিয়েছে। (ছবিগুলি সমস্ত দেখিয়া) আমি কখন ছবি দেখিনি—কি চমৎকার! (অন্যমনস্কে) আমীর—এত ক্ষমতা—এত গুণ—অথচ ধন নেই, মান নেই, আত্মীয় নেই, দেশ নেই, পাটনার ছাউনিতে সামান্য সৈনিক। এত গরীব যে একটা ছোট দোকানীর কাছে দুটো টাকা ভিক্ষে কত্তে এয়েছে, নবাবদীনের জন্য বেদানা কিনবে বলে। হা আল্লা!!

(প্রস্থান।)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

বনপথ।

তিনজন মাতাল পাঠান।

১ম পা। যাক্ ব্যাটারা! আর দু'চার দিন নবর চবর করে নিক, তার পর মাসুম কাবুলি এলে ব্যাটাদের আস্ত আস্ত মোগলাই কাবাব বানাব—

২য় পা। আস্ত আস্ত—দাঁত, নোখ, চুল, সব শুদ্ধ—কিছু বাদ দেবো না বাবা! কাবাব বানাব, আর সরাবের সঙ্গে—(মুখ-ব্যাদান করিয়া) ইসমাফিক—বস্—

৩য় পা। চকের পশ্চিম দিকের সরাব-ওলাটার দোকানে কখন গিয়িছিস? আমি সে দিনে গিছলুম। কি সরাব মাইরি! এক ব্যাটা দু' পেয়ালা মাত্র খেয়ে মড়ার মত মাটীতে চিৎ হয়ে পড়ে রয়েছে—মুখে মাছি বসছে। সাড় নেই—আহা কি জিনিষ বাবা! আমি দুটো জুতোর ঠোক্কর মাল্লুম, তার তো সবই ক্ষতি, সে চেয়েও দেখলে না। খেতে হয়তো তেমনি জিনিষ, কি বলিস? (প্রথমের প্রতি) আর এক পাত্র— দোস্ত!

১ম পা। এ বিবির বাড়ীতে বসে সরাব টানা নয়, যে আর এক পাত্র। সে ব্যাটা এল বলে—সে দোকান যখন ছাড়ে ছাড়ে, তখন আমি ঘোঁড়া ছুটিয়ে তোদের খবর দেব বলে এসেছি। ব্যাটা টাকা নিয়ে আসছে—আমি নিজের চক্ষে দেখেছি।

২য় পা। এক কাজে দু' কাজ হবে। ডাকাতীকে ডাকাতী — আর আরব বাহাদুরের হুকুম, সেই ছুঁড়িটার আর ওই কাফে-রের মাথা যে তাঁর কাছে নে যেতে পারবে—পাঁচশ' পাঁচশ' টাকা ইনাম—দুটোয় হাজার। এ কাফেরকে আজ ঘাল করে এর গেঁটের টাকা আর ওর মাথার ইনাম—দুইই পাওয়া যাবে।

৩য় পা। সেই কাফেরের মাথার কিরে—এক পেয়ালা ধর্!

১ম পা। এই নে। (সরাব দিয়া) হাতিয়ার ঠিক কর্— পেঁছিয়ে ঐ ঝোপের ভেতর দাঁড়াই আয়। ঐ রে ব্যাটা আসছে—

(পাঠানত্রয়ের পশ্চাতে অপসারণ।)

(রূপরাজের প্রবেশ।)

রূপ। আজ বার বৎসর এই জীবন অতিবাহন কচ্ছি। এই বার বৎসরের ভিতর আজ যেমন একলা বোধ হচ্ছে, এমন একলা আর কখন বোধ হয়নি। শত্রু শত সহস্র প্রকারে শত্রুতা করে আসছে—মুখ বুজে সহ্য কচ্ছি—অসহায়, আত্মরক্ষায় অসমর্থ বলে, দিবা নিশি প্রতি মুহূর্ত্তে হাতিয়ারের ঘায় সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত কচ্ছে। কিন্তু আজ যে আঘাত করেছে, এ আঘাত অত্যন্ত গুরু—প্রায় অসহ্য। হা সখা! হা বিপন্ন-গত-প্রাণ! হা রংরাজ! তোমাকেও শত্রু ছিনিয়ে নিলে!!

(সহসা চীৎকার শব্দে একত্রে পাঠানগণের পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ। রূপরাজের বিদ্যুত বেগে অসি নিষ্কাশন ও আত্মরক্ষা।)

২য়। (পানোন্মত্ত স্বরে) লাগাও—ব্যাটার মাথা ভেগে লাগাও—

৩য়। এই নে—ব্যাটার মাথা এই ঘায়ে সাবাড়—

১ম। এই দিক থেকে—এ দিক—

(প্রবল অসিযুদ্ধ—রূপরাজের অলক্ষ্যে দ্বিতীয় পাঠানের একপার্শ্বে আগমন ও অসি উত্তোলন। সহসা নেপথ্যে বন্দুকের আওয়াজ—গুলির আঘাতে দ্বিতীয় পাঠানের পতন ও মৃত্যু। ভয়ে অবশিষ্ট পাঠানদ্বয়ের বেগে পলায়ন। বন্দুক হস্তে পেয়ারের প্রবেশ।)

পে। (রূপরাজের প্রতি) মাঝের পাঠানটার হাতটার উপর দে তলওয়ারটা চালিয়ে ছিলে ভাল, তবে তলওয়ারটা ব্যাটার

গলার উপর দে চল্লে আরও ভাল হত। কায কখন আধা-খ্যাঁচড়া রকম কোরো না হাবিলদার! সব কাজ গোটা হওয়াই ভাল।

রূপ। পেয়ার! তুমি কোত্থেকে এখাঁনে এসেছিলে? আমার প্রাণ রক্ষা করেছ—আমারই বরাতের জোরে এসেছিলে। (পতিত পাঠানের দিকে চাহিয়া) কিন্তু লোকটা একেবারে মারা গেছে বোধ হয়—

পে। বোধ হয় না, নিশ্চয়। পেয়ারের গুলি কখন বেতাগে ছোটে না—

রূপ। আমারই সৌভাগ্য—নইলে (পতিত পাঠানের দিকে চাহিয়া) ও জায়গায় এখুনি জন্মের মত আমাকেই শুতে হ'ত। কিন্তু দাঁড়াও দেখি—লোকটার ভেতরে এখনও প্রাণ থাকতে পারে—

(ভূমিষ্ঠ হইয়া পাঠানকে অবলোকন।)

পেয়ার। (ঘৃণার হাসির সহিত) দেখ। যদি ডাকাতটার ভেতর এক কড়া প্রাণ থাকে, তা হলে কাল আমি সমস্ত ছাউনির সুমুখে জন্মের মত বন্দুক ছেড়ে কম্-মজ্‌বুতের প্রায়শ্চিত্ত কোর্ব্বো।

রূপ। (পাঠানের মস্তক ভূমি হইতে উঠাইয়া) তাই বটে! লোকটা গিয়েছে—(মস্তক নাবাইয়া) আহা একেবারে গিয়েছে—

পেয়ার। কি দেখছ? মড়া কখন দেখনি? (স্বগতঃ) হায়রে! একটা মড়ার কথাও ওর মনে আমার কথার চেয়ে বেশী

জাগে—তাও অই মড়া! নেমকহারাম !! (প্রকাশ্যে) সাহেব! মড়া কি এই পয়লা দেখলে ?

রূপ। মড়া ঢের দেখেছি। তবে কখনই তা প্রিয়দর্শন নয়; আর এক কথা মদের নেশায় বেচারাদের জ্ঞান ছিল না। যা কচ্ছিল, তা জ্ঞানে কচ্ছিল না।

পেয়ার। আহা হিন্দুর কি দয়ার শরীর !! হাবিলদার! আমিও না বুঝে বারুদ আর গুলির কি অপব্যয়ই কল্লুম। ও কুত্তোটা ওখানে না শুয়ে তুমি ওখানে শুলে বোধ হয় তুমি সুখী হতে ; তোমার সুখের বিঘ্ন হয়ে কি অন্যায়ই কল্লুম। (স্বগতঃ) বহুত আচ্ছা ইনাম !! পেয়ার !! তোর কবর হোক !!

রূপ। (পেয়ারের হাত ধরিয়া) রাগ কোরোনা—আমি ওভাবে বলছি না। (পেয়ারের হাত ছাড়াইয়া লওন) তুমি যে আজ আমার প্রাণ রক্ষা করেছ, তার জন্য তোমার নিকট আমি সর্ব্বাপেক্ষা কৃতজ্ঞ। শুভ দেবতা তোমায় এ সময় এখানে পাঠিয়েছিলেন, তোমার আস্‌তে আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হলে পৃথিবীর থে। আমার চিরকালের মত ফুরুত। পেয়ার! তোমায় কি বলে ধন্যবাদ কোর্ব্বো ভাই !

পেয়ার। ধন্যবাদ টন্যবাদ ওসব তোমাদের দেশের কথা—ওসব কথার আমাদের এধারে চল্‌তি নেই। সাহেব! খুনোখুনী মারামারী আমাদের রোজকের খোরাক—ঐ খোরাকের ওপর দাঁড়িয়ে আমরা বেঁচে থাকি। আমাদের এ কদর্য্য জীবন—এতে আমরা ও রকম লোক-লৌকিতার ধার ধারি না।

রূপ। (নিরুত্তর)

পেয়ার। তবে সাহেব! এক একবার মনে হয় আমাদের জীবনটা "কদর্য," বটে—তবে অনেক সময়ে কাযে লাগে। ভেবে দেখনা—ঐ মাতালটার মাথার ভেতর একটা গুলি সাঁদ করিয়ে দিয়ে ওটাকে ওখানে কিছুকালের মত শুইয়ে রাখায় এ "কদর্য্য" জীবনটা তোমারও একটু সামান্য কাজে লাগল। বাবু মেয়ে মানুষদের মতন ঐ অবস্থায় চিঁ চিঁ করে মুচ্ছো গেলে, সে করুণাটা তোমায় বেশীক্ষণ মনে করে রাখতে হ'ত না।

রূপ। তোমার নিজের জাতির উপর তুমি এত বিরক্ত?

পেয়ার। আমার নিজের জাতি দিল্লীশ্বরের সৈনিকবৃন্দ। তারা মারতে জানে—মরতে জানে—আহা উহুতে নেই। তোমার আহা উহু একটু রেহাই দাও সাহেব! ও মুর্দ্দার একটা কিনারা ঠাওরাও।

রূপ। (চিন্তিত ভাবে) কি ঠাওরাব—কিছু ঠাউরে উঠতে পাচ্ছি না। ওকে তুলে নে গে একটু তফাতে লোকালয়ে কোথাও কবর দিইগে।

পেয়ার। হয়েছে—তোমার আর কিনারা ঠাওরাতে হবে না। ওকে ঐ দিকে ঐ বনের পানে ঠেলে ফেলে দাও—শিয়ালে শকুনিতে শেষ করবে এখন। পাঠান মড়ার আবার কবর!!

রূপ। (স্বগতঃ) কোমলতা ও কঠিনতার আশ্চর্য্য সংমিশ্রণ!! (প্রকাশ্যে) সেটা উচিত হয় না। কোন নির্দ্দোষী পথিকের সন্দেহ-সূত্রে নির্যাতন হতে পারে।

পেয়ার। সে ভাবনা আমার সাহেব! তোমার নয়। আমি

ওকে মেরেছি—আমার দায়ীত্ব আমি যথাবিধি যাদের জ্ঞাপন কর্ব্বার, তা কোর্ব্বো। তোমার ওপর সন্দেহ হ'লে একটু নাড়া-চাড়া হবে—পেয়ারের সাত খুন মাপ।

রূপ। যা করা উচিত তুমি কর—তবে পাঠান হোক, মোগল হোক, শত্রু হোক, বন্ধু হোক, মৃত্যুর বাঁধ মাঝে পড়লে সকলেই সমান। আমি ওর মাথার ওপর চাট্টি মাটী চাপা দিই।

পেয়ার। তোমার ইচ্ছে। আমি অমন হাজার হাজার পাঠানকে চিল শকুনির খোরাক হতে দেখিছি। তাদের সঙ্গে এর বিশেষ তফাতের কারণ দেখতে পাচ্ছি না। আমার নিজের কথা বল্‌তে পারি—বেঁচেই হোক মরেই হোক, সূর্য্যির আলোতে যতক্ষণ থাক্‌তে পারি—ফর্দ্দা হাওয়া যতক্ষণ গায়ে লাগে—ততক্ষণ বেশ। বাস্তবিক, মরাটা বড্ড কুড়েমো। এই যুদ্ধ বিগ্রহ, মারপিট, দৌড়োদৌড়ী, হাসি ঠাট্টা, সব ছেড়ে মরে যাওয়া—ভাব্‌লে মনটা ছ্যাঁত করে ওঠে।

রূপ। ঈশ্বর করুন তোমার সে দিন শত বৎসর দূরে থাক্‌। পেয়ার! মরার কথায় মনটা ছ্যাঁত করে ওঠে বলচ, কিন্তু এই মাত্র আমার তুচ্ছ জীবনের জন্যে তোমার তরুণ জীবন তুমি বরবাত কর্ত্তে বসেছিলে।

পেয়ার। তোমার জন্যে কি? এমন শত সহস্র সিপাহীর জন্যে করেছি। ওর চেয়ে মজা—ওর চেয়ে তামাসা আছে? মৃত্যু যখন আসবার আসবেই—কে তা ভ্রূক্ষেপ করে? যোদ্ধার জীবনে মৃত্যুর সঙ্গে হাত পাকড়া-পাকড়ী রোজ—

চব্বিশ ঘণ্টা। আর বুড়ো হয়ে মরার চেয়ে এই বয়সে মরাই ভাল। বুড়ো হওয়ার মানে আর কি—জ্যান্ত হয়ে মরে থাকা—সে বড় মুস্কিল !!

রূপ। এ সব তত্ত্ব তোমায় কে শেখালে পেয়ার !

পেয়ার। ছুনিয়ায় শেখাবার লোক খোঁজবার দরকার কি, আমি বুঝি না। জীবনে যতদূর যাবে—যত বেশী পা বাড়াবে—ততই জ্ঞানের টুকরো কুড়িয়ে পাবে। জ্ঞানের কাঁকোরে জীবনের রাস্তা পাতা। দু' হাতে কুড়োও আর জমা কর—বস্। যারা চোখ বুজে পথ চলে তারাই আহাম্মক বনে—কিছু দেখতে পায় না বলে দুঃখু করে—পড়ে যাবার ভয়ে হাত ধরে নে যাবার লোক খোঁজে। যাক্, তুমি ও পাঠান মুদ্দোর পরকালের জন্যে দয়ায় গল্ গল্ কচ্চ দেখতে পাচ্ছি। তবে ঐখেনে একটু থাক—আমি গিয়ে দুটো লোক আর কোদাল পাঠিয়ে দিচ্ছি।

রূপ। আমার জন্যে কত কষ্ট তুমি করবে ?

পেয়ার। আমি ননীর পুতুল নই।

রূপ। (হাত ধরিয়া) আচ্ছা। আজকের ঘটনায় তোমার কাছে আমি কেনা রইলেম।

পেয়ার। (হাসিয়া) কেনা রইলে—সত্যি ? (হাত ছাড়াইয়া প্রস্থান করিতে করিতে, স্বগতঃ) মুখের কথা কেনা রইলেম—প্রাণের কথা "ছিছি" "কদর্য্য।" নইলে আমার হাতে হাত পড়ায় শিউরুত না—কাঁপত না ? পেয়ার ! পোড়ার মুখ !

এ তো বেশ প্রতিশোধ দিচ্ছিস্। পারিস মার্—না পারিস নিজে মর্—মর্—মর্। লজ্জা কেনার চেয়ে মরা ভাল !!

(প্রস্থান।)

রূপ। সরিয়ে ঐ পথের পাশে নিয়ে যাই।

(মড়া লইয়া প্রস্থান।)

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

মুসীমের শিবিরের কক্ষ।

মুসীম ও সেকেন্দার।

সেকে। কে কে এসেছেন ?

মুসীম। লোক জন হাতী হাতীয়ারী। দু'জন হিন্দু রাজা, একজন রাণী।

সেকে। একজন রাণী এসেছেন ? এই দুঃসময়—শত্রুপুরী—এখানে রমণী কেন ?

মুসীম। সে রমণী—বীর রমণী, তোমার আমার অপেক্ষা তাঁর সাহস।

সেকে। বটে ? রাজা টোডরমল্লর পূর্ব্বে এঁরা এসেছেন—তাঁর আসতে কদ্দিন ?

মুসীম। তিনি পথে সব বন্দোবস্ত করতে করতে আসছেন। জোনপুরে পৌছেছেন। তার পর মুঙ্গের হয়ে এখানে আসবেন বোধ হয়।

সেকে। কর্ত্তা এদের সঙ্গে দেখা করেছেন ?

মুসীম। কর্ত্তা রাজাদের সঙ্গে কাল দেখা করেছেন, আজ রাণী রোহিয়ানাকে কুর্ণিশ কর্ত্তে গেছেন।

সেকে। রাণী সাক্ষাৎ কর্ব্বেন ?

মুসীম। কেন কর্ব্বেন না। শুনেছি তিনি সাধারণ রমণী অপেক্ষা অনেক উচ্চ ভাবাপন্না। রূপের শেষ নাই, অহংকারেরও নাকি শেষ নাই। সমস্ত দিল্লির হিন্দু ওমরাহই তাঁর প্রেমে উন্মত্ত, তিনি অপাঙ্গেও কাকেও অনুগ্রহ করেন নি।

সেকে। বিবাহিতা নন ?

মুসীম। না। শীঘ্র বিবাহের সম্ভাবনাও নাই।

সেকে। তবে বলচ রাণী ?

মুসীম। রাণী খেতাব, অতুল ঐশ্বর্য্যের পরিচায়ক।

(পেয়ারের প্রবেশ।)

সেকে। পেয়ার! শুনেছ ? কে কে সব রাজা টোডরমল্লের আত্মীয়গণ কাল এখানে এসেছেন। রাজা রাণী লোক জন।

পেয়ার। সব শুনেছি। মুসীম! একটু সরাব দাও ভাই। পিপাসা লেগেছে।

মুসীম। (সরাব বাহির করিয়া ও ঢালিয়া পেয়ারকে দান, ও পেয়ারের সরাব পান) পিয়াসা মিটলো ?

পেয়ার। তোমার অনেক পেরমাই হোক্—যুদ্ধের ময়দান থেকে চিরকাল পালাও—আশীর্ব্বাদ করি।

মুসীম। তোমার পিয়াসা তো মিটলো পেয়ার! কিন্তু তোমার রূপের সরাবের পিপাসায় আমরা যে চিরকাল জ্বলছি, আমাদের পিপাসাত থেকেই গেল—মিটল না।

পেয়ার। একদিন মিটবে—যে দিন সারা দুনিয়া ধোঁয়া দেখতে দেখতে চোক বুজুবে—আর চোক চাইবে না—সেই দিন

গীত।

আমি তোমার—
আপন এ জীবনে স্বদেশ ধর্ম্ম তব
মরণে প্রেম অধীনার।
আমি তোমার—
প্রিয় ব্রত কর পালন প্রিয়তম!
কর্ম্মে গৌরবে তুমি মম—তুমি মম—
মহাজীবনে তুমি কার?
আমার—আমার!!

মুসীম। নিষ্ঠুর!

সেকে। কোথা থেকে আসচ? পিস্তল সঙ্গে যে—

পেয়ার। বেড়াচ্ছিলুম। বেড়াতে বেড়াতে একটা পাঠান সুমুখে এসে ঠিকরে পড়ল, সে টাকে ঘুম পাড়ালুন। তার পর এই গান গাইতে গাইতে যাচ্ছিলুম—পথে তেষ্টা পেলে, ভাবলুম তোমাদের সঙ্গে দেখা করে যাই।

সেকে। পাঠানকে মেরে ফেল্লে?

পেয়ার। তুমি যে শুনে কাঁপতে সুরু কল্লে। আর রাত কোরো না। সে এতক্ষণ ভূত হয়ে পথে পথে মোগলের ঘাড় ভাঙ্গবে বলে ঘুচ্চে। তুমি সাবধান হয়ে আল্লার নাম জপতে জপতে সরে পড়।

মুসীম। তোমার হাতে কি কারও নিস্তার নেই? ওকি সেই

কথা বলছে ? ব্যাপারটা কি খুলে বল শোনাই যাক—একবার কর্ত্তার কাণে তো তুলতে হবে।

পেয়ার। বড্ড ব্যাপার, তার আবার খুলে বলা। আমি সন্ধ্যার ঝোঁকে বিশুটীর বনের ভেতর দে আসছিলুম—সেই বুড়োর মণিহারী দোকানে একবার গিছলুম—তার ফিরতি মুখে, বুঝলি ? হঠাৎ দেখি তিনটে পাঠান আমাদের হাবিলদার সা আলমকে ঘিরে হাতিয়ার ঘুরুচ্চে।

সেকে। সা আলম কে ?

পেয়ার। ন্যাকা, সা আলম কে—অই যে নতুন হিন্দু হাবিলদার, যার হিংসেয় তোদের কর্ত্তা জরে যাচ্ছে।

মুসীম। গরীব সিং ?

পেয়ার। বড়লোক সিং। তার চাল্ চুল কি গরীব সিংএর মত ? আমি তার আদব কায়দা দেখে তাকে 'সা আলম' নাম দিইছি। লোকটা আর যে রকম হোক, বলিহারি তার হাতিয়ার চালান !! চোর পাঠানদের লড়বার তাকুত নেই—তিন ব্যাটা একজনের সঙ্গে, তাও গলদঘর্ম্ম—কেবল চোরা-গোপ্তার চেষ্টা ! এক ব্যাটা যেমন চুপ্ চুপ্ কোণ থেকে তলোয়ার উঠিয়েছে, অমনি আমার হাতে ছিল পিস্তল—দুড়ুম ! হাতীয়ার হাতীয়ারী দুইই মাটী নিলে। আমি ভ্রূক্ষেপ না করে তোমাকে বলবার জন্যে এলুম। তোমাদের যে গুণ—একজন নির্দ্দোষীর ঘাড়ে কসুর চাপিয়ে, তাকে পাছে জেরবার কর। মুসীম ! তুমি মুদ্দোর যা হ'ক একটা ব্যবস্থা কর।

মুসীম। শুধু তা নয়, একবার কর্ত্তার কাছে গে বলতেও হবে।

আজকাল এখানে ওখানে মারপিট্‌নে একটা মস্ত ঘোঁট চলছে। তোমরা বোসো, আমি এখনি আস্‌ছি।

(প্রস্থান)

পেয়ার। সেকেন্দার! এই ছবিগুলো কেমন দেখ্‌তো।

সেকে। (ছবি লইয়া) বেশতো, বাস্তবিক চমৎকার। কোথায় পেলে ?

পেয়ার। কে এঁকেছে জানিস ?

সেকে। কে ?

পেয়ার। সা আলম্‌। অবকাশ যা পায়, এই করে কাটায়। এই-গুলো বেচে রোগা গরীবদের খাওয়ায়। তুই এইগুলো আমাকে বেচে দিবি ?

সেকে। চেষ্টা কর্ব্ব, দাও। (ছবি লইয়া) পেয়ার!

পেয়ার। কি ?

সেকে। এতদিন বাদে তুমি সত্যি সত্যি পিরীতে পড়েছ—

পেয়ার। হা—হা—হা—ঠিক ধরেছিস—ঠিক ধরেছিস—

গীত।

আগে পিরীতের কথা উড়াতে হেসে—
এখন পড়েছ পিরীতে নাকি বুড়ো বয়েসে!!
আগে ধরাইতে পায়—এখন ধরিতেছ পায়—
(যদি) ভাল বেসে থাকি তোমায়,
তোমার অনেক দেখবো শেষে!!

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাণী রোহিয়ানার কক্ষ।

রাণী। (চিত্র পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে।) আশ্চর্য্য! কোথায়, কোন্ কোণে—কোন অন্ধকারে—কি রত্ন ভগবান লুকিয়ে রাখেন, কিছু বুঝে ওঠা যায় না। পাটনার ছাউনিতে সামান্য একজন সৈনিকের হস্তে, দেখ কি অতুল ক্ষমতা তিনি গচ্ছিত রেখেছেন। ছবিগুলি যত বেশী দেখছি, ততই বেশী বিস্মিত হচ্ছি। কোথায় এ চিত্রবিদ্যা-বিশারদ রাজন্য-পূজিত ব্যক্তি হবে—তা না হয়ে—অনাম, অজ্ঞাত, দরিদ্র, তরবার উপাধানে নিদ্রিত—রণক্ষেত্রে আত্ম-বিসর্জ্জনের স্বপ্ন দেখছে। অনেকক্ষণ লোক গিয়েছে—ফেরে না কেন?

(রূপরাজের প্রবেশ ও রোহিয়াণাকে অভিবাদন)

রাণী। (স্বগতঃ) এ তো সমাজ-শিক্ষা-বর্জ্জিত সৈনিকের অভিবাদন নয়। (প্রকাশ্যে) এস—আমি তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা কোর্ব্বো বলে ডেকেছিলেম।

রূপ। আমার পরম সৌভাগ্য। এমন সুদিন **আমার** ভাগ্যে সচরাচর আসে না।

রাণী। (স্বগতঃ) এতো যেন আমীরের কথাবার্ত্তা। লোকটা যে মার্জ্জিত-রুচি—মনস্বী—এর চিত্রই তার পরিচয় প্রদান করে। (প্রকাশ্যে) এ চিত্রগুলি নাকি তোমারই অঙ্কিত ?

রূপ। আজ্ঞে হাঁ—এ দীনেরই অঙ্কিত।

রাণী। তোমার কাছে আমি পরিচিত নই। আমরা এ দেশের নয়—সম্প্রতি পাটনায় বেড়াতে এসেছি—আবার দু' দশ দিনের মধ্যেই মুঙ্গেরে প্রস্থান কোর্ব্বো। আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, এখানকার সেনাপতি মহম্মদ খাঁর শিবিরে তোমার ঐ ছবি কয়খানি দেখ্‌তে পান, এবং আমি অত্যন্ত চিত্রানুরাগিণী বলে, এ ক'খানি আমাকে অর্পণ করেছেন। যা হোক্, তোমার আশ্চর্য্য ক্ষমতা—তুমি ঈশ্বরের অনুগৃহীত ব্যক্তি।

রূপ। হায় দেবি! আমি ঈশ্বরের পরিত্যক্ত সন্তান।

রাণী। না, না, এমন কথা তোমার বলা উচিত নয়। তোমার এ শক্তি, গুণপনা—রাজা রাজড়ার হিংসার জিনিষ। তুমি অভাগ্য নও।

রূপ। (হাসিয়া) আমি অভাগ্য নই ? তবে জগতে অভাগ্য কে ? কি জানি।

(রাণীর একে একে চিত্রগুলি পর্য্যবেক্ষণ। জানালার বহির্ভাগে পেয়ার)

পে। (স্বগতঃ বিস্ময়ে) "ছি ছি" বল্‌বেই তো। এমন ধারা—এমন মেয়ে মানুষ—আমি কখ্‌খন দেখিনি। এদের রাণী বলে। ও হাবিলদারটা যদি সত্যি সত্যি এ সবের ভেতরকার একজন হয়, এ জাতের মাঝখান থেকে যদি চলে এসে থাকে—তা হলে আমাকে "ছি ছি" বল্‌বেই তো।

রাণী। গরীব সিং! এ চিত্রগুলি আমি আমার কাছে রাখ্‌তে ইচ্ছা করি।

রূপ। দেবি! আপনার কথায় আমি আশাতীত সম্মানিত জ্ঞান কচ্ছি। জিজ্ঞাসা বাহুল্য—আপনি অনায়াসে গ্রহণ কত্তে পারেন।

পে। বটে? চিত্র কার হে নবাব!—তুমিও "সোনার ময়ূরকে" দান কচ্ছ?

রাণী। এর মূল্য?

রূপ। (স্বগতঃ) ভগবান! এক এক সময় অসহ্য হয়ে পড়ে। স্ত্রীলোকের নিকট হতে মূল্য নিতে হবে, দশটা পাঁচটা টাকা!!

রাণী। ছবিগুলির মূল্য? যত মূল্য হয় বল—এমন সুন্দর বস্তুর অসামান্য মূল্যে আমি আশ্চর্য্য হব না।

রূপ। দেবি! আমি দরিদ্র সৈনিক। আমার অপরাধ বা ঔদ্ধত্য ক্ষমা করেন তো বলি—আপনার সানুগ্রহ

গ্রহণেচ্ছাই আমার ও অপকৃষ্ট চিত্র গুলির যথেষ্ট মূল্য। ও চিত্রের ও হতে অধিক মূল্য আমার কল্পনাতীত।

পে। দু'জনে এক জাত বটে। এক রকম কথা বাত্রা—এক রকম ঢং। মাগীটা যেন "সোনার ময়ূর"—নানা রকম রঙ্গিলা পালকে ঢাকা। হাত মুখ যেন মাখন থেকে কেটে তোলা। দেয়ালে পেরেক মেরে টাঙ্গিয়ে রাখবার জিনিষ, ও জাত আর কোন কাযে লাগবে? অহঙ্কারে যেন মট—মট। পুরুষ জন্মাই নি বলে এক এক সময় দুঃখু হয় বটে—কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, পুরুষ না হয়ে ভালই হয়েছে। পুরুষ হ'লে তো বাঁদর হতুম—ঐ সোনার ময়ূর দেখে পাগল হতুম। ঝাঁটা মার—কি দেখে মানুষ গুলো ভোলে? কোন গুণে মরে? (তরবার ধরিয়া) আসুক দেখি—এ জিনিষ ধরুক দেখি—তবে বুঝি। তা নইলে চব্বিশ ঘণ্টা প্যাখম ধরে রোদ পোয়ানো—ঝাঁটা মার।

রাণী। তা হলেও মূল্য ব্যতিত তোমার দ্রব্য আমার হওয়া অসম্ভব।

রূপ। নিতান্ত কিছু দিতে ইচ্ছা করেন—আমার আহত সৈনিকদের জন্য কিছু খাবার দাবার দয়া করে পাঠিয়ে দেবেন—তারা চরিতার্থ হবে। দেবি! তারা অত্যন্ত দরিদ্র, অভাগ্য।

পে। "দেবী"—"দেবী" দুটো করে অক্ষর! "ছিছি"—"ছিছি"—এও দুটো করে অক্ষর—সুতরাং দুজনে এক।

কিন্তু জিনিসে কি ফারাক !! দেবী—দেবী—হায় হায় ! কেন আমি ও নেমকহারামকে পাঠানের তরবারের ঘায় বাঁচিয়েছিলুম ? আপনার বুকে ছোরা মেরে এ অপকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত কত্তে ইচ্ছে কচ্ছে।

[প্রস্থান।]

পরিচারিকা। (নেপথ্যে)—রাণীজি !

রাণী। (পরিচারিকার প্রতি) আচ্ছা! আমি ভিতরে যাচ্ছি।

রূপ। (রাণীকে অভিবাদন করিয়া) অনুমতি করেন তো আমার কার্য্যে যাই।

রাণী। আচ্ছা—আমি এখান থেকে যাবার আগে আমার সঙ্গে একবার সাক্ষাত কোরো। চিত্রকার্য্যে তোমার যে পরিমাণে অধিকার, তা অল্প লোকের ভাগ্যে ঘটে। তোমার যদি কোন প্রার্থনা আমার কাছে থাকে, আমাকে জ্ঞাপন কোরো—আমি তা পূর্ণ কত্তে পাল্লে নিরতিশয় সন্তোষ লাভ কোর্ব্বো।

[পুনর্ব্বার অভিবাদন করিয়া রূপরাজের প্রস্থান]

রাণী। ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির মত এর উচ্চতা হীনতার আবরণে ঢাকা রয়েছে। কি জানি কে—কি কারণে আত্মঘাতী হয়েছে ? অথবা আমার ভ্রম—পঙ্কেই পদ্মের প্রকাশ। বিদ্যুতের মত অতি উজ্জল প্রতিভা, মেঘের অন্ধকারেই ফুটে ওঠে। সামান্য সৈনিক বলেই কি শিক্ষা ও স্বভাব উঁচু হতে পারে না ?

(মালঞ্চনাথের প্রবেশ।)

মাল। কার কথা কইছ রাণি!

রাণী। সেই সৈনিক চিত্রকরের কথা। তাকে দেখব বলে ডাকিয়েছিলুম। এই মাত্র চলে গেল।

মাল। তুমি যেমন পাগল। দু'খানা ছবি এঁকেছে বলে কি সে দেবতা হয়েছে, না তার পাখা বেরিয়েছে, যে তাকে ডেকে পাঠিয়ে দেখলে।

রাণী। সে কখনই সামান্য সৈনিক নয়। তার চাল চলন, কথা বার্ত্তা, তার অবস্থার অপেক্ষা অনেক উঁচু।

মাল। ঠিক কথা। এখানকার ছাউনির নায়ক মহম্মদ খাঁও আমাকে ঐ কথা বলেছে। মহম্মদ খাঁর কাছ থেকে ও লোকটার যে পরিচয় পেলেম, সে অতি জঘন্য। সকলেই ওর ওপর বিরক্ত। লোকটা অত্যন্ত অসার, অলস, কলহ-প্রিয়, তার ওপর নিরতিশয় পানাসক্ত। সেনাদলে বিদ্রোহ-উৎপাদনের প্রধান- জন। কথা বার্ত্তা, ঐ যা বল্লে, খুব লম্বা চওড়া। ও সব লোককে এখানে আসতে দেওয়া তোমার অবিবেচনার কায হয়েছে। এখানে চার দিকে তোমার বহুমূল্য অলঙ্কারাদি ছড়ান থাকে, একটু চোখের আড় কল্লেই, কোন্ দুটো না সরাতে পারে ?

রাণী। ছি ছি, অমন নীচ চিন্তা মনে স্থান দিও না। তার সঙ্গে কথা কোয়ো, তা হলে তাকে বুঝবে। মহম্মদ খাঁ যাই বলুক, তুমি যা বল্লে সে তা কখনই নয়। শিক্ষিত

ব্যক্তি—মার্জ্জিত-রুচি। ছবির দামই আমার কাছে নিলে না—

মাল। ছবির দাম নিলে না—লোকটাতো বিষম বেয়াদব। তা হ'লে সে তোমার আমার সঙ্গে নিজেকে সমান ঠাও-রায়, বল। কি স্পর্দ্ধা—ছবি তোমাকে দান করা হয়েছে। আমি আজই পাজীকে সমুচিত শিক্ষা দোব। তোমাকে সে অপমান করেছ—আর তুমি তার এই গুণানুবাদ কচ্ছ?

রাণী। অপমান? অপমান কি?

মাল। অপমান নয় তো কি? সে ছুঁচোর অনুগ্রহ গ্রহণ কত্তে হবে?

রাণী। অসঙ্গত ভাষা প্রয়োগে আপনার অপমান করা হয়, উদ্দিষ্ট ব্যক্তির নয়—এ কথাটা স্মরণ রেখো, রাজা। যাক্, ও কথা ছাড়। দাদার সংবাদ কিছু পেয়েছ?

মাল। তাঁর তো আজই পঁহুছোবার কথা।

রাণী। আমি অন্দরে চল্লেম।

[প্রস্থান।]

মাল। গোলামকে ছবির মূল্য এখনই দিয়ে আসতে হবে। রোহিয়ানার জ্ঞান কি—ও মান আপমান কি বুঝবে? আমি যারে সহধর্ম্মিনী কর্ব্বার বাসনা রাখি—সে একটা সেপাইয়েব দান গ্রহণ গ্রহণ কর্ব্বে?

[প্রস্থান।]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রূপরাজের কুটীরের সম্মুখ।

বৃক্ষমূলে রূপরাজ উপবিষ্ট—সম্মুখে দলিপ দণ্ডায়মান।

দলিপ। আপনি এতক্ষণ শোনেন নি?

রূপ। না।

দলি। আপনার দোষে আপনার অমঙ্গল কল্লেন। এক শত সেনার হাবিলদার—সহজ কথা?

রূপ। (স্বগত) আমাকে রংরাজ বিব্রত করে তুল্লে। কেন সে এ ছেলেমানষী কচ্চে, বুঝতে পারিনা। এতে কি আমি সন্তুষ্ট হচ্ছি, ভাবে—এ যে আমার দুঃখের ওপর দুঃখ। মহম্মদ খাঁর মত ব্যক্তির কাছ থেকে পদোন্নতিলাভ আশাতীত, তা পেয়ে হতভাগা খোয়ালে? আমার জন্য—আমার উপরওলা হবার ভয়ে। হায়, আমার অন্ত ভিন্ন অন্যের মঙ্গল নাই।

দলি। কাল থেকে দাঁতে কুটো কাটেন নি। আমি উনুনে আগুন দিইগে।

রূপ। আর রাত্তিরে হাঙ্গাম কেন দলিপ! যা হোক মুখে দে রাতটা কাটান যাক্, কাল সকালে তখন রান্নার উদ্যোগ করা যাবে।

দলি। না, না,—দু' দিন এক রাত্রি উপবাসে কাটল—আবার? আমি ভেতরে রান্না চড়াইগে, আপনি এইখানে বিশ্রাম করুন।

[দলিপের প্রস্থান।]

রূপ। দলিপের আমার প্রতি ঐকান্তিক যত্ন। বেচারার কোন না কোন বিপদ আসন্ন দেখছি। ওকে আমার কাছ-ছাড়া কত্তে হবে। (বিলম্বে) রাণী রোহিয়ানা—কখন ও নাম শুনিছি বলে বোধ হয় না—তবু যেন তার সঙ্গে স্বপ্নে কখন সাক্ষাৎ হয়েছিল মনে হয়। যেন কোন সুপ্রভাতে—শিশির-শিক্ত শীতল সমীরণে উদ্ভাসিত ফুলবন মধ্যে—সৌন্দর্য্যের মন্দিরে দেবতার অর্চ্চনায় গমন করেছিলেম,—ওই সে উপাস্য দেবতা। কি শক্র দৃষ্টি—দ্বাদশ বৎসরের উদ্যম—দ্বাদশ বৎসরের ব্রত—বিস্মৃতি-সাধনা—সে মূর্ত্তি দেখবা মাত্র, জলের তোড়ে কুটোর মত কোথায় তলিয়ে গেল—টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে গেল। আমার পূর্ব্ব জীবনের কোন অধ্যায়ে—কোন পরিচ্ছেদে—ওর সঙ্গে পরিচয়, কি জানি।

(পেয়ারের প্রবেশ।)

পেয়ার! ভাই! এস—কোথা গিছলে?

পে। অ কাশের নীচে এমন স্থান নেই যেখানে পেয়ার না যায় না সাহেব! এত অন্ধকারে একলা বসে কি ভাবছ?

রূপ। আমি আলো সইতে পারি না পেয়ার! আলোয় চোখে জল আসে। অন্ধকারে ঠাণ্ডা থাকি। (উঠিয়া) ভাই! তুমি সে দিন আমার প্রাণ রক্ষা করেছ—তোমার কাছে আমি কি বলে সম্যক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

পে। অজ্ঞতা টজ্ঞতা তোমার "দেবীর" কাছে নে যাও সাহেব! আমি পেয়ার—তোমার ও আমিরী কথা বুঝতে পারি না। সেখানে বল্লে কায হবে—সে বুঝতে পার্ব্বে। ঘাসের বনে মুক্তো ছড়াও কেন? যাও—সেইখানে যাও।

রূপ। কি বল্লে বুঝলেম না। দেবী কে—কোথায় যাব?

পে। দেবী কে—সেই "সোনার ময়ূর"—রং চঙে পালক ছড়িয়ে রোদ পোয়াচ্ছে।

রূপ। কি হেঁয়ালি বলছ আমি প্রকৃতই বুঝতে পাচ্ছি না।

পে। সাহেব! ন্যাকা সাজ কেন? দয়া করে ছবিগুলি নিয়ে যে তোমার মনুষ্য-জন্ম উদ্ধার করেছে—সেই দেবী—সেই সোনার ময়ূর।

রূপ। রাণী রোহিয়ানার কথা বলছ?

পে। রাণী—তোমাদের রাণী—আমি কাকেও রাণী বলে মানি না। যদি রাণী হয়, তাও গরীবের রক্তে তৈয়ার রাণী। সাহেব! গরীবের রক্তে ওদের গতর। তুমি তোমার রাণীর নামে শিউরে উঠ্‌তে পার। আমি অমন রাণীর চেয়ে এক জন পাঁচ টাকার সেপাইকে বেশী মানি—কেন না সে মানুষ, তার ছাতি আছে—সে

দুনিয়ায় এসে প্যাখম ধরে শুধু রোদ পোয়ায় না, কায করে। বুকে রক্ত আছে, স্বদেশের পিপাসা হলে সেই রক্তে হাস্‌তে হাস্‌তে সে পিপাসা নিবারণ করে। (বিলম্বে) হাবিলদার! তোমার ও রাণীর সুমুখে গ'লে জল হয়ে ছবিগুলো তো খয়রাত করে এলে, ছবিগুলো কার—তোমার?

রূপ। (বিস্মিত ভাবে) আমারই আঁকা ছবি। পেয়ার তুমি কেমন করে রাণী রোহিয়ানাকে দেখলে?

পে। যেমন করেই হোক্ দেখেছি—রাণীর সঙ্গে দেখা হলে তাকে নয় তোমাদের গঙ্গায় ডুব দিতে বোলো—তার ওপর আমার নজর পড়া, সেতো সোজা পাপ নয়। যাক্, তুমি বলছ সে ছবিগুলো তোমার; এ দিকে মণিহারি-ওয়ালা আবদুল আমাকে বলছিল সে গুলো সে কিনেছে—বোধ হয় আবদুলের কথা মিথ্যা, না সাহেব?

রূপ। (অপ্রতিভ ভাবে) না মিথ্যা নয়—হাঁ—অর্থাৎ সে আমাকে ১৫ টাকা ওই ছবিগুলোর জামিনে দিয়েছে বটে, তবে আমি আবার সে টাকা তাকে শীঘ্রই দোবো।

পে। বটে। তা যতদিন সে ১৫ টাকা না দাও, ততদিন সে ছবিগুলো তো তারি বলতে হবে।

রূপ। হাঁ—তা—এক রকম বলতে হবে বৈকি।

পে। সাহেব! তবে তোমাদের মত আমীর ওমরাদের মধ্যে পরের জিনিষ আপনার বলে খয়রাত করাই বুঝি পদ্ধতি!! আমরা "কদর্য্য" ভাবে জীবন অতিবাহন

করি, কিন্তু পরের জিনিষ (যতক্ষণ না আপনার হয়) অন্য লোককে নিজের বলে খয়রাত কত্তে সাহস করি না। সেই সোনার ময়ূরেরও খুব দয়ার শরীর—গরীবের জিনিষ দয়া ক'রে অম্নি নেন।

রূপ। (বিরক্ত ভাবে) আমাকে তুমি পাঁচ কথা বল—বল। কিন্তু রাণী রোহিয়ানা পূজনীয়া স্ত্রীলোক—তুমি আমার জীবন-রক্ষয়িত্রী হলেও, তোমার কাছ থেকে তাঁর অকারণ-নিন্দা শুনতে আমি কুণ্ঠিত হব। যা'ইচ্ছা আমাকে বল—দোষী আমি—তিনি রমণী।

পে। অবলা—সে কথাটা বল। আমাদের মত এমন কদর্য্য নয়—সে কথাটা বল। সে দিন পাঠানরা যখন তোমার গর্দ্দানটা দু'ভাগ করবার চেষ্টায় ছেল, সে সময় আমার বদলে সেখানে তোমার ঐ রাণী থাকলে, কি চমৎকার চিঁ'চিঁ করে উঠতো। ঘাড় গর্দ্দান তোমার দুটো দু' ভাগ হলেও, তবু সেই অবস্থায় তোমায় উঠে তার মুখে জল দিতে হ'ত, কেন না একে স্ত্রীলোক, তায় রাণী। তা নয়, সেই সময় আমি গুলি করে পাঠানটাকে মেরে ফেল্লুম, তুমি ঘেন্নায় চমকে উঠলে, ভাবলে—মানুষটাকে মেরে ফেল্লে—ছি ছি কি কদর্য্য রমণী!! হাবিলদার! সেলাম।

[বেগে প্রস্থান।]

রূপ। (বিস্মিতাবস্থায়) এ বিদ্যুৎ-গতি বীর নারী আমাকে অবাক্ করেছে—কি এ? কে এ?

(মালঞ্চনাথ ও মহম্মদ খাঁর প্রবেশ।)

ম। এই তার কুটীর।

মা। স্থানটা চারদিকে গাছ পালার আওতায় বেজায় অন্ধকার।

ম। হাবিলদার গরীব সিং!

মহ। (মালঞ্চনাথের প্রতি) লোকটা এইখানেই রয়েছে, অথচ আমরা কিছুই দেখতে পাইনি। (রূপরাজের প্রতি) হালসা চাঁদপুরের রাজা বাহাদুর দিল্লি থেকে এখানে এসেছেন—এবং সম্প্রতি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কত্তে এসেছেন – তোমার পরম সৌভাগ্য।

রূপ। (চমকিয়া দূরে অপসারণ)

মা। (মাটীতে কয়েকটা টাকা ফেলিয়া দিয়া) হাবিলদার! দিল্লির আকাশের উজ্জল নক্ষত্র রাণী রোহিয়ানার বার্ত্তাবহ হয়ে, আমি তোমার নিকট এসেছি। তিনি তোমার উপর তাঁর বিরক্তি জ্ঞাপন করে, তোমার কি আলেখ্যের মূল্য স্বরূপ এই কয়েকটা টাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন, এবং আমাকে তোমায় বল্‌তে বলেছেন, ভবিষ্যতে তুমি সকলের সঙ্গে তোমার অবস্থার উচিত ব্যবহার কর্ব্বে। রাণী রোহিয়ানা তোমার দান গ্রহণের অভিলাষিণী নন।

মহ। (মালঞ্চনাথের প্রতি জনান্তিকে) দেখুন, এত বড় বেয়াদব, আপনার কথার উত্তর দেওয়া দূরের কথা, একবার আপনাকে অভিবাদনও কাল্ল না। বুঝুন, আমি এ লোকটার সম্বন্ধে যা বলি প্রকৃত কি না। (প্রকাশ্যে)

ও ছাই পাঁশের আবার অত দাম কেন? (রূপরাজের প্রতি) আমরা যাই, তুমি সঙ্গে এস। আমার শিবিরের চৌকী আজ তোমার। এস—

[মালঞ্চনাথ ও মহম্মদ খাঁর প্রস্থান]

রূপ। সর্ব্বনাশ—সর্ব্বনাশ—ও কে?—ও কোথেকে হেথায় এল? ভগবান! আত্মহত্যা মহাপাপ জেনে এত-তেও জীবন রেখেছিলাম। কিন্তু এখন বুঝলেম—আমার ইহকাল নষ্ট করেই তুমি তৃপ্ত নও—পরকালও নষ্ট কর্ব্বে। তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হোক্। দলিপ! এ টাকা ক'টা তুলে রাখ।

[প্রস্থান]

(কুটীরাভ্যন্তর হইতে দলিপের প্রবেশ)

দ। (টাকা কুড়াইয়া) যাঃ—উনুন ধরানো—রুটী গড়াই সার। যখনই ও পাষণ্ডের আওয়াজ পেইছি, তখনই বুঝিছি, মেহন্নত মিছে হ'ল।

(পেয়ারের প্রবেশ)

পে। (স্বগতঃ) বড় অন্যায় করিছি—রাগে বড় ছোট কথা ক'য়ে ফেলেছি। মনে কল্লে খোঁটা দিলুম। রাগের মাথায় বড় অন্যায় করে ফেলিছি। কি জানি, কেন ও লোক-টার সঙ্গে কথা কইলেই রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে যায়।

কেনই বা মত্তে ওর কাছে আসি। না এসেও তো পারিনা। ঘুত্তে ফিত্তে অন্যমনস্কে ওর কাছেই এসে পড়ি। রাগটাও আমার এদানি কিছু বেশী হয়ে পড়েছে। চব্বিশ ঘণ্টাই মনটা যেন ভার হয়ে আছে। বোধ হয় শরীর খারাপ হলে, মনও খারাপ হয়। আমার শরীর আজ দিন কতক হ'ল বিশ্রী হয়েছে। ক্ষিদে হয় না, খেতে রুচি হয় না—রাতে ঘুম হয় না। মনটাও বোধ হয়, সেই জন্যেই ভার। রাগটাও বোধ হয় সেই জন্যে বেশী হয়েছে। সে আনন্দ নেই—গান তো এক রকম ভুলেই গেছি। দিন কতক নয় পাটনা ছেড়ে কোথাও চলে যাই—ঠাঁই নাড়া হয়ে দেখি—শরীর আর মনটা যদি শোধরায়। (প্রকাশ্যে) হাবিলদার! হাবিলদার!

দ। আর হাবিলদার!

পে। (সোদ্বেগে) কেন—কেন—কি হয়েছে ?

দ। কি আবার হয়েছে— হাবিলদারকে কর্ত্তা তাঁর তাঁবু চৌকী দিতে ডেকে নিয়ে গেছে।

পে। তাই বল্। তোর বলবার রকমে আমার বুকটার ভেতর ধড়াস করে উঠে'ছ। আমি বলি, বুঝি আর কিছু।

দ। সাধে বলি ? কাল সকাল থেকে এ পর্য্যন্ত দু'দিন এক রাত হাবিলদার দাঁতে কুটো কাটেনি। আমি এই যার জোর করে রান্না চড়ালুম। রুটীও নাবলো, আর পাষণ্ড এসে মুখের গ্রাস থেকে তাকে ছিনিয়ে নে গেল।

পে। (স্বগত) আর কি চৌকীর লোক ছেল না ? আর

ছোট সেপাই এত থাকৃতে হাবিলদারের কায তাঁবু চৌকী দেওয়া? কি অত্যাচার! হা দিল্লীশ্বর আকবর সা! তুমি ধর্ম্মের অবতার! তবে তোমার রাজত্বে এ অধর্ম্ম কেন? অথবা তোমার কসুর কি—দুঃখীর সব কথা যদি রাজার কাণে উঠতো, তা হলে দুঃখও থাকত না—দুঃখীও থাকতোনা। দলিপ! তুই কাঁদচিস? লোকটা বড় গরীব, না?

দ। এত গরীব আর কাকেও দেখিনি—

পে।—কাঁদিস্ নি। সেপাইয়ের চোকে জল পড়তে নেই—লজ্জার কথা।

[দলিপের প্রস্থান।]

পে। "এত গরীব আর কাকেও দেখিনি"—সত্যি কথা। সেপাইয়ের চোকে জল আসে—এত গরীব!!

[প্রস্থান।]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

আহত-শিবির।

নবাবদীন ও অন্যান্য সৈনিকগণ।

১ সৈ। এবার বাঙ্গালা বেহারের সুবেদার হয়ে যে হিন্দু রাজা আসছেন, তাঁর নাম কি?

নবাব। রাজা টোডরমল। বাদসার পেয়ারের লোক।

২য়। যাঁরা আগে থাকতে এসেছেন, তাঁরা তাঁরই বুঝি আপনার লোক।

নবাব। বোধ হয়।

৩য়। আজ রাত্রে যে নাচ গান ভোজ টোজ হবে, তা এদেরি জন্যে বুঝি?

নবাব। নয়তো তোমার জন্যে?

১ম। তা এরাতো আজ কদিন হল এসেছে, এতদিন বাদে আজ এ সব হল কেন?

নবাব। কে একজন ওমরাহ এদের এখানে রেখেই মুঙ্গেরে রাজার কাছে চলে গিছল, সে কাল সন্ধ্যার পর পাটনায় ফিরে এসেছে—তাই এ সব ধুম ধাম হচ্ছে।

২য়। তুমি তো এই বিছানায় পড়ে রয়েছ, এত খবর পাও কোথা থেকে?

নবাব। এই যে একটু আগে এখানে সেকেন্দর মিয়া এসেছিলেন, তাঁরই ঠেঁণ শুনলেম। তোরা তখন সব ঘুমুচ্ছিলি।

(বিষণ্ণ বদন রূপরাজের প্রবেশ। সকলের সেলাম।)

রূপ। (মাটীতে উপবেশন করিয়া) কেমন আছ তোমরা?

নবাব। আগের চেয়ে ঢের ভাল। হাবিলদার! আপনার স্বর অত দুর্ব্বল কেন?

রূপ। সারা রাত্রি মহম্মদ খাঁর শিবিরে চৌকী ছিলুম, নিদ্রা যেতে পারিনি—তাই যেন একটু নিদ্রালস বোধ কচ্চি।

(প্রত্যেক অসুস্থ ব্যক্তির উদ্দেশে।) কেমন—তুমি—তুমি—তোমার গায়ের ব্যথা কেমন ?

সক। ভাল আছি।

নবাব। আপনার আশ্রয়ে হাবিলদার! কেউ মন্দ নয়।

(পেয়ারের প্রবেশ।)

পে। (রূপরাজের প্রতি) কাল না তুমি মহম্মদ খাঁর শিবিরে চৌকী ছিলে ?

রূপ। হাঁ—তারই ফেরত এই এদের একবার দেখে বাসায় যাচ্ছি।

পে। মহম্মদ খাঁর রাজত্বে হাবিলদারেরা যদি তাঁবু চৌকী দেবে, তবে যুদ্ধ করবে কারা ? হিন্দু! উপবাসে উপবাসে শরীরের সঙ্গে তোমার সাহসও ক্ষীণ হয়ে পড়েছে। হাতিয়ার ঘোরাতে ভয় হয়, না ?

রূপ। বীর হলেও, তুমি বালিকা মাত্র। ভয়ের সঙ্গে আমার এখন পরিচয় নাই। তবে আজ আমি যদি হাতীয়ার ঘোরাই, আমার জীম্মায় যে পঞ্চাশটা জীবন আছে, তাদের মৃত্যু অবধারিত, কেন না তারা আমার পেছু ছাড়বে না। তাই তাদের জন্য ডরাই—নিজের জন্য নয়। আর এক কথা—ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ, কি অবমাননা অত্যাচারের জন্য, কোন সম্প্রদায়ে—বিশেষ সৈনিক-সম্প্রদায়ে—অন্যায় দৃষ্টান্ত স্থাপন করা বিধেয় নয়।

পে। আমিও তাই বুঝেছিলুম।

রূপ। (উঠিয়া, পেয়ারের নিকটস্থ হইয়া নিম্নস্বরে।) পেয়ার! পেয়ার! একবার আমার জীবন দান করেছ, আর একটী আমার উপকার কর ভাই! তোমার নিকটা ঋণের তো আমার অন্ত নাই—সুতরাং ভিক্ষায় বাধা নাই।

পে। বল।

রূপ। আজ প্রাতঃকালে সেনাপতির শিবিরের যখন চৌকী বদল হয়, তখন আমার বন্ধুটীর নিকট শুনলেম যে মুঙ্গেরে জানিনা কেন, দু'জন সৈনিকের আজই যাত্রা করা প্রয়োজন। পথ পাঠান সমাকীর্ণ বলে কেউ নাকি যেতে অগ্রসর হচ্ছে না। সেনাপতি তোমায় স্নেহ করেন, তোমার কথা বোধ হয় অন্যথা কর্ব্বেন না। তুমি তাঁকে বলে আমাকে সেই দু' জনের একজন করে দাও। আমি আজই যদি দরকার হয়, একাকী মুঙ্গেরে যেতে প্রস্তুত আছি।

পে। একলা বা দু'জনে, একই কথা। মুঙ্গের যাওয়া আর যমালয়ে যাওয়া, একই কথা। পথে পাঠান গিস্ গিস্ কচ্ছে। কেন মত্তে চাও?

রূপ। পেয়ার! কাল আমার এমন একজন লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে, যে সে যেখানে থাকবে, আমি সেখানে কিছুতেই থাকতে পার্ব্বনা। আমাকে পাটনা ছাড়তেই হবে—যে কোন উপায়েই হোক্—

পে। সে লোক তোমার শত্রু?

রূপ। শত্রু? না, শত্রু নয়—আত্মীয়।

পে। এমন আত্মীয়, যার কাছে থাকার চেয়ে ও কবরে থাকাও তুমি ভাল বিবেচনা কর?

রূপ। (পেয়ারের দুই হাত ধরিয়া) এ উপকারটী আমার কর—আমি চিরজীবন তোমর গোলাম হ'য়ে থাক্‌ব।

পে। তা থাক্‌বে বটে—কিন্তু আমার গোলামের মালিকানী বেশী দিন কত্তে হবে না। আজ রাত নাগাতই শেষ হবে। পাঠানের ছোরায় মত্তে এতই ইচ্ছে হয়েছে?

রূপ। আপনার ছোরা গলায় বসানর চেয়ে পাঠানের ছোরা মন্দ কি? তুমিই বলেছিলে, মৃত্যু যোদ্ধাদের পাগড়ীতে গোঁজা থাকে—

পে। নিশ্চিন্ত থাক—আমি তোমার অনুরোধ পালন কর্বার চেষ্টায় চল্লুম। যতক্ষণ ফিরে না আসি আমার অপেক্ষা কোরো। (স্বগতঃ) বীরের মৃত্যুই স্বর্গ—সে স্বর্গের দোর যদি ওর নিকটই হয়ে থাকে, আমার সহায়তায় যদি সে তা'আয়ত্তই কত্তে চায়, কেন আমি সহায় হব না? (দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত) তবে যাই।

[প্রস্থান।]

রূপ। হতভাগা! এখানেও স্থির থাকতে দিলিনি। এ জীবন—তাও ধারণ কত্তে দিলিনি। আমাকে পালাতে হচ্ছে তোর জন্তে—আমার জন্তে নয়। যদি তোর চোখে পড়ি, যদি তুই আমার চোখে পড়িস্, তা হ'লে তোর

হবে কি—তুই হবি কি ? হতভাগা ! এখানে এত দুঃখের জীবন—তাও রাখ্‌তে দিলিনি।

(আহার সামগ্রী ও পুষ্পাদি লইয়া দুইজন ভারির প্রবেশ।)

১ম ভা। হাবিলদার গরীব সিং !

রূপ। হাঁ— কোথা থেকে আস্‌ছ—রাণী—

২য় ভা। রাণী এই সমস্ত খাবার দাবার ফল ফুল সব তোমার রোগীদের জন্য পাঠিয়েছেন—

(ভারিগণের দ্রব্যাদি রক্ষণ।)

রূপ। আমার শত কোটী ধন্যবাদ রাণীকে জ্ঞাপন কর্বে। দয়াময়ী—তাঁর অসীম দয়া। আমার রোগী সৈনিকদের নাম করে বোলো, তাঁর প্রসাদে তারা আজ উদর পুরে খেয়ে বাঁচবে।

[ভারিদ্বয়ের প্রস্থান।]

রূপ। নবাবদীন ! আস্তে আস্তে একবার ওঠ। খাবার সব ওদের এখন কিছু ভাগ করে দাও। বাকী রেখে দাও, সময়ে দেবে। আহা কি সুন্দর ফুল ! এস দেয়ালের চারদিকে টাঙ্গাই, সুগন্ধে মন প্রফুল্ল হবে।

(উভয়ের তথা করণ।)

(পাগলাকে সঙ্গে লইয়া পেয়ারের প্রবেশ।)

পে। (রূপরাজের প্রতি) এই নাও সাহেব ! মুঙ্গেরের

সেনাপতির নামে এই পত্র। বলতে পারিনা, তুমি—কি তোমার সঙ্গী—কি এই পত্র—এ তিনের একও মুঙ্গেরে পঁহুছোবে কি না।

রূপ। (পাগলার হাত ধরিয়া) রংরাজ তুমি? প্রিয়বন্ধু! তুমি আমি একত্র যাব? মহম্মদ খাঁকে ধন্যবাদ করি—অন্ততঃ তার এ সদ্ব্যবহারটুকু আমার স্মৃতিতে গাঁথা থাকবে।

পা। দিব্বি থাকা গেছে বাবা! পাগলা ব্যাটা আপনার প্রিয়বন্ধু! বেশ!!

পে। (রূপরাজের প্রতি) সাহেব! আদোব কায়দাটা দু'জনে পথে চালিও। তোমাদের সেনাপতির হুকুম, তোমরা এখুনি যাত্রা কর। তবে আমি অনেক বলে কয়ে দু' ঘণ্টার সময় তোমাদের জন্য নিইছি। সেটা যদি আদোব কায়দায় কাটাও, তাহলে গেল দু'দিন তোমার খাওয়া হয়নি, আজ ও হবেনা। আর আজ না হলে, হয়তো এ জন্মেই আর না হতে পারে।

রূপ। পেয়ার! বন্ধু! বাঁচি মরি, তোমার ঋণ আমার চিরস্মরণীয়। মলে দুনিয়ার কিছু মনে থাকে না, কিন্তু তোমার ঋণ মৃত্যুও আমাকে ভোলাতে পার্ব্বেনা।

পে। (নবাবদীনের প্রতি) ফলে ফুলে আজ যে তোদের ঘর ছয়লাপ!! নবাবদীন! হাবিলদার চলে গেলে তোদের উপায় কি হবে—কে তোদের এমন ফলে ফুলে যত্নে ডুবিয়ে রাখ্‌বে?

রূপ। তুমি রাখ্‌বে। আমি ক'দিনের? তুমি যে এদের চিরদিনের। আর এ ফুল ফল, খাবার দাবার, আমার দেওয়া নয়, আমি কোথায় পাব? আমার অনুরোধে এক গরীবের বন্ধু, দুর্ব্বলের দয়াময়ীর, প্রদত্ত।

পে। (ভ্রু-কুঞ্চিত করিয়া) সে কে সাহেব?

রূপ। রমণী রত্ন—রাণী রোহিয়ানা।

পে। (উগ্রস্বরে) হাবিলদার! দিল্লীশ্বরের সৈনিকেরা কি কাঙালী, না দিল্লীশ্বর কাঙাল, তাঁর নফরদের তাঁর খাওয়াবার তাকুত নেই যে, পরের কাছ থেকে তুমি তাদের জন্য খাবার ভিক্ষা কর। তোমার রাণীরা গরীবের কেড়ে, গরীবের মাথার ঘাম পায়ে-ফেলা ধনে রাণী, তোমার অনুরোধে, ভিক্ষায় তার এঁটো কতকগুলো ফল ফুল পাঠিয়েছে। পাঠিয়েছে কাদের সেটা স্মরণ রাখ? যাদের কাছে বাদসা কৃতজ্ঞ, যাদের গৌরবে বাদসার গৌরব, যাদের তেজে পৃথিবী কম্পান্বিত। সেই অদম্য বীর পুরুষেরা তোমার অসার অকর্ম্মণ্য "সোনার ময়ূরের" উচ্ছিষ্টের উপযোগ্য? তুমি আর সে হয় তো একজাত, তার উচ্ছিষ্ট পেলে তুমি আপনাকে ধন্য ভাবতে পার। কিন্তু এই সমস্ত মহাপুরুষ, এই রুগ্ন দরিদ্র বাচ্ছাদের শক্তি কত, তেজ কত, সম্ভ্রম কত, জান? ভারত সাম্রাজ্যের মত সাম্রাজ্য এরা গড়ে ভাঙ্গে। এদের ইঙ্গিতে কত সাম্রাজ্য, কত সম্রাট, ওঠে বসে। এরা একটা চীনের পুতুলের উচ্ছিষ্ট-প্রত্যাশী? যদি তা

হয় তো এদের ধিক্! ঐ রোগে যেন এদের শেষ হয়। মোগল সৈনিকের কলঙ্ক হয়ে এরা যেন আর না বেঁচে থাকে। তোমাকেও ধিক্! কত পাপ, কত গ্লানির, পরিণাম-ফলে হয় তো এই দুরবস্থায় পড়েছ—পড়ে এত হীন হয়েছো যে, হীনতাকে গৌরব ভাব—অনুগ্রহে অহঙ্কৃত হও।

রূপ। পেয়ার! পেয়ার! শোন—তুমি পাগলের মত বলছ।

পে। পেয়ার শুনবে কি সাহেব? তোমার উচ্ছিষ্ট-আহরণের বিবরণ? এই মাত্র তোমার মৃত্যু-মুখে যাবার অনুরোধ রক্ষা করা সম্বন্ধে ইতস্ততঃ কচ্ছিলেম। কিন্তু এখন ভাবছি, তোমার অনুরোধ রক্ষা করেছি, ভাল করেছি। যদি প্রকৃতই তোমার মৃত্যু হয়, জগতের শ্রেষ্ঠ সেনা—মোগল সেনার অধঃপতনের ভয় ঘুচবে।

[প্রস্থান।]

পা। দিব্যি থাকা গেল বাবা! রাগের মাথায় পেয়ার বাপের তো খাসা সংস্কৃত অক্ষর মুখ দে বেরোয়। এ সবের ব্যাপারটা কি বলুন তো?

রূপ। রাণী রোহিয়ানা বলে এক মহিমাময়ী রমণী এই সকল দ্রব্যাদি আমার অনুরোধে, আমার রুগ্ন সৈনিকদের জন্য প্রেরণ করেছিলেন। জানিনা কেন, রাণীর নামে পেয়ার উগ্রমূর্ত্তি। এ সমস্ত তাঁর পাঠানো বলে, ওর অত গাত্রদাহ। গাত্রদাহের কারণ কি, তাতো বুঝতে পারিনা।

পা। কারণ কি আপনি না বুঝুন, আমি বুঝেছি। পেয়ার মা আমার আপনার পিরীতে দিব্ব আছেন!! কাযেই অন্য সেই মেয়েমানুষের ওপর হিংসের এই গায়ের ঝাল। রূপরাজ সিংহের দিল্লির কথা মনে করুন না। কোন্ মেয়েমানুষ তাঁকে এড়াতে পারে বাবা!

রূপ। (সোদ্বেগে) রংরাজ! রংরাজ! পাগলামীর স্থান বা সময় এ নয়।

পা। সামলে গিছি বাবা! চলুন।

রূপ। চল। নবাবদীন! ভাই! যে কদিন মুঙ্গের থেকে না ফিরি—বিদায়!! পেয়ারকে আমার ওপর রাগ কত্তে মানা কোরো। আমার যদি অপরাধ হয়ে থাকে, আমাকে ক্ষমা কত্তে বোলো। পেয়ারকে ঠাণ্ডা কোরো। পেয়ার ভিন্ন তোমাদের কেউ নেই। ও কিসে রাগে, কখন রাগে, কিসে ঠাণ্ডা হয়, কখন ঠাণ্ডা হয়, আমি ঠিক বুঝতে পারিনা বলে, গোল করে ফেলি। তোমরা বোঝ—বুঝে ওকে ঠাণ্ডা কোরো। ও রাগলে কারও নয়, ঠাণ্ডায় সকলের, বিশেষ অনাথের। ওকে ঠাণ্ডা কোরো।

নবাবদীন ও অন্যান্য সৈনিক। কবে আসবে হাবিলদার?

রূপ। ঠিক বলতে পারিনা। ভগবান আনালেই আসব।

নবাব। আমাদের ভুলোনা—শীগ্‌গির এসো।

রূপ। মরলেও তোমাদের ভুলবো না।

[প্রস্থান।]

নবাব। হা ভগবান! গরীবের আশ্রয় কাড়তে তোমার কেন এত অভিলাষ?

—ঃ—ঃ—

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

সামিয়ানা-নিম্নে আলোক-সজ্জিত সভামণ্ডপ।

(মহম্মদ খাঁ, মুসীম, সেকেন্দার, ও সৈনিকগণ ও তৎসমক্ষে নর্ত্তকিগণ আসীন,—এবং পেয়ারের পাদচারণা।)

মুসীম। (নর্ত্তকীগণের প্রতি।) যত ক্ষণ না কুমার বাহাদুর আসেন, ততক্ষণ তোমরা একটু বিশ্রাম কর। তিনি ও আসেন, আর বিলম্ব নাই।

পে। (পাদচারণা করিতে করিতে, স্বগতঃ) আমরা এখানে নাচে গানে পাগল, আলোয় কুরকুট্টি, আর এম্নি সময় অন্ধকারে—কত ক্রোশ দূরে—ময়দানে ময়দানে, নক্ষত্রের ঝিকিমিকিতে আর পাঠানদের তলওয়ারের চক্‌চকানিতে পথ দেখে, অবসন্ন শরীরে ঘোড়া ছুটিয়ে সে চলেছে; এখনও চলেছে—কি জন্মের মত মাটী নিয়েছে, কে বলতে পারে?

সেকে। কুমার বাহাদুর এখানে এখন থাক্‌বেন?

মহ। আমাকে বল্লেন ৩.৪ দিনের ভেতরেই যাবেন। রাজা টোডরমলের হুকুম, যে অবধি তিনি বা তাঁর প্রেরিত অন্য লোক এখানে না আসেন, তত দিন আমাদের সর্ব্ব বিষয়ে রাজা মালঞ্চনাথের হুকুম তামিল কত্তে হবে।

মু। রাজা মালঞ্চনাথ অতি সজ্জন।

ম। খাসা লোক !! আর মাথাও বড় সাফ। এক আঁচড়েই ঐ পাজী কাফের হাবিলদারটাকে চিনে নিয়েছেন।

মু। তার কথা ছেড়ে দিন। দুনিয়ার কর্ম্মে আজ তার নিশ্চয় অব্যাহতি হবে। পাঠানরা সে দুটোকেই আজ টুকরো টুকরো কর্ব্বে।

মহ। (স্বগতঃ) আল্লা তাই করুন—বেছে বেছে সেই ভেবে ঐ দুটোকেই পাঠিয়েছি। (প্রকাশ্যে) নিজের ইচ্ছেয় গেছে—তার যাওয়ার ব্যাপারের সঙ্গে আমার কোন সংশ্রব নাই।

মু। সময় হলে মরণ আপনি এসে ডাকে।

[মোহান্তমলের প্রবেশ—সকলে দণ্ডায়মান। মোহান্তমলের উপবেশন—সকলের উপবেশন]

নর্ত্তকীগণের নৃত্যগীত।

ভালবেসে বরষে অনল—
সে অনলে নিত্য জ্বলে রবি-প্রাণা তবু কমল !!

প্রেমের তো পোড়াই হ'ল জ্ঞান,
পোড়াক্—তবু চোখে চোখে থাক্—যায় যাবে যাক প্রাণ—
ভালবাসার না হয় অপমান;
সুধা চাই—নাই যদি পাই—পাই যদি গরল;
(তাও) তারি হাত-তুলে দেওয়া—তাই কত মঙ্গল!!

[নর্ত্তকিগণের প্রস্থান।]

মহ। রাজা মলঙ্গনাথ এলেন না কেন?

ম। মালীর শরীরটা একটু অসুস্থ হওয়ায় আমিই তাকে আসতে নিষেধ কল্লুম।

পে। (স্বগতঃ) কার জন্যে এখানে থাকতে পাল্লেনা? বল্লে এমন একজন কে এখানে এসেছে, সে থাকলে সে থাকতে পার্ব্বে না। এই কি? এও তো একজন অচেনা। যাই দেখি, কাছে গিয়ে দাঁড়াই—যদি কিছু বা'র কত্তে পারি। বল্লে আত্মীয়—কিন্তু কেমন আত্মীয়, যে তার কাছে থাক্‌বার ভয়ে মত্তে চোলে গেল—

ম। (পেয়ার উদ্দেশে) ও ছোকরা কে?

মহ। যুবক-বেশিনী এক মহা বীর-যুবতী!!

মহি। ওহো! ওই সে? ওর নাম দিল্লিতে পৌছেছে। ওতো রূপে গুণে সমান—সুন্দর শ্রী।

(পেয়ারের মোহাস্তমলের নিকট আগমন ও উপবেশন।)

পে। (মোহান্তের প্রতি) তোমার নাম কি?

ম। আমার নাম মোহান্তমল।

পে। (হাসিয়া) মোহাম্মদ ? বেশ বিদ্‌কুটে নাম তো !! তুমি কি কর ?

ম। তুমি যা কর। দরকার হলে যুদ্ধ করি। বাদসার অসংখ্য সৈনিকের ভেতর আমি একজন সৈনিক্।

পে। তোমার হালের পায়া কি ?

ম। বাদসার শরীর-রক্ষক।

পে। বটে ? খুব উঁচু পায়া—

মহ। পেয়ার ! কুমার বাহাদুর নিজে কত উঁচু, তা তোমাকে বলেন নি ?

পে। বলেও কায নেই। উঁচু ফুঁচু আমি বুঝি না। মানুষ বুঝতে গেলে, তার জামা জোড়া খুলে নিছক মানুষটাকে ওজন কত্তে হয়—তবে তাকে বোঝা যায়।

মহ। রাজা টোডর—

পে। রাজার কথা ছাড় মিঞা ! এমন অনেক রাজা আছে, তাদের ন্যাজা বাদ দিলে তারা মানুষের ভেতর দাঁড়ায় না, জানোয়ারের ভেতর পৌঁছোয়। আবার এমন অনেক রাজা আছে, যারা মধ্যে মধ্যে সৈনিকের কুর্ত্তি পরে আমাদের ভেতর ঘোরে, আপনার অসার জীবন বিসর্জ্জন করবার জন্যে।

ম। হক্ কথা বলেছ বিবি ! তোমার ঐ কথায় আমার এক কথা মনে পড়ে গেল—তোমাদের পাটনার ছাউনিতে গরীব সিং বলে কেউ হাবিলদার আছে ?

সে। কুমার সাহেব! আছে। একজন অসাধারণ বীর—একজন প্রকৃত—

মহ। সেকেন্দর সা! থাম। (স্বগতঃ) ব্যাটা এতক্ষণ কোন ময়দানে চার ভাগ হ'য়ে পড়ে আছে। (প্রকাশ্যে) একটা ঐ নামে সেপাই আছে বটে, সে কি আপনার পরিচিত ?

ম। পরিচিত ? আমি কখন তাকে চক্ষেও দেখিনি। কিন্তু আমি শুনিছি সে নাকি ছদ্মবেশী—কোন বড় লোক ছদ্মবেশে আপনার অপঘাতের আশায় সৈনিক সেজে আছে।

মহ। হতে পারে। ও রকম অনেকে আমাদের ভেতর আসে যায়—কে কার খবর রাখে কুমার ? (বিদ্রূপ স্বরে) তবে তার কথা, আমাকে না জিজ্ঞাসা করে পেয়ারকে জিজ্ঞাসা করুন, ও বেশী বল্‌তে পার্ব্বে। পেয়ার এক দিন আমায় বলছিল, তার নাকি নবাবদের মতন আদব কায়দা—

পে। (মোহান্তমলের প্রতি) হাঁ সাহেব! তার আদব কায়দায়, কথা বার্ত্তায়, প্রথমে আমার ব্যাজার বোধ হয়েছিল। তার চাল চলন সব মানষের মতন—(মহম্মদ খাঁর দিকে কটাক্ষ করিয়া) আমাদের বাঁদর নে এখানে ঘর করা অভ্যাস ; কাযেই তার সে রকমটা প্রথম প্রথম আমার কেমন কেমন ঠেক্‌তো—

ম। সে গরীব সিংএর কি প্রকৃতই কোন বিবরণ আছে?

পে। এখানে সে অতি অল্প দিনই এসেছে। তবে এরই মধ্যে সে রক্তের কালীতে তলোয়ার ডুবিয়ে নিজের একটা বিবরণ লিখেছে বটে, সে বিবরণ সত্যই সুন্দর। তা' ছাড়া তার আর কোন বিবরণ আছে কিনা জানিনা—আর তা' ছাড়া অন্য বিবরণ তার জানবার আমাদের দরকারও নেই।

ম। প্রকৃত কথাই বলেছ। আমার এ সব জিজ্ঞাসার তাৎপর্য্য এই,আমি পাটনায় পৌঁছে প্রথম যখন সেনাপতি মহম্মদ খাঁর শিবিরে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কত্তে আসি—তখন সে শিবির-কক্ষে কয়েক খানি মনোহর চিত্র দেখে আকৃষ্ট হই। সেনাপতি আমার আগ্রহ দেখে, সে ক'খানি আমাকে অনুগ্রহ করে দান করেন। শুনেছি সে গুলি তাহারই প্রণীত। আমার এক আত্মীয়া তার সেই চিত্র দর্শনে মুগ্ধা হয়ে আমাকে অনুরোধ করেন, তার সঙ্গে সাক্ষৎ করি—এবং তার যদি কোন উপকারে আসি, তার চেষ্টা করি।

মহ। (স্বগতঃ) তার উপকার যা করবার তা পাঠানেরা এত ক্ষণ করেছে—আপনার আর তার উপকার কত্তে ব্যস্ত হবার প্রয়োজন নাই।

পে। (রাগান্ধ স্বরে) হুঁ—তোমার সে আত্মীয়া কে, সেই "সোনার ময়ূর" ?

ম। (বিরক্ত হইয়া) তুমি কার কথা বলছ, আমি বুঝতে পাচ্ছি না

পে। বুঝতে পাচ্চ না? সে সোনার ময়ূর ছাড়া এখানে তোমার আর কে আত্মীয়া থাকতে পারে, আমিও তা' বুঝতে পাচ্চি না। সে গরীবের ছবিগুলি অনুগ্রহ করে নিয়ে, গোটা কতক টাকা পাঠিয়ে দিয়ে তাকে যথেষ্ট অপমান করেছে। আমার বাচ্ছাদের তার উচ্ছিষ্ট পাঠিয়ে দে যথেষ্ট অপমান করেছে। সে গর্ব্বিতার এত অহঙ্কার—সে ভাবে যেন এ সব করে সে সকলকে অনুগ্রহ করেছে। আর সেই মূর্খটার এমন নীচ স্বভাব, যে সে রাণী রোহিয়ানা বলতে অজ্ঞান। রাণী রোহিয়ানা সরু গলায় ঢং করে যদি বলে—তোমার গলায় ক্ষুর বসিয়ে দিই এস—সে একেবারে করুণায় ডুবে গিয়ে ভাবে, রাণীর কি মায়ার শরীর!!

ম। (উচ্চ কণ্ঠে) বিবি! তুমি স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোক—যে অবস্থার স্ত্রীলোক হোক্—পুরুষের মান্যা। কিন্তু তুমি তোমার জাতিত্বের সীমা লঙ্ঘন কচ্ছ আমি অনুমান করি। রাণী রোহিয়ানা আমার ভগ্নী—সোদরা। তুমি কোন সাহসে, একটা ইতর নামের সঙ্গে আমার ভগ্নীর নাম সংশ্লিষ্ট কত্তে সাহস কর?

পে। সাহস করি? সাহেব! এ তুচ্ছ কথায় "সাহস" কথার অপমান কোরোনা। অসাহস কাকে বলে আমি শিখিনি —জানিনা। তোমার ভগ্নীর রাণীগিরি আমি লুটতে

যাচ্ছি না, যে সাহস আসহসের কথা তোল। তোমার ভগ্নীকে আমার নাম করে বোলো, যে বাদসার সৈনিকদের তার উচ্ছিষ্ট পাঠালে তাদের অপমান করা হয়। তাকে বোলো - যদি সে ছবিগুলো আমার হোতো, আমি সে গুলো তাকে দেবার আগে টুকরো টুকরো করে উনুনের ভেতর ফেলে দিতুম।

সুসীম। পেয়ার! পেয়ার! কি কর—চুপ কর—ছি ছি! একি ছেলেমানুষী—

ম। (হাসিয়া) বিবি সাহেব! তোমার সঙ্গে তর্ক করা আমার সঙ্গত নয়। আমার ভগ্নী তোমাদের সে সৈনিকের অবস্থা শুনে, তার প্রতি দয়া বশতঃ আমাকে তার বিষয় অনুসন্ধান কত্তে বলেছিলেন। এতে তোমার রাগ হওয়া উচিত—না যদি তোমার সে সৈনিকের মঙ্গলে আস্থা থাকে, রাণীকে ধন্যবাদ করবার কথা?

পে। সাহেব! তোমার ভগ্নীর দয়ার শরীর সন্দেহ নাই। কিন্তু তার দয়ায় যাদের দরকার, তাদের দয়া কত্তে বোলো—বিনি দরকারে দয়ার খয়রাত কত্তে বারণ কোরো। বাদসার সৈনিকেরা এত বড়—এত উঁচু—যে তারা কারও দয়ার প্রত্যাশী হওয়ার চেয়ে, মরাটা বোঝে ভাল। যে হাবিলদারের কথা হচ্ছে, তাকে আমি খুব ভাল জানি। সে একবার কেন—দু' তিনবার যুদ্ধের ময়দানে মৃত্যুমুখে পড়েছিল। তার মৃত্যুমুখে পড়া আশ্চর্য্য নয়—সে আমাদের ভেতর অনেকের

মতন যুদ্ধের ময়দান থেকে পালাতে শেখেনি। একবার যখন মরণাপন্ন, পিপাসায় তার ছাতি ফাটছে—তখন দেখিছি, একটু জল আমার কাছে ছেল—যেখানে পড়েছিল সেখানে জল পাওয়া যায় না—তাকে সে জল দিতে গেছি, সে তা' না খেয়ে তার এক চিরশত্রু আহত হয়ে সেখানে পড়ে "জল জল" কচ্ছিল, আপনি না খেয়ে সে জল তাকে খাইয়েছে—এত বড় উঁচু সে। সাহেব! কে তুমি—তোমার ভগ্নীই বা কে—মানুষ হিসেবে তার কাছে তোমরা কে—যে তাকে দয়া কত্তে আস? সে বড় লোক—এখানকার জীবন তার পক্ষে প্রতি মুহূর্ত্তে নরকাগ্নি সদৃশ আমি বুঝতে পেরেছি, কিন্তু একদিনের তরেও তার মুখে কেউ "আহা উহু" শোনেনি। হাজার তাচ্ছিল্য, হাজার অপমান, হাজার অত্যাচার, হাজার অবিচার, সে মুখ বুজিয়ে সহ্য করে। এই আজ সকালে—লোকে যেমন আনন্দে অনেক দিনের পর শ্বশুর বাড়ী যায়—সে তেমনি আনন্দে মত্তে গিয়েছে। তাকে দয়া কর সাহেব তুমি? তোমার ভগ্নী? তোমার ভগ্নীকে বোলো, তাকে দয়া না ক'রে তাকে মান্য কত্তে। আর তুমি সাহেব! যেই হও, তার সহস্র গুণের একাংশও তোমাতে দেখ্‌লে, তোমাকে আমি মান্য করবো—সেলাম!

[প্রস্থান]

ম। এ তো পাগল দেখ্‌ছি। হা-হা-হা!! এ কি সে লোকটার অনুরাগিনী?

সে। কুমার! ওর কথা ধর্‌বেন না। এক হিসেবে পেয়ার পাগল বটে। সে এখানে নেই, তাই তার দিকে হয়ে অত কথা বল্লে—থাকলে তাকেই হয় তো অকথ্য গালা-গালি দিত।

মহ। তা' হলেও এ অসহ্য। স্ত্রীলোক বটে, কিন্তু পুরুষের তো ধৈর্য্যের সীমা আছে—কুমার বাহাদুর অতি উদার প্রকৃতি, তাই—আর কেউ হলে—

ম। (স্বগতঃ, ছি ছি! রোহিয়ানার অদ্ভুত প্রকৃতি। যে দয়ার অযোগ্য তার প্রতি দয়া, আর দিল্লীর বার আনা আমীরের সন্তান তার দয়া প্রার্থনা করে, তাদের নিকট পাষাণী। স্ত্রীলোক বলে নীরব থাকতে হলো—নইলে আমি বোঝাতুম। যাক্, কার ওপর রাগ করি—আমিও কি পাগল। একটা পশু-শাবক মাত্র—তার ওপর ক্রোধ।

মহ। কুমার বাহাদুর! ও কথা ভাব্‌বেন না। সে একটা অকর্ম্মণ্য সৈনিক। গুণের মধ্যে লম্বা লম্বা কথায় মূর্খ লোকদের আপনি বড় বলে বোঝাতে পারে। বহুক্ষণ এসেছেন—চলুন, আপনার বিশ্রামের সমস্ত আয়োজন হয়েছে।

——

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

প্রান্তর-মধ্যস্থ পথ।

(অশ্বপৃষ্ঠে রূপরাজের প্রবেশ। অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া ও অশ্ব বৃক্ষে বাঁধিয়া)

রূপ। (ঈষৎ আহত দেহ) গেঁজা, গেঁজা, ছড়টা ছাড়টার ওপর দে যে পাঠানদের দল ছাড়িয়ে আসতে পেরেছি— এই আশ্চর্য্য। যে রকম করে ঘিরেছিল, তাতে পরমায়ু নিতান্ত দীর্ঘ বলে বেঁচে আসা গিয়েছে—নইলে ফেরবার কথা নয়। কি বল রংরাজ! এখন ভোর হয়ে এসেছে, মুঙ্গেরও কাছিইছি—দিনের বেলা ততটা আশঙ্কা নাই; কি বল—(উত্তর না পাইয়া—বৰ্দ্ধিত স্বরে) রংরাজ! রংরাজ! বেচারা পেছিয়ে পড়েছে। আর অপরাধই বা কি? যে অন্ধকার আর কুয়াসা—কোলের মানুষ দেখতে পাওয়া যায় না! রংরাজ আসছ? (উচ্চৈস্বরে) রংরাজ আসছ? (উত্তর না পাইয়া) দেখতে হ'ল—আবার কি পাঠানদের পাল্লায় পড়লে? না, তা হলে তো আমি শুনতে পেতুম। কি হ'ল. একটু এগিয়ে দেখি।

(প্রস্থান ও ঈষৎ বিলম্বে রক্তাক্ত-কলেবর অবসন্ন-দেহ পাগলাকে অতি সাবধানে ধরিয়া পুনঃপ্রবেশ)

(পাগলাকে বসাইয়া) কখন হ'ল? কখন এমন কাণ্ড কল্লে? হা ভগবান! হা ভগবান! শাস্তির আমার শেষ কোথায়?

পা। বাবা! চুপ করুন—চুপ করুন। আমাকে এখানে শুইয়ে দিন—আপনি পালান—ব্যাটারা তেড়ে পেছনে আস্‌ছে। আমি দিব্বি থাকব এখন।

রূপ। কখন এমন হ'ল রংরাজ? আমি তো কিছু টের পাইনি। আমি জানি তুমি আমার পেছনেই আসছ।

পা। আমি আপনাকে টের পেতে দিইনি। (আপনার বক্ষস্থল দেখাইয়া) এইখেনে একটা বর্ষা সজোরে বিঁধে এ ফোঁড় ওফোঁড় হয়ে যায়। আমি যদি তখনি পড়ি তো আপনারও প্রাণ যায়, কেন না আপনি আমাকে ছেড়ে নড়বেন না—তাই খানিকটা আপনার পেছনে ছুটলেম—তার পর জ্ঞান থাকতে থাকতে ঘোড়া থেকে নেবে ঘোড়াটাকে ছেড়ে দিয়ে ঐ খেনে শুয়েছিলুম। দিব্বি থাকা গিছল। ভাবছিলুম আপনি সকাল হবার আগে আমার খোঁজ কর্ব্বেন না। আর সকাল নাগাদ আমি ও থাকবো না। (ক্ষীণস্বরে) বাবা! আপনার পায়ে পড়ি, আপনি আমাকে ছেড়ে পালান।

রূপ। হায়! হায়! কি করি—কারে ডাকি—কেমন করে তোমাকে বাঁচাই।

প। আমাকে বাঁচাবেন? হা—হা—হা—আমাকে ব্যাটারা একেবারে সাব্‌ড়ে দিয়েছে। দিব্বি থাকা গেছে বাবা।

আমাকে কেউ বাঁচাতে পার্ব্বে না। আপনি পালান—আপনার পায়ে পড়ি আপনি পালান।

রূপ। আর পাগল কোরোনা রংরাজ! আমাকে আর বেশী পাগল কোরো না। প্রিয়তম বন্ধু! অভাগ্যের সর্ব্বোচ্চ আত্মীয়! তোমাকে আমি ছেড়ে যাব? নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য? তুমি আমাকে বিপদে কখনও ছেড়েছিলে? এ অবস্থা তোমার আজ কার জন্য? কার জন্য তুমি আজ এই রুক্ষ প্রান্তরে মরণাপন্ন? কার জন্যে তুমি এই বীভৎস জীবন এতদিন যাপন করে এলে? তোমাকে এ অবস্থায় ছেড়ে পালাব আমি?

পা। (রূপরাজের পায়ে হাত দিয়া) আপনার পায়ে পড়ি, যান। আমাকে ও সব কথাগুলো বলবেন না—আমার কাণে কেমন ঠেকে। বেশী কথা কইতে পাচ্ছি না—নইলে বোঝাতুম, আপনার কাছে আমি কত ঋণী।

রূপ। (পাগলাকে আলিঙ্গন করিয়া) প্রিয়তম! কেন তোমাকে নিয়ে এলুম? কোথায় নিয়ে এলুম—হায় হায়!! কি কত্তে নিয়ে এলুম—কি কত্তে নিয়ে এলুম!! আমিই তোমার যম—তোমার সুখের যম, শান্তির যম, তোমার জীবনেরও যম। যম তোমার যম নয়, বাবা! তোমার যম আমি

পা। (ক্ষীণতর স্বরে) বাবা! বাবা! অমন কথাগুলো আমায় বোলোনা। আমি তা' হলে সুখে মত্তে পার্ব্বোনা। আমি তোমার কাছে যে অবস্থায় থাকতুম, তাই আমার

স্বর্গ বোধ হ'ত। আমার মরণ এই রকম যেন হয়, আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা কত্তুম। ছি! ভুগে মরা কি ভাল? বাবা! পায়ের ধূলো আমার মাথায় দাও। আর কথা কইতে—

রূপ। বাবা! বাবা! আর কথা কইবে না? আর আমার সঙ্গে কথা কইবে না? ওঃ—আজ কি কাল প্রভাত আমার!! বাবা! বাবা!

পা। বাবা! কেঁদনা। দেখ আমি হাস্‌তে হাস্‌তে মচ্চি। বড় সুখে—[বিলম্বে] তবে একটু দুঃখু—দেশে তোমার নে ফিরে যাওয়া আমার ভাগ্যে হ'ল না—সকলকে বলা হ'লনা—কাদের জন্য তুমি এত সহ্য করেছ। [বিলম্বে] তুমি দেশে যেয়ো—সকলকে বুঝিয়ো। তুমি কই—আমার সুমুখে এস— দাঁড়াও। চোখে—দেখতে—পাচ্ছিনা—বাবা!

[মৃত্যু।]

রূপ (শবের উপর পড়িয়া) কেন বাবা! কেন বাবা! কোথায় গেলে? আমাকে কখন ছাড়নি—আজ কেন ছেড়ে গেলে? কোথায় গেলে—বাবা! আমার মুখ দেখা তোমার ঘুচ্‌লো, তুমি বাঁচলে—পরম শত্রুর হাত থেকে বাঁচলে। কিন্তু আমার কি হ'ল—কি লোকসান হ'ল—কি রত্ন আমি আজ হারালুম।

(উঠিয়া বসিয়া)

কি করি—কাঁদবার সময় অনেক আছে—এখন আমার

প্রিয় বন্ধুর সদ্গতির কি করি। এখনই পাঠানেরা আস্‌বে—আসুক—আমাকে মারুক, তার দুঃখ নাই—কিন্তু যার আমার জন্তে এ দশা—আমার জন্তে যে সর্ব্বত্যাগী—তার সদ্গতি না করে আমার মৃত্যু হলে, সে মৃত্যুতেও আমার শান্তি হবে না। ভাবনার সময় বড় অল্প।

(শব উত্তমরূপে বস্ত্রাবৃত করিয়া অশ্বোপরি রক্ষা করিয়া আপনার অশ্বে আরোহণ)



পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রোহিয়ানার কক্ষ।

মহান্তমল্ল ও রোহিয়ানা।

মহিন। তোমার সেই পোটো সেপাইকে খুঁজেছিলুম, বার কত্তে পাল্লুম না। তার কথা পেড়ে যতদূর বুঝ্‌লুম, তাতে লোকটাকে একটা গোটা বীর বলে বোধ হয়। মুঙ্গেরের খবর আর পাইনি। রাজা ৩।৪ দিনের ভেতর তোমাকে নিয়ে আমাকে সেখানে যেতে হুকুম করেছিলেন, যাব যাব কচ্চি—একটা না একটা বিঘ্ন উপস্থিত হয়ে যাওয়ার ব্যাঘাত কচ্ছে।

রোহি। তার দ্বারায় বুঝব কি এখান থেকে প্রস্থানের বিলম্ব আছে ?

মোহিন। তিনি লোক জন না পাঠালে তো যেতে পারিনা, বিশেষ তুমি সঙ্গে। যদিই বিলম্ব হয় তো দু'পাঁচদিনের বেশী নয়। যাক, সে পোটোকে খুঁজতে গিয়ে এক ব্যাঘ্র-শাবকের কোপে পড়েছিলুম।

রোহি। (হাসিয়া) কি রকম ?

মহিন। সে এক রহস্য! পেয়ার বলে এখানকার ছাউনিতে এক যুবক-বেশিনী বীর যুবতী বাস করে। তার বীরত্ব এবং সাহস অসীম। বাদসার দরবারে তার নাম পৌঁচেছে। আমি প্রথম দিল্লিতেই তার কথা শুনি। আকারে অসামান্যা রূপসী, ব্যবহারে দুর্দ্দান্ত সেপাই, ইঙ্গিতে ঐ যা বল্লেম—ব্যাঘ্র-শাবক, বন্য অমিত-তেজস্বিনী—আর ঐ চিত্রকরের অনুরাগিণী। আমি যেই তার কথা উত্থাপন করেছি, অমনি দৃপ্তা সিংহীর মত তার প্রিয়ের অমঙ্গল আশঙ্কায় একেবারে আমায় আক্রমণ। আঠার ঘার ভয়ে আমি নির্ব্বাক, অবিলম্বে রণে ভঙ্গ দিলুম। তোমার ও সব নীচের সংশ্রব বা সান্নিধ্য পরিহার করা উচিত।

রোহি। তোমার শেষ কথাগুলোর আমি অর্থ গ্রহণ কত্তে পাল্লেম না। আমি এখানকার সেপাইদের নিমন্ত্রণও করিনি, তাদের ভোজে তাদের নিমন্ত্রণে পাত পাড়তেও যাইনি। প্রতিভার পরিচয় সর্ব্বদা এবং সর্ব্বত্রই পূজ্য—বিশেষ প্রতিভাবান যদি হতভাগ্য হয় তা হলে তার সমধিক সমাদর মনুষ্যমাত্রেরই কর্ত্তব্য, কেবল আমার নয়।

মহিন। অনেক সুন্দর পুষ্পের কোমল বক্ষে কীটের বাস—তাকে তফাতে রেখে তার গুণানুবাদ বিধি।

রোহি। আমি তোমার চিরকালই উপদেশের পাত্র, সন্দেহ নাই। কিন্তু উপদেশ্যের অবস্থা ভেদে উপদেশের বিশেষত্ব অনুমিত হয় না কি? আমি পঞ্চমবর্ষীয়া দুগ্ধ-পোষ্যা নই।

মহিন। (হাসিয়া) না—তবে তুমি চঞ্চল কল্পনাময়ী মমতার নির্ঝরিণী—তোমার শীতল জীবনাবর্ত্তে যে পড়ে সেই স্নিগ্ধ হয়। পক্ষান্তরে—অনন্ত উদারতায়, কণ্টকে কুসুমে উৎপলে তোমার ভেদ-বিচার নাই। সুতরাং সংসার-জ্ঞানীর তুমি সর্ব্বথা উপদেশ্যা।

[প্রস্থান।]

রোহি। (স্বগতঃ) আমার ভুল, না এদের ভুল। সে মূর্ত্তিতে তো ছলনার প্রলেপ আদৌ নাই। কি জানি ? একত্রে সবার ভুল সম্ভব নয়—হয়তো আমারই ভুল। আকৃতি সাধারণতঃ প্রকৃতির পরিচায়ক হলেও, সর্ব্বথা নয়।

(পরিচারিকার প্রবেশ।)

পরি। (অভিবাদন করিয়া) এখানকার ছাউনীর এক জন সেপাই মহারাণীর সাক্ষাৎ প্রয়াসী। বল্লে, নাম গরীব সিং। তার কি প্রয়োজন আমাকে বল্‌তে বলায়, সে উত্তর করে তার প্রয়োজন সে স্বয়ং আপনাকে জ্ঞাপন কর্ব্বে।

রোহি। (স্বগতঃ) কি করি—সাক্ষাৎ করা উচিত কি না ? আত্মীয়গণের মতের বিরোধিনী হওয়া সঙ্গত নয়। (হাসিয়া) একেই বলে তিলকে তাল করা। সাক্ষাৎ করা উচিত কি না ভাবচি—কিন্তু কার সঙ্গে সেটা ভাবচি না। একি সমকক্ষ—একি সমপদস্থের সঙ্গে সাক্ষাৎ? তাই উচিত অনুচিত ভাবচি। গরীব সৈনিকমাত্র—ছি-ছি! আমরা সকলেই পাগল হয়েছি। এ সাক্ষাৎ-কল্লে তারই

বা অপরাধ কি? আমিই তাকে এখান থেকে আমরা যাত্রা কর্ব্বার পূর্ব্বে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার অনুমতি দিয়েছি। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, সাক্ষাৎ কত্তে চায় তো তাকে সঙ্গে করে এখানে নি' এস।

পরি। যথাজ্ঞা।

[প্রস্থান।]

(রূপরাজকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ—রোহিয়ানাকে রূপরাজের অভিবাদন।)

রোহি। এস। আমরা এখান থেকে যাত্রা কর্ব্বার পূর্ব্বে তোমাকে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ত্তে অনুমতি করে-ছিলাম সত্য, কিন্তু আমাদের পাটনা পরিত্যাগ করবার বোধ হয় ৫।৭ দিন এখনও বিলম্ব হবে।

রূপ। (পরিচারিকার দিকে চাহিয়া নিরুত্তর)

রোহি। (পরিচারিকার প্রতি) তুমি তোমার কার্য্যে যাও।

পরি। যথাজ্ঞা।

[প্রস্থান।]

রূপ। আপনার আমার উপর অনুগ্রহ অসীম। আপনি আপনার এখান থেকে যাত্রা কর্ব্বার পূর্ব্বে আমাকে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ-সৌভাগ্যের অনুমতি প্রদান কল্লেও, বিনা কারণে সে অনুমতির অপব্যবহার আমি কত্তেম না। (স্বগতঃ) রূপ পূর্ব্ব-কৃত তপস্যার ফল, বিশেষ নারী-অঙ্গে। এ অসামান্যা সুন্দরীর অসামান্য সৌন্দর্য্যের মূল্য কত কঠোর তপস্যা, ভগবান জানেন।

রোহি। (স্বগতঃ) আমার ভুল নয়, ভুল তাদের। এ আকৃতিতে কপটতার স্থান নাই। (প্রকাশ্যে) কি কারণে আমার সাক্ষাতে এসেছ বল ?

রূপ। আমার সে হীন চিত্রগুলির আমি প্রত্যর্পণ প্রার্থনা করি।

রোহি। কেন ? আচ্ছা এখনই দিচ্ছি। ওরে কে আছিস ?

রূপ। দেবি! দারিদ্র্য অতি হীন পাপ সন্দেহ নাই। তবে দরিদ্র মানবেরও হৃদয় আছে—ধনীর হৃদয় আঘাতে যদি ব্যথিত হয়, দরিদ্রের হৃদয় কি হয় না ?

রোহি। (স্বগতঃ) তাদের কথাই ঠিক—এর কথা-বার্ত্তা বড় লম্বা। দেখা করে ভাল করিনি। (প্রকাশ্যে) বুঝতে পাল্লেম না। কথা কথার মত পরিষ্কার করে বলাই ভাল নয় ?

রূপ। দেবি! দীনের অপরাধ গ্রহণ কর্ব্বেন না। এ অধম জীবনে আপনার চরণে সে হীন চিত্র কয়খানি উৎসর্গ করে, এক দিনের জন্যও আপন অভাগ্য বিস্মৃত হব ভেবেছিলাম। কিন্তু এখন বুঝছি সে অন্যায় অনুরোধ করা আমার পক্ষে বাতুলের কার্য্য হয়েছিল।

রোহি। কারণ কি ?

রূপ। আমি আপনার প্রেরিত সে চিত্রের মূল্য প্রাপ্ত হয়েছি। কয়টা রৌপ্যমুদ্রা! আমার মত লোকের পক্ষে বিস্তর বটে, কিন্তু—

রোহি। আমার প্রেরিত মূল্য ? আমি তোমায় চিত্রের কোন

মূল্য প্রেরণ করিনি তো। তবে তোমারি কথা মত তোমার আহত সৈনিকদের—

রূপ। আজ্ঞে হাঁ—আমার সৈনিকদের প্রতি আপনার অনুগ্রহে আমি আপ্যায়িত হয়েছি।

রোহি। তবে মূল্যের কথা কি বলছ?

রূপ। আমার সেনাপতি মহম্মদ খাঁ—আর একজন—আর একজন—বোধ হয় আপনার কোন সম্ভ্রান্ত আত্মীয় ব্যক্তি—আমাকে পঞ্চদশ মুদ্রা চিত্রের মূল্য স্বরূপ প্রদান করেছেন। (চরণে মুদ্রা রাখিয়া) এই সেই আপনার প্রদত্ত মুদ্রা। দেবি! দারিদ্র্য বশতঃ দীনের অভিমান স্বতঃই প্রখর হয়, এবং তজ্জন্যই তাহা মার্জ্জনীয়।

রোহি। (সাশ্চর্য্যে) আমিতো তোমাকে কোন মুদ্রা প্রেরণ করিনি। (বিলম্বে) আমার কথা বিশ্বাস কর, আমি প্রকৃতই তোমাকে মূল্য স্বরূপ কোন মুদ্রা প্রেরণ করিনি। (মুদ্রা লইয়া) আমি সত্বরই এ ব্যাপারের রহস্য ভেদ করবার চেষ্টা কোর্ব্বো, তুমি নিশ্চিন্ত থাক। তোমার সেনাপতি কোন সাহসে—অথবা আমার কোন আত্মীয়, আমার অজ্ঞাতে—আমার নামে—তোমাকে মুদ্রা প্রদানে অপমানিত করেছেন, আমি শীঘ্রই নির্ণয় কোর্ব্বো—এবং তৎপক্ষে যাহা বিহিত আমি নিশ্চয়ই কোর্ব্বো।

রূপ। (আভূমি-প্রণত হইয়া) দীন দয়াময়ি! জগদীশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।

রোহি। (স্বগতঃ) নিশ্চয়ই কোন সম্ভ্রান্ত-কুলশীল মানব,

অতীতের কোন বিষাক্ত অধ্যায়ের বিস্মৃতি-কল্পে আত্ম-বিসর্জ্জন ব্রত অবলম্বন করেছে। আর এই কঠোর প্রণালীর আত্ম-বিসর্জ্জন!! (প্রকাশ্যে) হাবিলদার! তোমার কথায় তোমার উপর আমার শ্রদ্ধা জন্মেছে। তুমি যেই হও—বীরের রক্তে তোমার বক্ষঃস্থল নির্ম্মিত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমার কাছে তোমার কোন প্রার্থনা থাকে বল—যদি বাদসার দরবারে তোমার বিষয় কিছু জানাতে বল—

রূপ। প্রার্থনা আছে দেবি! আমার প্রার্থনা—আমার কথা, আমার পরিচয়, আমার অস্তিত্ব, আপনি ভুলে যাবেন। কখনও কারও কাছে আমার কথা স্মরণ কর্ব্বেন না। (স্বগতঃ) যদি আজ আমি আমার স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকতেম, তাহলে আর এক প্রার্থনা কত্তেম। (হাসিয়া) কোন অবস্থায় মানুষ পাগল নয়? আমি—এই অবস্থার আমি—আমার মনেও ও সব চিন্তা আসে।

রোহি। এমন প্রার্থনা কেন কর? যদি ইচ্ছা কর আমি তোমার এ নিগ্রহের অন্ত কর্ত্তে পারি। তুমি বীর সৈনিক—আপন পদোন্নতির ইচ্ছা রাখ না? আমার দ্বারায় তোমার পদোন্নতির সংঘটন অসম্ভব নয়।

রূপ। যুদ্ধে আত্ম-বিসর্জ্জন অপেক্ষা সৈনিকের অন্য ইচ্ছা থাকে না। কর্ত্তব্য-পালন অপেক্ষা সৈনিক উচ্চতর আশা হৃদয়ে পোষণ করে না।

রোহি। (চিন্তিতাবস্থায়) সে কথা মিথ্যা নয়। এক জন

সামান্ত সেপাই সময়ে দেবতার আদর্শ হয়। এই সে দিনে শুনুলেম্, এই পাটনারই ছাউনির এক জন কে সেপাই পাঠান-সমাকীর্ণ পথ দে, স্বীয় মৃত সহচরকে তার সদ্গতির জন্য অশ্বের উপর আপন অঙ্কে স্থাপন কোরে মুঙ্গেরে পঁহুছায়। কি অসাধারণ বীরত্ব! কি অসামান্ত সৌহার্দ্দ্য! তুমি ঠিক বলেছ, উঁচু রক্ত না হলে সেপাই হতে পারে না।

রূপ। যে সেপাইয়ের ভ্রমণ বৃত্তান্ত আপনি বল্লেন—তার ভিতর আপনি জানেন না, অসামান্য কিছু নাই। অসামান্য ছিল তার সেই প্রাণাধিক সহচর।

রোহি। হতে পারে, কিন্তু তা হলেও সে মৃত ব্যক্তি এমন সদ্বন্ধু লাভে অল্প সৌভাগ্যবান ছিল না।

রূপ। (কম্পিত স্বরে) দেবি! স্নেহে, অনুগত্যে, সাহচর্য্যে, মমতায়, সে মৃত ব্যক্তি দেবতার আদর্শ ছিল। শত জন্মের সহস্র আরাধনায় তার অনন্ত ঋণ-সমুদ্রের এক অঞ্জলি পরিমাণও আমি পরিশোধ কর্ত্তে পার্ব্ব না।

রোহি। (সাগ্রহে) তুমি পার্ব্বে না? তুমি পার্ব্বে না? তবে সে মৃত ব্যক্তি তোমারই বন্ধু? আপনার জীবনে ভ্রূক্ষেপ না করে, শত্রু-মণ্ডলীর মধ্য দিয়ে, তুমিই সেই শব দেহ বহন করেছিলে?

রূপ। দেবি! অনুগ্রহ করে ও কথার পরিহার করুন। সে প্রিয়তমের মহাপ্রস্থান আমার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বেদনাময়। তার কথায় দুর্ব্বল মন অত্যন্ত বিচলিত হয়।

রোহি। (স্বগতঃ) এই লোককে মহম্মদ খাঁ, রাজা মালঞ্চ-নাথ, অসার অকর্ম্মণ্য বলে। দিল্লীশ্বর! আপনার সৌভাগ্য-মুকুটের মধ্যমণি সমূহ কোথায় কি অবস্থায় মাটীতে মর্কটের পদ-দলিত হচ্ছে, আপনি তা দেখছেন না। (প্রকাশ্যে) হাবিলদার! তুমি দরিদ্র নও। তোমার অন্তঃকরণের ভাণ্ডারে অমূল্য রত্নরাজির শেষ নাই। এরূপ পঙ্কের অন্ধকারে—জগতের চক্ষের অন্ত-রালে—সে সমস্ত লুকিয়ে রাখা, জগতের প্রতি তোমার নিষ্ঠুরতা। আমি দিল্লির দরবারে তোমার সম্বন্ধে—

রূপ। আপনি মূর্ত্তিমতী করুণা। অভাগ্যের প্রতি সহজেই আপনার সহানুভূতির উদ্রেক হয়। আপনি কল্পনার চক্ষে যা দেখছেন, কার্য্যক্ষেত্রে তার পরমাণুর অস্তিত্বও পাবেন না। আপনার আমার প্রতি অতুল অনুগ্রহের জন্য আমি আপনাকে ধন্যবাদ করি, কিন্তু জগতের নিকট বিস্মৃতি-ভিক্ষা আমার ব্রত, দয়াময়ি! আপনি আমার সে ব্রতের বিঘ্ন হবেন না।

রোহি। ভাল, তোমার ব্রতের বিঘ্ন আমি হব না—আমার হবার অধিকারও নাই। (হস্ত হইতে অঙ্গুরী উন্মোচন করিয়া) আমার এই স্মৃতি-চিহ্নটী তোমার নিকট রক্ষা কর। যদি ভবিষ্যতে কখনও প্রয়োজন হয়,—এর বলে যখন যে সময় ইচ্ছা, দিল্লিতে বা অন্যত্র আমার সঙ্গে সাক্ষাত কত্তে পার্ব্বে। আমার এ অনুরোধ রক্ষা কত্তে তোমার আপত্তি নাই?

রূপ। (কাপড়ের ভিতর হইতে কৌটা বাহির করিয়া, রোহিয়ানার সম্মুখে রাখিয়া) আপনার উপহার আমার শিরোধার্য্য।

রোহি। (কৌটার ভিতর অঙ্গুরী রাখিয়া, কৌটা হাতে করিয়া নাড়িতে নাড়িতে) আশা করি কোন দিন না কোন দিন আমার প্রদত্ত এ অঙ্গুরীর শক্তি-পরীক্ষার তোমার প্রয়োজন হবে।

(কৌটা দেখিতে দেখিতে চমকিয়া—স্বগতঃ) একি এ? বিজলী! এ কৌটায় আমার নাম অঙ্কিত? (পুনর্ব্বার কৌটা ভাল করিয়া দেখিতে দেখিতে) এতো আমারই কৌটা—আমার মাতামহ-প্রদত্ত। সে অনেক দিনের কথা—এখন আমার স্মরণ হচ্ছে। আমি এ কৌটা—(সহসা বিচলিত ভাবে প্রকাশ্যে) এ কৌটা তুমি কোথায় পেলে? (রূপরাজকে সমনোযোগে নিরীক্ষণ)

রূপ। রাণি! এ কৌটাও এখন আপনার অঙ্গুরীর ন্যায় একটী স্মৃতি-চিহ্নে দাঁড়িয়েছে। অনেক দিন হল এক জন আমাকে এটী উপহার দিয়েছিল।

রোহি। কে তোমাকে এটী দিয়েছিল?

রূপ। একটী শিশু বালিকা।

রোহি। আমার স্মরণ হচ্ছে, এ কৌটা আমার—আমি এই কৌটা এক জনকে দিয়েছিলাম। তুমি কে?

রূপ। এ কৌটা আপনার?

রোহি। (সোদ্বেগে) তুমি কে?

রূপ। এ কৌটা আপনার?

রোহি। তুমি কে?

রূপ। এ কৌটা আপনার?

রোহি। কে তুমি? (রূপরাজকে নিরীক্ষণ করিয়া, ও দ্রুত উঠিয়া নিকটস্থা হইয়া) তুমি রূপরাজ সিং—দাদার বন্ধু? তুমি রূপ দাদা?

রূপ। (হস্তে মুখ আবরণ করিয়া) বিজ্‌লি! বিজ্‌লি! হা ভগবান! আমি অন্ধ হয়েছি—আমি অন্ধ হয়েছি—আমি তোমাকে চিন্তে পারিনি। (ভূমিতে উপবেশন)

রোহি। (বিস্মিতাবস্থায়) রূপ দাদা! তুমি? তুমি এই অবস্থায়? তুমি এক জন পাটনার ছাউনিতে দরিদ্র সেপাই—ভিখারীর অধম? তুমি এখানে? এই অবস্থায়?

রূপ। হা ভগবান!

রোহি। আমরা ভেবেছিলুম তুমি মরে গেছ। কেন তুমি আপনার এ অবস্থা করেছ? দাদা যে তোমাকে এখনও ভোলেনি—দাদা যে এখন ও তোমার কথা কয় না, এমন দিন নেই। রূপ দাদা! আজ দাদার কি আনন্দ হবে!

রূপ। বিজ্‌লি! বিজ্‌লি! তুমি জাননা, তুমি কি বলছ। তোমার এক একটী কথা ছোরার মত আমার বুকে আঘাত কচ্চে। বিজ্‌লি! চুপ কর, আমাকে নিশ্বাস নিতে দাও।

রোহি। তুমি জাননা, তোমার মৃত্যুর—তোমার নিরুদ্দেশ হবার—অল্পদিন পরেই তোমার পিতার মৃত্যু হয়। উত্ত-

রাধিকারীত্ব সূত্রে তুমি যে দিল্লীশ্বরের মহামহিমান্বিত মিত্ররাজন্যবর্গের এক জন। তোমার বিষয়, তোমার অবর্ত্তমানে অন্য একজন উপভোগ কচ্ছে!

রূপ। সব জানি।

রোহি! সব জান? জেনেও এই রূপে আত্মহত্যা কচ্ছ—

রূপ। তুমি কি জাননা, আমার বিষয়ে আমার অধিকার নাই। আমি কি জন্য তোমাদের নিকট আজ মৃত তার কারণ বোধ হয় তোমার জানা নেই। আমি তোমার দাদার নাম জাল করা অপরাধে দেশান্তরিত।

রোহি। মিথ্যা কথা।

রূপ। জগত আমি নিরপরাধ বিশ্বাস কর্ব্বে না।

রোহি। কেন কর্ব্বে না? আমরা বিশ্বাস করাব। দাদার সাহায্যে তুমি জগতের চক্ষে নিরপরাধ সাব্যস্ত হবে।

রূপ। (জানু পাতিয়া) বিজলি! আমার কাতর অনুরোধ— এ কথা, আমার পরিচয়ের কথা, তুমি মহিনকে বোলো না। না জেনে দৈব-চক্রে তোমার কষ্টের কারণ হলেম— মহিনের মন কষ্টের কারণ আমাকে কোরো না। আমি তোমাদের কাছে যে মৃত, সেই মৃত আমাকে থাকতে দাও। তুমি জান না—তুমি বুঝতে পার্ব্বে না—আমার তোমাদের মধ্যে আর পুনর্জীবিত হবার উপায় নাই। উপায় থাকলেও বালক মালঞ্চনাথের সুখের হন্তারক এত দিন বাদে আমি হতে ইচ্ছা করি না—হতে পার্ব্ব না।

রোহি। হা ভাগ্য ! সেই ভাই তোমাকে তোমার চিত্রের মূল্য পঞ্চদশ মুদ্রা প্রদান করেছে ?

রূপ। সে বালক, তার অপরাধ কি ? সে তো আমায় জেনে দেয়নি। ভাগ্যে সে আমাকে চিন্তে পারেনি। তাকে দেখেই আমার হৃৎকম্প হয়েছিল, পাছে সে আমায় চিনে ফেলে—আহা তাহলে তার কত কষ্ট হ'ত রাণি !

রোহি। রূপ দাদা ! আর আমাকে তুমি রাণী বোলোনা। তোমার সেই বিজলী আমার ভাল লাগে।

রূপ। রোহিয়ানার রাজা কে ?

রোহি। রাজা কে ? তুমি কি সমস্তই বিস্মৃত হয়েছ ? অথবা বিস্মৃত হওয়ায় আশ্চর্য্য কি ? কত দিন তুমি আমাদের নিকট হতে অন্তরিত—কত দিন নিদারুণ দৈন্যে তুমি অপঘাতকে নিকট করে এনেছ !! বিস্মৃতির অপরাধ কি ? মার মৃত্যুর পর তাঁর রোহিয়ানা পরগণা আমাকে অর্শায়. বাদসা অনুগ্রহ করে আমাকে রাণী রোহিয়ানা উপাধি দান করেছেন। সেই জন্য আমি ঐ নামে পরিচিতা।

রূপ। তোমার এখনও বিবাহ হয়নি ?

রোহি। (সলজ্জা) কুমারী-জীবনই আমার অভিপ্রেত—

রূপ। (স্বগতঃ) আমি যদি পাগল নই, পাগল তবে কার নাম ? এ সংবাদে আমার উন্মুক্ত নিশ্বাসের কারণ কি ?

(নেপথ্যে তূর্য্যধ্বনি)

এ কি—হঠাৎ এ তূর্য্যধ্বনি কেন ? পাঠানরা নিশ্চয়ই ছাউনি আক্রমণ করেছে। বিজ্‌লি ! রাণি ! যুদ্ধের আহ্বান

সৈনিকের প্রথম বিবেচ্য। আর আমি অপেক্ষা করতে পারিনা—চল্লেম। আর দেখা হবে কি না জানিনা—যদি না হয় এ ঘটনা একটা দুঃস্বপ্ন জ্ঞান কোরো। মহিনকে বোলো না, কাকেও বোলোনা—আমার শপথ কাকেও বোলো না—আমার শপথ কাকেও বোলো না—আমার শপথ কাকেও বোলো না।

(প্রস্থান)

রোহি। সত্য—গল্পের অপেক্ষা অনেক সময় বিচিত্র হয়, এত দিন শুনে আসছিলেম—আজ প্রত্যক্ষ কল্লেম। ভগবান! তুমি কত রহস্যের রচয়িতা !!

(চিন্তা-অবনত মুখে অবস্থান।

মালঞ্চনাথের প্রবেশ।)

মাল। রাণী রোহিয়ানা! আবার সেই অপদার্থ সেপাইটাকে তোমার সঙ্গে সাক্ষাত কত্তে তুমি অনুমতি করেছিলে?

রোহি। (নিরুত্তর)

মাল। রাণি! আমার কথা শুনতে পাচ্ছনা?

রোহি। রাজন! আমার অজ্ঞাতে, আমার নামে, তুমি ও চিত্রকরকে চিত্রের মূল্য স্বরূপ কয়েকটী মুদ্রা দানে—ওকে এবং আমাকে অপমানিত করেছিলে কেন, বল্লে বাধিত হই।

মাল। রাণি! তুমি রমণী, স্বভাবতঃ কোমল-হৃদয়া—এবং অদূর-দর্শিনী। তোমার পক্ষে কি উচিত কি অনুচিত, তা তোমার অপেক্ষা আমি ভাল বুঝি।

রোহি। রাজন্! আমার ভাল মন্দ নির্ণয় করবার অধিকার, আমার জ্ঞানতঃ আমি অন্য কাকেও অর্পণ করেছি বলে আমার স্মরণ হয় না।

মাল। রাণি—

রোহি। রাজন! শুনলে আশ্চর্য্য হবে, আমি এই মাত্র ওই হাবিলদারকে বলে দিয়েছি, যে ক'দিন আমরা পাটনায় থাকবো, সে ক'দিন ও যেন প্রত্যহ এসে আমার সঙ্গে সাক্ষাত করে।

(প্রস্থান)

মাল। ইতর স্ত্রীজাতি!! বিধাতার সৃষ্টির কলঙ্ক!! তোমাদের মানসে ও বিচারে ধিক!! ঐ হীন সেপাই—ছি-ছি—আমাকেও ধিক!! ও পামরের মৃত্যু আমার হস্তে অবধারিত।

(প্রস্থান)



দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

শিবিরের কক্ষ।

মোহান্তমল্ল ও ভৃত্য।

ভৃত্য। হঠাৎ সকলে রান্না-খাওয়ায় ব্যস্ত—এসে আক্রমণ কল্লে।

মহিন। লোক-সংখ্যা কত ?

ভৃত্য। অনেক—গন্তি করিনি।

মহিন। এখানকার ছাউনিতে যত সেপাই আছে, তার চেয়ে বেশী ?

ভৃত্য। তার চার গুণ। আর তার ওপর এরা কেউ প্রস্তুত ছিল না।

মহিন। কেমন লড়ছে ?

ভৃত্য। লড়ছে খুব। মানুষ আর ঘোড়া বৃষ্টি-ধারার মত ময়দানে পড়ছে। আমাদের মরছে বেশী।

মহিন। যাও।

(ভৃত্যের প্রস্থান।)

(স্বগতঃ) যা' জেদ কর্ব্বে তা' ছাড়বে না। এ কি স্ত্রীলোকের স্থান ? রোহিন্নানা এখানে না থাকলে এ যুদ্ধের খবর তো তামাসার খবর হত। কি জানি কি হবে—যদি ছাউনি পাঠানেরা দখল করে, একটা অপমান অপ্রতিষ্ঠার ভয়ওতো আছে। তাও এল এল, মুঙ্গেরে থাকলেই হ'ত। সেখানে লোক জন বিপুল। তা নয়—আমি যেখানে যাব, ওকেও সেইখেনে যেতে হবে। আমিও তো নিষ্কর্ম্মা

হ'য়ে থাকতে পাচ্ছি না। আমাকেও তো এখনিই মুঙ্গেরে এ সংবাদ নিয়ে পঁহুছুতে হবে। আজ কালের মধ্যেই তো পাঁচশো হাতিয়ারী রাজার এখানে পাঠাবার কথা—তাও যদি এসে পড়তো—

(মালঞ্চনাথের প্রবেশ।)

এস মালি। খবর শুনেছ ?

মালী। শুনেছি—লড়াই হচ্ছে।

মহিন। এখানে যা মোগল সেনার সংখ্যা, তার চারগুণ পাঠান এসে ঘিরেছে—বড় সুবিধে নয়। আমি এখুনি মুঙ্গের চল্লুম।

মালী। মুঙ্গের চল্লে—একলা ?

মহিন। কি করি। এ সংবাদ রাজাকে দেওয়া চাই। আর এমন সাহসী দূতই বা কে আছে, যা'কে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারি। কাজেই আমাকে নিজেকেই যেতে হবে। আর আজ পাঠানদের যে রকম সংখ্যা শুনছি, তা'তে এ তল্লাটের সব পাঠানই বোধ হয় একত্র হয়ে এসে পড়েছে। সুতরাং পথে বিশেষ বিপদের ভয় দেখি না। তুমি রোহিয়ানাকে দেখো। যদি দেখ দিন বেগড়ায়, হুঁসিয়ার হোয়ো। রোহিয়ানার গায়ে ও সবের হাওয়াও না স্পর্শ করে।

মালী। যতক্ষণ প্রাণ, ততক্ষণ চিন্তা নাই। কিন্তু রাণীর আমার প্রতি তাচ্ছিল্য আমার দিন দিন অসহ্য হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে।

মহিন। ও সব কথার দিন আজ নয়। (স্বগতঃ) কখনই

বিজ্‌লী মালীর পক্ষপাতিনী নয়—কেন কে জানে। (বস্ত্রা-ভ্যন্তর হইতে কাগজ বাহির করিয়া) আর এই রাজার পরওয়ানা তুমি নাও। এতে রাজার হুকুম তাঁর অবর্ত্ত-মানে, এই ছাউনির তুমি মালিক। সর্ব্ব বিষয়ে তোমার আজ্ঞা এদের প্রতিপাল্য।

মালী। (স্বগতঃ) রাজার জয় হোক—দেখি এই পরওয়ানাই যদি আমার মতলব হাসিল করবার সুবিধা করে। আর হয়তো ছাই কারোরি সুবিধা কর্ত্তে হবে না, আজকের লড়ায়ে আপনা আপনি সুবিধা হয়ে যাবে অখন। পাটনা পাঠানদের অধিকারে আসে তাও স্বীকার, যদি সে কুত্তো আজ মাটী নেয়।

মহিন। আমি রওনা হবার উদ্যোগ করিগে—রাণীকে দেখো। আর আমি সেথায় পৌঁছে যদি লোক জন পাল্কি পাঠাই, রাণীকে মুঙ্গেরে পাঠিয়ে দিও।

মালী। আচ্ছা।

মহিন। হুঁসিয়ার!

মালী। কিছু বলতে হবে না।

(দ্রুত দূতের প্রবেশ।)

মহিন। কি রে! কি খবর?

দূত। পাটনা যায়। মোগল সেনা কচুকাটা হ'য়ে ভূঁই নিচ্ছে।

মালী। সেপাই হাবিলদার গড়্ গড়্ পড়ছে?

দূত। সে পড়ার কথা আর বলবেন না। হায় হায়! কি হবে—কি হবে।

মহিন। কি আর হবে। পাঠানরা আজ পাটনা নেয়, কাল পাটনার সঙ্গে সবার জান দেবে। আমি তদ্বিরে চল্লেম, তুই যা'।

(দূতের প্রস্থান।)

মহিন। হুঁসিয়ার মালি!

মালী। (প্রফুল্ল চিত্তে) নিশ্চিন্তে যাও।

(উভয়ের উভয়দিক দিয়া প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

পাঠান-শিবির।

আরব বাহাদুর, আঁগা, খাঁ ও দূত।

আ—বা। তার পর?

দূত। সকলেই উৎফুল্ল—দিন তো আমাদের হয়েইছে। কাতা মোগল সৈন্যে ও ঘোড়ায় ময়দান পরিপূর্ণ। পাঠানেরা আপনা আপনি জয় জয়কার কচ্ছে। ছাউনি দখল করে, কেবল সেই হাবিলদারটা—

আ—বা। সে কাফের মহাবীর—আমি তাকে পেলে আমার তাঁবে তাকে সেনাপতি করে রাখি।

আগা খাঁ। তার মাথার ওপর না বক্‌সিস্ ছিল?

আ—বা। ছিল, কিন্তু আমার এ ভেড়ীওলাদের মধ্যে তার মাথা আনবার তাকুত কার?

দূত। সেই কাফের হাবিলদারটা ছাউনির মুখ আগলে গোটা দশেক লোক নে লড়তে লাগল। তখন বাকি সবাই পড়েছে। সে লড়ায়ের কথা কি বলব—সে দশটার বাহুতে যেন দশ হাজার মত্ত হস্তীর বল। হটেও হটে না। তখন যত শিগ্‌গির ছাউনিতে ঢোকা যায়, কাজ রক্ষা হয়, ততই ভাল ভেবে—তাকে টাকা কবলে লড়াই থেকে নিবৃত্ত হতে বলা হ'ল। তাই শুনে সে ঘি-পড়া আগুণের মত আরও জ্বলে উঠে, দ্বিগুণ তেজে লড়তে লাগল। এমন সময় রণদেবীর মত সেই ছুঁড়ীটা যেন আসমান থেকে লোক নিয়ে নেবে এল। হাজারো হাতিয়ারীর সামনে ঘোড়ায় চড়ে মার মার শব্দে আমাদের ঘাড়ে এসে পড়লো। তাদের টাটকা তেজ, টাটকা বল—আমাদের সেনা শ্রান্ত—হু হু শব্দে মাটী নিলে। পলকের মধ্যে দিন বিগড়ে গেল। আমাদের কতক মোলো—কতক ভয়ে ছটকে পড়লো।

আলা খাঁ। ছুঁড়ীটা অত লোক ঠিক সে সময় কোথা পেলে?

দূত। শুনলেম, লড়ায়ে মোগলের বেগোচ শুনে সে ঘোড়ায় চড়ে মুঙ্গেরে খবর দেবার জন্যে ছুটছেল। ওদিকে মুঙ্গের থেকে হাতীয়ারী আসছেলো—পথে পরস্পর সাক্ষাৎ হয়।

আ—খা। ঐ কাফের আর ঐ আওরাত, ঐ দুটোই কাল ওদের বাঁচিয়েছে।

দূত। সে সময় যদি যে ছুড়ীটার চেহারা দেখতেন!! পশ্চাতে সৈনিকের সমুদ্র—সম্মুখে অশ্বপৃষ্ঠে সেই রমণী আলুলায়িত-

কুন্তলা, রণোন্মাদ-বিচলিতা, দৃষ্টিতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ—সে ছবি যে দেখেছে, সে ভুলবে না—সে ছবি মিত্রের প্রাণে অতুল উৎসাহ, শত্রুর বক্ষে প্রবল কম্পন উপস্থিত কল্লে—

আগা খাঁ। একবার ছাউনিতে প্রবেশ কত্তে পাল্লে, ও রকম দশটা ছুঁড়ী দশহাজার হাতীয়ারী নে এলেও কিছু কত্তে পাত্ত না। দুর্ভাগ্যের কথা, দিনটা আমাদের হয়েও হ'ল না।

আ—বা। (দূতের প্রতি) যা হবার হয়েছে। তুমি এখনই আমার নাম করে সৈন্য মধ্যে প্রচার কর—সে রমণী অথবা সেই কাফেরকে বন্দী করে আমার সম্মুখে যে ধরে, আনতে পার্ব্বে, তাকে দশ হাজার করে দুজনের জন্য বিশ হাজার মুদ্রা পারিতোষিক দেবো। কিন্তু তাদের কোন প্রকার অপমান বা অপ্রতিষ্ঠা না হয়, পাঠানেরা যে অবস্থায় হোক, বীরের মর্য্যাদা পাঠান কখন বিস্মৃত হবে না। বীর শত্রু হলেও পাঠানের পূজ্য।

দূত। যথাজ্ঞা।

(অভিবাদনান্তে প্রস্থান।)

আগা খাঁ। বড্ড গেছে!!

আ—বা। যত যায় যাক—একত্রে সমস্ত পাঠানের জীবন না গেলে এ যাওয়া-যাউন্নীর শেষ হবে না। চল, এ সংবাদ তক্কাতে পাঠাতে হবে।

(উভয়ের প্রস্থান।)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

মৃত সৈনিক ও অশ্ব-সমাকীর্ণ যুদ্ধক্ষেত্র।

পেয়ার, মোহাস্তমল, সেকেন্দার।

মহিন। সুন্দরি! তোমা হ'তে—কেবল তোমা হতে—আজ দিল্লির মুখ রক্ষা হয়েছে—দিল্লির মানরক্ষা হয়েছে। দিল্লির নামে তোমাকে আমি ধন্যবাদ করি।

পেয়ার। (স্বগতঃ) লোকে বলে আহ্লাদে চোখে জল আসে—সে কথা সত্যি, আজ তা বুঝতে পাচ্ছি। আজ আহ্লাদে আমার চোখ কেবল জলে টল টল করে আসছে—অতি কষ্টে তা' রোধ কচ্ছি, পড়তে দিচ্ছি না। (প্রকাশ্যে) কি এমন একটা বৃহৎ কাজ করেছি সাহেব! খুব জোরে ঘোড়া হাঁকিয়ে ক্রোশ কতক ছুটিছি বটে। বাহাদুরী তো এই।

মহিন। বাদসা অন্য রকম ভাববেন, রাজা টোডরমল অন্য রকম ভাববেন। আমায় সব খুলে বলত, কেমন করে তুমি কি কল্লে?

পেয়ার। কল্লুম কি—করবার মধ্যে যা করেছি সাহেব! বলি শোন। ক'দিন মনটা কেমন খারাপ হওয়ায় মনে করে-ছিলুম পাটনা ছেড়ে দিন কতক মুঙ্গেরে গিয়ে থাকব। তাই ভেবে কাল রাত্তিরে মুঙ্গের যাবার জন্য সওয়ার হই। আজ সকালে পথে খবর পাই, পাঠানরা ছাউনিতে লড়ায়ে

লেগেছে। শুনেই মনে কল্লুম, ছুটে ছাউনিতে ফিরে আসি। ভাবলেম তাতে তো কিছু কাজ হবে না, সুতরাং মুঙ্গের পানেই তীরের মত ছুটতে লাগলেম—ভাবলেম বরাতে যা আছে হবে। খানিক দূর গিয়েই দেখলুম হাতীয়ারীরা আসছে। তাদের খবর দেওয়ায় তারা বিদ্যুতের মত আমার সঙ্গে ছুটে এল। যখন আমরা এসে পৌঁছুলুম, তখন ছাউনি যায় যায়। কেবল হাবিল-দার গরীব সিং গোটা পাঁচ সাত লোক নিয়ে সিঙ্গির মত লড়ছে, পাঠানদের ছাউনি থেকে হটিয়ে রাখছে। তখন তার সে মূর্ত্তি—সে তেজ দেখলে—বাদসা বাবর অবাক হতেন, অন্যের কথা ছেড়ে দিন।

মহিন। আমিও তোমারই মত যুদ্ধের সংবাদ দেবার জন্য মুঙ্গের যাচ্ছিলেম—দেখলেম এখানে ওদের সঙ্গে থেকে কোন কাজে লাগব না। তবে তুমি আমি ভিন্ন পথ দে যাচ্ছিলেম। তোমার হাতীয়ারীদের সঙ্গে যেখানে সাক্ষাত হয়, তার পাঁচ ক্রোশ উত্তরে রাজার সঙ্গে আমার সাক্ষাত হয়। তিনি পাটনাতেই আসছিলেন। তিনি আমাকে বল্লেন হাতীয়ারীরা এগিয়ে এসেছে। এখানে লড়াই শেষ হবার পর রাজা আমি এবং অন্যান্য লোক-জন সব আসি। এসে তোমার অসাধারণ বীরত্বের কথা শুনেলেম। রাজা যে তোমার ক্ষমতায় কি সন্তুষ্ট হয়েছেন, তা কথায় বলবার নয়। তিনি নিজে বাদসাকে তোমার কথা লিখেছেন, এবং তোমাকে দেখবার

জন্য ব্যস্ত হয়েছেন। বাস্তবিক সুন্দরি! তোমার মত সব সেপাই পেলে লড়াই কত্তে সুখ আছে। এখন আমার সঙ্গে রাজার কাছে এস।

পেয়ার। আমার মত সেপাই পেলে নয় সাহেব! সেপাই হবে তো ঐ হিন্দু হাবিলদারের মত। তার লড়াই দেখে যে আমার কি হিংসে হয়েছিল, তা বলতে পারি না।

মহিন। দিল্লীশ্বর আকবর সাহের রাজত্বে অবিচার নাই। তার পক্ষেও তার কার্য্যের সুবিচার হবে, নিশ্চিন্ত থাক।

পেয়ার। তুমি রাজাকে আমার হাজার হাজার সেলাম দিও। রাত্রির এ কয়েক ঘণ্টা শেষ হলেই আমি প্রত্যূষে তার সঙ্গে সাক্ষাত কোর্ব্বো। আমার কার্য্য এখনও শেষ হয় নি। যারা এ ময়দানে পড়ে আছে, তাদের মরা বাঁচাটা আমার দেখতে হবে।

মহি। তুমি বয়সে বালিকা মাত্র—কাল থেকে এ পর্য্যন্ত এই পথশ্রম, তার পর যুদ্ধ। পেটে অন্ন জল নাই। তাদের বাঁচা মরা দেখা যে সব লোকের কাজ তারা দেখবে, তোমার বিশ্রাম প্রয়োজন।

পেয়ার। তুমি এগোও সাহেব! আমি যাচ্ছি।

মহিন। এসো। রাজা কাল সকালে তোমার সঙ্গে সাক্ষাত শেষ হলেই মুঙ্গের যাত্রা কর্ব্বেন, স্মরণ রেখো।

পেয়ার। নিশ্চয়।

(মোহান্ত মল্লের প্রস্থান)

সেকে। (পেয়ারের হস্তদ্বয় আপন হস্তে লইয়া) পেয়ার। পেয়ার! তুমি দেবতা! নিশ্চয় দেবতা!!

(সসম্ভ্রমে পেয়ারের কর-চুম্বন)

পেয়ার। (হাত ছাড়াইয়া) নে তোর ন্যাকরা রাখ। ও দিকে ময়দানে আমার চেয়ে হাজার গুণে তেজী সেপাই সব মরেছে, মচ্চে—আর ওর আমার সঙ্গে রঙ্গ দেখ। ছাউনিতে তোর ঘরে গে আমি সকালে যা খাব উজ্জুগ্ করগে যা।

সেকে। এস আমার ভাগ্যি—আমার ঘরের ভাগ্যি।

(প্রস্থান)

পেয়ার। আজ কি সুপ্রভাত আমার!! দিল্লির কাজে লাগব—দিল্লীশ্বরের প্রতিষ্ঠা রক্ষার উপলক্ষ হব—এ উচ্চ আশা কতদিন ধরে বুকের ভেতর পুষে আসছি; আজ তা পূর্ণ মাত্রায় সফল হয়েছে। আজ কি দিন আমার!! (বিলম্বে) কিন্তু কি ভয়ানক দৃশ্য আমার সম্মুখে!! কাল এতক্ষণে যারা পূর্ণ প্রাণে হেসেছে খেলেছে, আজ চোখ বুজিয়ে পড়েছে—আর উঠবে না, আর চোখ চাইবে না। লড়ায়ের নেশার হাসতে হাসতে মারা যায়, মরা যায়, কিন্তু সে নেশা ছুটলে—মাথার সে আগুন নিবে গেলে—প্রাণ ফেটে যায়; কত দীপ অসময়ে নিভে যায়, কত ঘর অন্ধকার হয়।

(প্রতি শবদেহ নিরীক্ষণ করিতে করিতে)

এই খানে তাকে শেষ দেখেছিলুম—কাপড় চোপড় রক্তে ডুবে গেছে—চোক বুজিয়ে তলওয়ার ঘোরাচ্চে। তার

পরে আর দেখি নি। কি হল—গেল কি? গেল কি? গেল কি? কই দেখতে তো পাচ্ছিনা। গেছে—মুখ বুজিয়ে নিদারুণ দুঃখ ভোগ করে গেল—কি দুঃখ, কত দুঃখ, আহা তা' কাকেও বলে যেতে পাল্লেনা। মুখ বুজে নিদারুণ দুঃখ ভোগ করে গেল। সত্যি গেল? সত্যি গেল? (বিলম্বে) আ মর ছুঁড়ি! তোর আমার বন্দুকে মৃত্যু আছে পেয়ার! সে দুস্মন গেলে তোর কি রে? তাকে তো এখানে চেত্তা-মারা দেখলে তোর সুখের কথা!! তাচ্ছিল্যের হাত এড়াবি—অপমানের হাত এড়াবি। পেয়ার! পোড়ার মুখি! সোনার ময়ূরদের মতন ফের যদি তোর চথে জল টস্ টস্ করে, ফের যদি তুই কান্না-জড়ান খোনা খোনা কথা ক'স, তো এখনি মর্‌বি—এই হাতীয়ারের চোটে এখুনি তোর ন্যাকামো আমি ঘোচাব। হুঁসিয়ার!!

কই কোথাও তোমাকে দেখতে পেলেম না—গরীব! গরীব আমার! (একটা মৃত অশ্ব সরাইয়া) সর্ব্বনাশ! মনে আশা হচ্ছিল, যখন এদের ভেতর দেখতে পেলেম না, তখন মরেনি। এই যে গেছে—গেছে—(নাসিকার রন্ধ্রে হস্ত দিয়া) না না একেবারে যায় নি। নিশ্বাস পড়ছে, কিন্তু অতি কষ্টে। (ভাল করিয়া দেখিয়া) ভয় নেই, তেমন বেশী লাগে নি—শ্রান্তিতে ক্লান্তিতে আঘাতে, বিশেষ ওই ঘোড়াটা ওর ওপর পড়াতে এমন ধারাটা হয়েছে—তেমন বেশী লাগেনি।

(রূপরাজকে সরাইয়া পরিষ্কার স্থানে স্থাপন, জল আনিয়া সর্ব্বাঙ্গে সেচন, আপন বস্ত্র ছিঁড়িয়া ক্ষতস্থান সযত্নে বন্ধন, মুখে জলদান—অতি কষ্টে রূপরাজের জলপান।)

পোড়ার মুখী আমি—রূপই আমার কাল। রূপে যদি না ডুবতুম, রূপে যদি না পাগল হতুম, তা'হলে এর আমি ধার ধারি ? ধূলি-ধূসর অঙ্গ, অচেতন—অজ্ঞান, তবু চাঁদ-মুখে চাঁদনি পড়ে বোধ হচ্ছে, যেন আকাশের ও মরা চাঁদের আলোয়, ধরার আমার এ জ্যান্ত চাঁদ ঘুমিয়ে পড়েছে !!

(রূপরাজের চুলের ভিতর হাত বুলাইতে বুলাইতে রূপরাজের বক্ষ আবরণ উন্মোচন করিয়া কৌটা বাহির করণ—তন্মধ্যে রোহিয়ানার মূর্ত্তি-অঙ্কিত অঙ্গুরী দেখিয়া।)

অই নে পোড়ারমুখি !! অই নে ! আর তোর সোনার স্বপ্ন দেখতে হবে না। ওঠ ! দেখলি ? বুঝলি ও আংটী কার ? রাণী রোহিয়ানার মূর্ত্তি-অঙ্কিত। ফের কান্না আসছে ? (তরবারি উঠাইয়া) চুপ ! নইলে আমার হাতে গেলি বলছি।

(উঠিয়া প্রস্থানোদ্যতা, ও পুনরায় ফিরিয়া)

দু' দু'বার এর প্রাণ দিলুম। লোকে বলে বার বার তিনবার—তিনবারের পর কি হবে ? দোব না দোব— (বিলম্বে) এইবার জ্ঞান হচ্ছে—ঠোঁট নড়ছে—কি যেন বলছে—

রূপ। (অজ্ঞান অবস্থায়) যদি আমার সে দিন থাক্‌তো, তা হ'লে তাকে আমার 'আমার' কত্তুম। ভুলে গিছলুম, কিন্তু সে আমার মনে আবার যা একদিন ছিলুম, তাই হবার বাসনা জাগিয়ে তুলছে। রোহিয়ানা! জীবনের এ অন্ধকার অধ্যায়ে কেন তুমি আমায় দেখা দিলে !!

পেয়ার। রোহিয়ানা—শুন্‌লি? তোর শ্রমের পুরস্কার পেলি, রোহিয়ানা! নে! (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) তুমি মর—হাবিলদার! তুমি মর—আমি কায়মনোবাক্যে বল্‌ছি যেন আর তোমায় না জাগতে হয়—তুমি মর। পেয়ার! দূর হয়ে যা'! সর্ব্বনাশি! তুই যদি এখনও এখানে এর কাছে থাকিস্ তো তোর মুখ দর্শন করবো না, চল্ (যাইতে যাইতে ফিরিয়া) না, এক্ষেত্রে আমি কি আমায় ভুলে যেতে হবে। দিল্লির জন্যে—দিল্লির খাতিরে—এ কাফেরের প্রাণরক্ষা কর্ত্তে হবে। এমন সেপাইকে দিল্লির ভবিষ্যতের জন্য বাঁচাতে হবে !

(সর্ব্বাঙ্গে জল সেচন)

জাগছে, জ্ঞান হয়েছে, এই বার সরে যাই। সোণার ময়ূর-প্রত্যাশী হাবিলদারকে আমি বাঁদির মত সেবা করছি, এ কথা ও জান্‌লে আমার বড় মর্ম্মান্তিক হবে।

(পেয়ারের প্রস্থান।)

রূপ। (জাগিয়া) আমি কোথায়? ওঃ মনে পড়েছে। যুদ্ধের ময়দানে। মরি নি! মৃত্যুও আমায় স্পর্শ কর্ত্তে কুণ্ঠিত !!

পেয়ার। হাবিলদার! বড় চোট লেগেছে? দেখি। এ সব কে বেঁধে দিলে? ঠিক হয়নি। বাঃ আমি বড় পাজী—তোমার কথা এতক্ষণ আমার খেয়ালই ছিল না। অথচ তোমার লড়াই দেখে কাল আমি অবাক হয়েছিলাম।

রূপ। পেয়ার! ভাই! কাল তোমার বীরত্বে ছাউনি বেঁচেছে। তোমার গৌরব অক্ষয় হোক!!

পেয়ার। ছি সাহেব! (শবরাশি দেখাইয়া) ওরা আমার ওখানে পড়ে থাকতে গৌরব আমার? ওদের রক্তে ছাউনি বেঁচেছে, গৌরব—ওরা প্রাণ দিয়েছে—ওদের।

রূপ। আমার সব ধোঁয়ার মত মনে পড়ছে।

পেয়ার। যাক্, সে সমস্ত মনে পড়বার সময় আছে। এখন তুমি বড় দুর্ব্বল, আমার কাঁধে ভর দিয়ে দেখ দেখি উঠতে পারো কি না। তোমাকে একটু কিছু খেতে হবে। উঠতে পার্‌বে কি? না—অমনি শুয়ে শুয়ে খাবে।

রূপ। তুমি কি খেয়েছ ভাই? নিজে না খেয়ে আমাকে খাওয়াচ্ছ—তুমি দয়ার সাগর!!

পেয়ার। (স্বগতঃ) ভাল হয়ে উঠে আমায় কৃতজ্ঞতা জানিও—আর তাকে জানিও—দূর দূর আমি কি হয়ে গেলুম!! (প্রকাশ্যে) আমি অনেকক্ষণ খেয়েছি সাহেব! আমি কি আর তোমার জন্যে বসে আছি। উঠতে পার্ব্বে কি?

রূপ। (কষ্টে পেয়ারের স্কন্ধ ধরিয়া উঠিয়া) কই চোট্ চোট্ বিশেষ লেগেছে বলে বোধ হচ্ছে না। শ্রান্তিতে বেশী

অবশ হয়েছিলাম বোধ হয়। (দুগ্ধ পান করিয়া) এ সব আমায় বেঁধে দিলে কে?

পেয়ার। বোধ হয় লোক জন এদিকে এসেছিল, তারাই বেঁধে দিয়েছে। আমার কাঁধে ভর করে আস্তে আস্তে এটুকু যেতে পার্ব্বে কি?

রূপ। চল দেখি, বোধ হয় পাল্লেও পাত্তে পারি।

পেয়ার। (স্বগতঃ) আর না—এইবার সেকেন্দারের ঘরে যে কিছু নিজের জঠরে দিতে হবে।

[পেয়ারের কাঁধে ভর করিয়া কষ্টে রূপরাজের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

দরবার।

টোডরমল, মোহান্তমল, মালঞ্চনাথ, রোহিয়ানা,
মহম্মদখাঁ, মুসীম ও সেকেন্দার।

টোডর। (মহিনের প্রতি) সে বীরবালিকা কোথায় ?

মহিন। যুদ্ধের ময়দানে, আহতদের ব্যবস্থা কচ্ছে। এরা বলে—ওই যে আসছে—

টোডর। আশ্চর্য্য বীরত্ব !! অদ্ভুত কাহিনী !! চিরদিন ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকবার ঘটনা !!!

(পেয়ারের প্রবেশ ও টোডরমলকে অভিবাদন)

পেয়ার। (স্বগতঃ) আনন্দে, ত্রাসে, উদ্বেগে, হৃদয় কম্পিত হচ্ছে। সমস্ত অতীত জীবনের সুখ স্বপ্ন, আজ প্রকৃত ঘটনায় পরিণত হল। উচ্চ আশার স্বর্ণ-সুমেরু-শিরে আজ আমি উপনীত। তবু—

টোডর। (দণ্ডায়মান হইয়া—পেয়ার উদ্দেশে) বীর-বালিকা তুমি দিল্লির গৌরব—ভারতের গৌরব। দিল্লীশ্বর জগদীশ্বর মহাসম্রাট আকবর সা যখন এ বান্দাকে বঙ্গ বিহারের শাসনকর্ত্তা-পদে নিযুক্ত করেন, তখন তিনি বঙ্গ বিহার প্রদেশে মোগল সিংহা-

সনের প্রকৃত শুভানুধ্যায়ী কর্ম্মবীর সমূহের কৃতকর্ম্মের পুরস্কারের কারণ, তার স্নেহের নিদর্শন স্বরূপ কতকগুলি বহুমূল্য দ্রব্য সামগ্রী আমার নিকট গচ্ছিত করেন—এবং তাঁর প্রতিনিধি স্বরূপ আমার বিচারানুযায়ী সে সমস্তের বিতরণের ভারও আমাকে অর্পণ করেন। আমি জানতেম না, এত শীঘ্র সে শুভ বিতরণ কার্য্যের আরম্ভ হবে। কন্যা কেবল তোমার অসাধারণ বীরত্বে বাদসার পরগণা বিদ্রোহীর হস্তে রক্ষা পেয়েছে। (গলায় মুক্তামালা পরাইয়া) সুন্দরি! বাদসার প্রতিনিধি স্বরূপ আমি তোমার অসাধারণ কার্য্যের পুরস্কার জ্ঞানে বাদসা-প্রদত্ত এই অমূল্য মুক্তামালা তোমার কণ্ঠে অর্পণ কল্লেম—আশা করি, মোগল-সিংহাসনে তোমার ভক্তি অচলা থাকবে—মোগলসাম্রাজ্য-সংরক্ষণে তোমার বিক্রম অটুট থাকবে। বড় বড় সেনাপতির আদর্শ হয়ে তুমি দীর্ঘ-জীবন ভোগ কর। দিল্লির নামে আমি তোমায় ধন্যবাদ করি—বাদসাহ আকবর সাহের নামে আমি তোমাকে তাঁর স্নেহোপহার অর্পণ কল্লেম।

(সকলের জয়ধ্বনি।)

পে। (আবেগ-কম্পিত-কণ্ঠে) দিল্লির জয় হোক্—দিল্লীশ্বর জগদীশ্বরের জয় হোক্! (সকলের জয়ধ্বনি)

পে। (মুক্তাকণ্ঠী গলা হইতে খুলিয়া, মস্তকে ছোঁয়াইয়া, টোডরমল্লের পদতলে রাখিয়া)

মহারাজ! এ আমার পরবার নয়।

টোডর। (বিস্ময়ে) তোমার পরবার নয়—তার অর্থ কি? বাদসার দান—তোমার পরবার নয়?

পেয়ার। মহারাজ! আমি পাটনা রক্ষা করিনি—আমি পাটনা রক্ষা কর্ব্বার মধ্যে কেবল ক্রোশ কতক সওয়ার হয়ে ছুটে লোক ডেকে এনেছিলুম। আমার অবস্থায় কে এ টুকু না কোত্তো? দিল্লীশ্বরের সেনা হয়ে এ টুকু যদি আমি না কত্তুম, তাহ'লে আমাকে কুত্তোর মতন গুলি করে মেরে ফেলা উচিত হ'ত। পাটনা রক্ষা আমি করিনি—তবে কে পাটনা রক্ষা করেছে, আমি স্বচক্ষে দেখিছি। এক জন অজানা, অনামা, অসামান্ত বীর—দিল্লীশ্বরের নিম্ন পদস্থ সৈনিক। আমি দেখিছি—তার ওপরওয়ালারা কতক পড়েছে, কতক পালিয়েছে, সে গ্রাহ্য করেনি—পাঁচ সাত দশ জন লোক নিয়ে সেই রোদে, রক্তাক্ত কলেবরে, পাঁচ সাত ঘণ্টা কাল পাঠানকে হটিয়ে রেখেছে—ছাউনির দোর ছাড়েনি—একবার ছাউনির ভেতর পঁহুছিতে পাল্লে, পাঁচ হাজার লোক এলেও পাঠানদের নড়াতে পাত্তো না—পাটনা যেতো। পাঠানরা—শত্রুরা—তার লড়াই দেখে অবাক হয়ে গেছে; তাকে খেলাৎ কব্‌লে যুদ্ধে নিরস্ত হতে বলেছে—উত্তরে সে দ্বিগুণ তেজে পাঠানের ঝাঁকের মধ্যে নিশ্চিত মৃত্যুর কবলে ছুটে গেছে—এমন সময় আমি হাতিয়াড়ী নিয়ে এসে পঁহুছুই। এ আমার স্বচক্ষে দেখা মহারাজ! এখন বলুন, পাটনা বাঁচিয়েছে কে? ও মুক্তামালা কার? আপনাকে

অনুরোধ করি, ও অমূল্যরত্ন যার প্রাপ্য তাকে দান করুন।

টোডর। সুন্দরি! আমার হুকুম অবজ্ঞার নয়। ভাল যে বীরের কথা তুমি বলছ, সে কে?

পেয়ার। সে কে? বীরের রাজত্বে, বীরের নিকট সে কে—এ প্রশ্ন লজ্জার কথা। সে বড়র বড়—সবার বড় বীর; এখানে সকলেই তা জানে—আর জানে বলেই, যে সমস্ত কাজ করা অন্যের সাধ্য নয়—সে সমস্ত কাজ তাকে দিয়েই করান হয়। তবে হাজার বীর হলেও অভাগ্য দোষে এখানকার সেনাপতি মহম্মদ খাঁর সে চক্ষুশূল—কাজেই সে কি করে, তার গুণ, ঘুণাক্ষরেও দিল্লিতে পঁহুছোয় না। কালকের যুদ্ধে আমি তার যে চেহারা দেখিছি, তার সে চেহারা বাদসা নিজের চোখে দেখলে, মহারাজ! আপনি ও মুক্তাকণ্ঠী আমাকে দিতে আসতেন না।

টোডর। (হাসিয়া) বালিকা! তোমার দয়ার অন্তঃকরণ।

পেয়ার। মহারাজ! আমার অবিচারের অন্তঃকরণ নয়। দয়া আমার মধ্যে অতি অল্প বাস করে।

মহ। (স্বগত) রহ পাপিষ্ঠা! তার একেবারে শেষ না হলে, আমার এবং তোমার শান্তি নাই।

টোডর। ভাল, তোমার এ বীরের নাম কি?

পেয়ার। তা আমি ঠিক জানি না—তবে এ ছাউনিতে সে গরীব সিং বলে আপনাকে পরিচিত করে।

টোডর। আমি তার নাম শুনেছি বটে—একজন ভাল সেপাই—কিন্তু—

পেয়ার। মহারাজ! তার সম্বন্ধে কিন্তু টিন্তু নেই—সে একজন কিন্তু-বর্জ্জিত ভাল সেপাই।

টোডর। ভাল তুমি নিশ্চিন্ত থাক। আমি তার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে তাকে শীঘ্রই পুরস্কৃত কোর্ব্বো। দিল্লীশ্বরের রাজ্যে অবিচার নাই। আমার অনুরোধ এবং আজ্ঞা, তুমি তোমার বীরবক্ষে ও মুক্তাকণ্ঠী সানন্দে সজ্জিত রাখ। (অন্যান্যের প্রতি) অনতিবিলম্বেই বিশেষ প্রয়োজনীয় কর্ম্মসূত্রে আমাকে মুঙ্গের যাত্রা করতে হবে। সভাভঙ্গ হোক্।

[সভাভঙ্গধ্বনি, সকলের প্রস্থান।]



ষষ্ঠ অঙ্ক।

—:•:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

মুঙ্গের।

(ছাউনির সম্মুখস্থ প্রাকৃতিক নির্ঝর-মূল—উপল-খণ্ডে বামহস্ত রাখিয়া অর্দ্ধশয়ানাবস্থায়, পেয়ার।)

পে। কতক্ষণ এখানে বসে ভাবছি—কি ভাবছি, কিছুই ভাবছি না—অথচ ভাবছি। দেহ অলস হয়েছে—এখানে থেকে যেন উঠতে ইচ্ছে কচ্ছে না। ইচ্ছে কচ্ছে, এইখানে শুয়ে ঘুমুই। কেউ যেন আমাকে না ডাকে—কখন যেন না ডাকে। ভাবনা বলে কোন কিছু আছে, তুমাস আগে তা জানতুম না। হাসি খেলা, গান গাওয়া, হাতীয়ার ধরা, ছুটোছুটী, জীবনতো এই ক'টা নিয়ে—এই জানতুম। কোথা থেকে ভাবতে শিখলুম? তুদিনের ভেতর জীবন এমন ভারি হ'য়ে পড়ল কেন? কেন এত অলস হলুম? কেন ওর মত হলুম না? ওই রূপ, ওই লাবণ্য, অমনি ঢং, ময়ুরের মত রং ঢং আমার যদি হ'ত, তাহলে কি—(বিলম্বে) ধিক্! ধিক্! আমার বেঁচে থাকায় ধিক্!! পেয়ার! তুই কি করে এত

বদলে গেলি? দু'দিনের ভেতর একেবারে এতটা মেয়েমানুষ বনে যেতে লজ্জা কচ্ছে না? ঘেন্না হচ্ছে না? তুই তার কাছ থেকে প্রতিশোধ না নিয়ে, তফাত হলি? এতটা অপমানের—এতটা অবজ্ঞার—এতটা লাঞ্ছনার—প্রতিশোধ না নিয়ে তুই তার কাছ থেকে তফাত হয়ে এলি? শত শত লোক তোর পানে চেয়ে আছে চোকের কোণেও তুই তাদের পানে চাইলিনি—আর যাকে চাইলি, সে তোকে চাইলে না। ভাব দেখি—একবার ভেবে দেখ দেখি—অপমানটা কত? ওঠ্—ওঠ্ (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) কুঁড়েমো ছাড়্—মেয়েমানুষী ছাড়্—দুস্‌মনের কথা ভাব্—প্রতিশোধের কথা ভাব্—হাতীয়ার বুকে ছুঁইয়ে বুক ঠাণ্ডা কর্।

[পাটানার ছাউনির জনৈক সৈনিকের প্রবেশ।]

কি রে! তুই কখন এলি—এদের সঙ্গে এখানে এসেছিস?

সৈ। এই আসছি।

পে। কেমন করে এলি?

সৈ। পাঠানের সাজে—

পে। কোন জরুরি কাজে?

সৈ। তোমারই কাছে। বলে দেছে কাজ বড় জরুরী—কিন্তু কি তা' আমি জানি না। সেকেন্দার সাহেব এই পত্র তোমাকে দিয়েছেন।

পে। এই পত্র দিয়ে তোকে একলা এতদূরে আমার কাছে

পাঠিয়েছে? নিশ্চয়ই কিছু জরুরী ব্যাপার। একজন লোক ডেকে আন দেখি, যে লেখাপড়া জানে—এই পত্র খানা পড়্‌তে পারে। যাকে পয়লা দেখ্‌বি, তাকেই আমার নাম করে নিয়ে আস্‌বি। শীগ্‌গির যা'।

সৈ। এলুম বলে।　　　　[প্রস্থান।]

পে। নিশ্চয়ই সেকেন্দার কোন বিপদে প'ড়েছে। সেকেন্দার আমার বড় অনুগত—আহা!

[জনৈক বৃদ্ধকে লইয়া সৈনিকের পুনঃ প্রবেশ।]

পে। (বৃদ্ধের প্রতি) ভাই সাহেব! এই চিঠি খানায় কি লেখা আমাকে পড়ে শুনাও ত—

(বৃদ্ধের পত্র পাঠ।)

ছাউনিতে বড় গোলযোগ। মহম্মদ খাঁকে সা আলম ঘুসিয়েছে। ঘুসিটা তত ভারি নয়, তবে সা আলম কর্ত্তাকে খুন করবে বলে শাসিয়েছিল। সা আলম ফাটকে। বিচার হয়েছে—পরশু সকলের সাম্‌নে তাকে গুলি করে ফউত করা হবে। যে দিন তোমরা সকলে মুঙ্গেরে যাও, সেই দিনই তোমাদের ছাড়বার একটু আগে–সা আলম সোনার ময়ূরের সঙ্গে দেখা করে ফিরে আস্‌ছিল, সেই সময়ে পথে মারামারিটা হয়—বোধ হয় ব্যাওরা সোনার ময়ূরকে নে। তোমাকে এ কথা জানান উচিত ভেবে, জানালুম।

তোমার চিরকেলে গোলাম

সেকেন্দার।

পে। (চিত্রের ন্যায় অবিকম্পিত ভাবে) আবার পড়।

(বৃদ্ধের পত্র পাঠ ও পেয়ারকে পত্রদান।)

পে। (পাগলের ন্যায়) গুলি কর্‌বে? পরশু গুলি করে মারবে? (বৃদ্ধের মুখের পানে চাহিয়া) এর মূল সোনার ময়ূর—নইলে সে এত দিন লাঞ্ছনা চুপ করে সয়েছে, আজ তাত্‌বে কেন? সেই এর মূল, বুঝলে?

বৃদ্ধ। কে মূল—সোনার ময়ূর কি? বাচ্ছা! এ খবর তোমার মুখে কালি ঢেলে দিলে—যাকে মার্‌বে সে তোমার কে?

পে। (অন্যমনস্কে) আমার দুস্‌মন। এতদিনে আমার প্রতিশোধ এসে পৌঁছুল—আমি প্রতিশোধ পেলুম—প্রতিশোধ পেলুম—

[বাম হস্তে চিঠিখানা পাকাইতে পাকাইতে অন্যমনস্কে প্রস্থান।]

বৃদ্ধ। (সৈনিকের প্রতি) সে লোকটা এ বাচ্ছার কে?

সৈ। বল্লেতো দুস্‌মন—কাফের আমাদের দুস্‌মন ছাড়া কি কুটুম্ব হবে?

[উভয়ের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজা টোডরমলের কক্ষ।

[টোডরমল আসীন, ভৃত্যের প্রবেশ।]

টো। কি সংবাদ?

ভৃত্য। বাইরে এক যুবক আপনার দর্শন অভিলাষে অপেক্ষা কচ্ছে। আপনার কক্ষে অপর সাধারণের প্রবেশ নিষেধ শোনায়, আমাকে এই মুক্তাকণ্ঠী দিয়ে বল্লে—আপনার প্রদত্ত এই মুক্তাকণ্ঠীর অধিকারীই, আপনার বর্ত্তমান সাক্ষাত-প্রার্থী। বল্লে, প্রয়োজন গুরু—সাক্ষাতের শীঘ্র প্রয়োজন।

টো। মুক্তাকণ্ঠী প্রত্যর্পণ করে তাকে শীঘ্র এখানে নিয়ে আয়।

ভৃত্য। যথা আজ্ঞা।

[প্রস্থান।]

[পেয়ারের প্রবেশ ও অভিবাদন।]

টো। এস পেয়ার! মুঙ্গেরে কবে এলে?

পে। মহারাজ! যে দিন আপনারা আসেন আমিও সেই দিন এসেছি। পাটনায় এদানি আমার শরীর আর মন বড় খারাপ হয়ে পড়ছিল। মহারাজ! আমার আপনার নিকট একটা ভিক্ষা আছে। (জানু পাতিয়া—

কৃতাঞ্জলি পুটে) বিশেষ ভিক্ষা আপনাকে অনুগ্রহ করে পূর্ণ কত্তে হবে—এখনই পূর্ণ কত্তে হবে।

টো। কি ভিক্ষা ?

পে। এক জনের জীবন ভিক্ষা—এক জন মহাবীরের জীবন ভিক্ষা—কয় দিন পূর্ব্বে যার কথা আপনাকে আমি বলেছিলাম। পাটনায় যার জন্য সে দিন দিল্লির মুখ রক্ষা এবং মান রক্ষা হয়েছে—অলীক বিদ্রোহ অপরাধে পরশু প্রভাতে তাকে কুকুরের মত গুলি করে মারবে।

টো। কে ? তোমার সেই সেপাই ?

পে। (ঈষৎ উচ্চস্বরে) দিল্লীর কার্য্যে সে সেপাই— সুতরাং সে আমার সেপাই বটে—এবং সে হিসাবে আপনারও সেপাই—আমাদের সকলকারই সেপাই। মহারাজ ! এই মাত্র পাটনা থেকে আমি এই পত্র পেলাম—এ পত্র পাঠ করে দেখুন—কেন সে মরবে, কি রকমে মরবে।

(টোডরমল্লকে পত্র প্রদান।)

আমার ধর্ম্মের নামে, আমার জাতীয়ত্বের নামে, দিল্লির নামে, আমি শপথ করেছি— তার মাথার একগাছি চুল কেউ না স্পর্শ করে। মহারাজ ! দয়া করুন, আমাকে সে শপথ হতে মুক্ত করুন।

টো। (পেয়ারের করে পত্র প্রত্যর্পণ করিয়া) ভয়ানক অপরাধ !! সৈনিকের পক্ষে এ অপেক্ষা গুরুতর অপরাধ নাই। উচ্চপদস্থকে অপমান বা অবজ্ঞা করা। সুন্দরি ! তুমি পাগলের মত কথা কইছ। তার অপরাধের উচিত

শাস্তি নির্দ্ধারিত হয়েছে। আমাকে অনুরোধ করায় তোমার ফল নাই—আমি এ বিষয়ে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ কত্তে অক্ষম।

পে। মহারাজ! দয়া করুন—একটু অপেক্ষা করুন—আমার সব কথা শুনুন—

টো। অপেক্ষা কত্তে পারি—তোমার কথাও শুনতে পারি—কিন্তু এ ব্যাপারে এদিক ওদিক আমি কত্তে পারি না—কিছুতেই পার্ব্ব না। সেনা-সম্প্রদায়ে নীতি-রক্ষার উপর আমি চিরকাল সূক্ষ্ম দৃষ্টি করি—বিদ্রোহ অপরাধে আমার নিকটে তোমার শাস্তি লাঘবের আশা বাতুলতা।

পে। মহারাজ! শুনুন। আপনি দণ্ড মুণ্ডের বিধাতা—আপনার ধৈর্য্যচ্যুতি অনুচিত। মহারাজ! আমি যার কথা বলচি, তাকে আপনি জানেন না। লোহায় তার বুকের নির্ম্মাণ—তাই সে বুক এখনও ভেঙ্গে চুরমার হয়নি। আমি জানি তাই বলছি—আমি দেখেছি তাই বলছি। ধরণী অপেক্ষা তার ধৈর্য্য অধিক—ধরণী অপেক্ষা তার বক্ষে পদাঘাত অধিক। তার জীবনের একটু আলো কেবল মরণের আশা। যদি পাটনার যুদ্ধে তার যে মূর্ত্তি আমি দেখিছি, আপনি তা দেখতেন, বুঝতেন সে কে—সে কি—

টো। সর্ব্ব বিষয়ে তুমি যেমন বলছ যদি সে সত্যই অত ভাল হয়, তা হলে তার অপরাধ আরও গুরুতর।

অজ্ঞানের জ্ঞানহীনতা ওজর হতে পারে, এর তা হতে পারে না।

পে। না মহারাজ! আপনি যা' বলছেন তা ঠিক নয়। যার বুকে রক্ত আছে—যে জানোয়ার নয়—সে যদি বার বৎসরের ভেতর একদিন ভোলে সে গোলাম নয়, সে সেপাই, তার অপরাধ মার্জ্জনীয়। আপনি যাই বলুন, 'আমার' মত তাই। আমার চেয়ে দিল্লীশ্বরের ভক্ত কজন আছে জানি না—কিন্তু তার ওপর তার সেনা-পতির অকারণ এক-গড়ে অত্যাচার দেখে, আমারই সময়ে সময়ে অসহ্য বোধ হয়েছে। পাটনার ছাউনি যদি ছারে খারে যায়, তথাপি আমার ইচ্ছা হ'তো সে তার শত্রুকে একবার শিক্ষা দেয় ,দিক। কিন্তু তা সে করেনি—করেনি মরবার ভয়ে নয়। মৃত্যু অপেক্ষা তার আরাধ্য বন্ধু অন্য কিছু নাই। পাছে সম্প্রদায়ে নীতি-ভঙ্গ হয়, সেই ভয়ে করেনি। যে সেপাই-অন্ত প্রাণ—পাছে তার খাতিরে তাদের অনিষ্ট হয়, সেই ভয়ে করেনি।

টো। তোমার কথা শুনে আমি দুঃখিত হচ্ছি—কিন্তু আমি বলেছি এ বিষয় নে তোমার আমার সঙ্গে তর্ক করা নিষ্ফল। আমি এতে কিছু কত্তে পার্ব্ব না।

পে। আপনাকে কিছু না কিছু কত্তে হবেই মহারাজ! আপনি আমার চক্ষে বাদসা, আপনি আমার চক্ষে দুনি-য়ার মালিক, তাই আপনাকে বলছি—আপনাকে কিছু

না কিছু কত্তে হবেই। যদি তার জীবন দিতে না পারেন—তার মৃত্যুর পর সেই মিথ্যুক কাপুরুষ তার প্রাণ হন্তা মহম্মদ খাঁর চরিত্র আলোচনা কত্তে হবে। কিছু আপনাকে কত্তে হবেই মহারাজ! আবার বলি, আপনি জানেন না— সে কে—তার প্রকৃতি কি—

টো। সে যে একজন বিদ্রোহী সেপাই, তাতো জেনেছি —তার অধিক আমার জানবার প্রয়োজন নাই।

পে। সে যদি বিদ্রোহী হয় তো আমি বিদ্রোহী—মহারাজ! আপনিও বিদ্রোহী। ভীরুকে স্ত্রীলোকের নাম, স্ত্রী-লোকের মান, কি মর্য্যাদার বস্তু—তাই শিক্ষা দিতে গিয়ে সে মচ্ছে। সে স্ত্রীলোক আপনারই কন্যা—রাণী—

টো। (অত্যন্ত ক্রোধে) চুপ রও হারামজাদি! সাবধানে কথা কও—

পে। (টোডর মলের ক্রোধে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া) মহারাজ! আপনার কন্যার মর্য্যাদার মূল্য স্বরূপ সে জীবন বিস-র্জ্জন কচ্ছে—

টো। ফের? ওরে কে আছিস—

[রোহিয়ানার প্রবেশ।]

রো। (সোদ্বেগে) মহারাজ! আমার বিশ্বাস পেয়ারের কথা সত্য।

টো। রাণী রোহিয়ানা! ছাউনির সেপায়ের মুখে তোমার নাম? তোমার জন্যে ছাউনির সেপাই একটা প্রাণ

বিসর্জ্জন করে—এ কথা তুমি আমাকে বিশ্বাস করাতে এস ?

রো। সে একটা সামান্য সেপাই নয়—সে আমার পরিচিত।

টো। (সক্রোধে) কি—সে সেপাই রাজা টোডর মল্লের কন্যার পরিচিত ? ভাল—কে সে তোমার পরিচিত ? তার নাম কি ?

পে। (রোহিয়ানার করে ধরিয়া) আর সময় নেই—বল বোন্! তুমি নিশ্চয়ই তার নাম জান—হয় তো মহারাজা ও জানবেন—বল। এখন তার শপথের কথা ভেবো না—তার প্রাণ রক্ষার কথা ভাব—তার মান রক্ষার কথা ভাব—পুরুষের, বীরপুরুষের, মান রক্ষার কথা ভাব।

রো। মহারাজ! সে সেপাই আমাদের পরম আত্মীয় ;—বাদসার ভূতপূর্ব্ব শরীর রক্ষক—কুমার রূপরাজ সিংহ।

টো। কে রূপরাজ সিংহ ?

রো। রাজা মালঞ্চনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা—যার সম্পত্তি পেয়ে মালঞ্চনাথের রাজা আখ্যা—সেই রূপরাজ সিংহ—

টো। সেতো মরে পুরাতন হয়ে গেছে—তুমি কি পাগল ?

রো। পাগল নই মহারাজ! তিনি মৃত নন—আমি তাঁর পরিচয় পেয়েছি—তাঁকে চিনেছি।

পে। মহারাজ! সময় নেই—এখান থেকে পাটনা অনেক দূর—এখন থেকে তার মৃত্যুর ব্যবধান কাল অল্প।

টো। (বিচলিত কণ্ঠে) রূপরাজ বেঁচে—ওই অবস্থায়—ওরে কাগজ কলম—

(ভৃত্যের কাগজ কলম আনয়ন ও টোডর মল্লের লিখন।)

আমি স্বয়ং গিয়ে এ ব্যাপারের যতক্ষণ না তত্ত্ব অনুসন্ধান করি, ততক্ষণ দণ্ডাজ্ঞা রহিত কল্লম। কে আছিস্— শীঘ্র লোক দিয়ে এ পরওয়ানা পাটনায় পাঠা—

[দুইজন দৌবারিকের প্রবেশ।]

পে। মহারাজ! আপনি আমাকে ও দণ্ডাজ্ঞা অর্পন করুন— আর একটী শ্রেষ্ঠ অশ্ব দিবার হুকুম করুন। দিন মহারাজ! সময় নাই।

টো। তুমি? তুমি এতদূর এই সময়ের মধ্যে যেতে পার্ব্বে? অথবা আমি বিস্মৃত হচ্ছি, তুমি বীর চূড়ামণি, তোমার অসাধ্য কিছু নাই। এই বয়সে আমি বীরত্বের এবং মহত্বের পরিচয় অনেক পেয়েছি—তোমার মত কারও পাইনি—এই লও।

(কাগজ প্রদান।)

পে। (পরওয়ানা লইয়া—আভূমি প্রণত হইয়া।) দিল্লীশ্বরের জয় হোক্—মহারাজার জয় হোক্!
(রোহিন্নানার প্রতি) বোন্! আল্লা তোমায় চিরসুখে রাখুন।

[পেয়ারের বেগে প্রস্থান।]

রো। (স্বগতঃ) এ বালিকা মানব-রূপিণী দেবকন্যা—শাপ-ভ্রষ্টা—ওর মনের আলোর সম্মুখে সূর্য্যের আলো অন্ধকার।

টো। এ রহস্যের মূল কি, শুনবো এসো।

রো। চলুন।

[প্রস্থান।]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বনপথ।

আগা খাঁ ও পাঠানগণ।

আ-খাঁ। ঠিক দেখেছিস্ ?

১ম পা। ঠিক দেখেছি—আমি এতক্ষণ তার পেছু নিছলুম। সে ঘোড়াকে বোধ হয় জল খাওয়াতে, কি কি কত্তে নাবলো—আমিও চলে এলুম।

২য় পা। ওই আগে কে একজন পথিক আসছে না ?

৩য় পা। কই ? হাঁ—ওই আসছেই তো বটে।

আ-খাঁ। ও কেউ পান্থ হবে। সে সওয়ার—হেঁটে আসবে না।

১ম পা। দেখাচ্চে কিন্তু সেই রকম।

আ-খাঁ। আরে দূর—সে এই পথে হেঁটে আসবে ? তোরা কি খেপলি ?

১ম পা। দেখাচ্চে কিন্তু সেই রকম। (সম্মুখে নিরীক্ষণ

করিয়া) নিশ্চয় সেই—এই তো এসে পড়লো। আচ্ছা, আসুন, আমরা একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখি।

আ-খাঁ। (জনৈক পাঠানের প্রতি) আরব বাহাদুর কি তফাত হয়ে পড়েছেন?

৩য় পা। না।

আ-খাঁ। খবর দে। (জনৈক পাঠানের প্রস্থান) এস আমরা লুকিয়েই দেখি—লোকটা কে।

১ম পা। লোকটা কে, তা' আর দেখতে হবে না—ওই তো এল।

[পাঠানগণের প্রস্থান।]

[পেয়ারের প্রবেশ।]

পে। এই দিক থেকেই তো পাঠানরা আমার পানে ঘোড়া ছোটাচ্ছে দেখলুম—কোথায় গেল? হায়! হায়! কি কল্লুম—কি কল্লুম! কেন পরওয়ানা আমি নিয়ে এলুম—আর কাকেও দিলুম না কেন? পাঠানদের ধরা দিতে এলুম, ভাবলুম তারা আমায় মার্ব্বে, কিন্তু তাতে তাকে বাঁচাতে পার্ব্ব। আর তাকে বাঁচাবার অন্য উপায় কি? তারা এইদিকে রয়েছে দেখে এইদিকে এলুম—কিন্তু কই—তারাও আমার কপালে সব সরে পড়্‌ল।

[বেগে চীৎকার শব্দে উন্মুক্ত অসি হস্তে আরব বাহাদুর এবং আগা খাঁ প্রমুখ পাঠানগণের প্রবেশ এবং পেয়ারকে আক্রমণের উদ্যোগ।]

পে। আমি তোমাদের ধরাই দিতে এসেছি—পরাজিত শত্রুর

সহিত তোমরা যথেচ্ছা ব্যবহার কত্তে পার। তোমাদের প্রধান কে?

(পাঠানগণের জয় ধ্বনি।)

আঃ বা। (পাঠানগণের প্রতি) সকলে স্থির হও——

পে। (আরব বাহাদুরের প্রতি) আমি তোমাদের বন্দী। আমি শুনেছি আমার কাটা মাথা তোমাদের শিবিরে যে নে যেতে পার্ব্বে, সে দশ সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক পাবে। (মাথা নামাইয়া) আমি স্বেচ্ছায় মাথা দিচ্ছি, নে যাও। কিন্তু তোমরা শত্রু হ'লেও বীর—বীরের নিকট আমার প্রার্থনা, পরাজিত শত্রুকে নিহত কর্ব্বার পূর্ব্বে তার একটী কথা—একটী ভিক্ষা, শুনতে হবে।

আঃ-বা। (পাঠানগণকে পশ্চাতে সরাইয়া ও আপনি পেয়ারের সন্মুখীন হইয়া) বল।

পে। শত্রু, মিত্র, যুদ্ধক্ষেত্রে। কিন্তু সকল অবস্থায়, সকল সময়েই—বীরের অন্তঃকরণে মহত্বের বাস। আমাকে এই মুহূর্ত্তে কাট—কিন্তু আমাকে কেটে আমার এক জনকে তোমাদের বাঁচাতে হবে। দেখ, পাটনার ছাউনিতে কাল প্রাতঃকালে একজন সেপাইয়ের অলীক বিদ্রোহ অপরাধে মৃত্যু অবধারিত। সে দোষী নয়—(কাগজ বাহির করিয়া) আমি মুঙ্গেরে রাজা টোডর মলকে সমস্ত বৃত্তান্ত বুঝিয়ে, কাল তার মৃত্যু রহিত কর্ব্বার এই পরওয়ানা নিয়ে পাটনার পানে ছুটছিলেম। পথে আমার ঘোড়া কাবু হয়ে পড়লো। সময় অল্প—কাযেই বুঝ-

লুম একটী টাটকা ঘোড়া না পেলে, অথবা অন্য লোককে দে এ পরওয়ানা পাঠাতে না পাল্লে, তার জীবন যায়। এমন সময় তফাতে তোমাদের দঙ্গলের দিকে আমার নজর পড়লো। আমি বলেছি আমার মাথার উপর তোমাদের মূল্য ধার্য্য আছে, তা আমি জানতেম। তাই ভাবলেম আমার মাথা যদি তোমাদের দেবার জন্যে উপস্থিত করি, তো তার বিনিময়ে এ অনুরোধটী আমার তোমরা নিশ্চয় পালন কর্ব্বে। নির্দ্দোষী শত্রুকে নিশ্চয়ই অপঘাত হতে রক্ষা কর্ব্বে—কেন না তোমরা শত্রু হলেও বীর, সুতরাং তোমাদের দ্বারায় আমার কার্য্য উদ্ধার কোর্ব্বো ভাবলুম। নাও, একজনকে পাঠাও—এখুনি পাঠাও, সে সেখানে গে আমার নাম করে যেন বলে, আমি তাকে এ পরওয়ানা দিইছি, তা'হলে তার কোন বিপদ হবে না—আর সে মুমুর্ষুর প্রাণ রক্ষা হবে। এখন আমাকে মার—এখন মলে আমার শান্তি হবে।

আ-বা। (স্বগতঃ) এ নারীর পদধুলি-স্পর্শে পুণ্য আছে—

আ-খাঁ। (স্বগতঃ) এ বীরতা কত পুণ্যের ফল!!

আ-বা। যে সেপাইকে বাঁচাবার জন্যে, তুমি আমাদের অনুরোধ কোচ্চো—তাকে আমরা চিনি?

পে। বোধ হয় চিনতে পার। পাটনার যুদ্ধে যাকে তোমরা টাকা কবুলে যুদ্ধ হতে নিরস্ত হতে বলেছিলে।

আ-বা। বটে? তার মাথার ওপরও তোমার ন্যায় আমাদের মূল্য ধার্য্য আছে। কি অপরাধে তার মৃত্যু—

পে। তার অপরাধ তার পরার্থপরতা—তার অপরাধ এক·বার—একবার—তার মনে পড়ে গিছলো, সে গালাম নয়—বীর।

আ-বা। আমাদের ভেতর এলে তোমার মৃত্যু স্থির—কিন্তু সে মৃত্যুর মূল্য স্বরূপ আমাদের নিকট হতে এই পরও·য়ানাবাহী একজন দূত ভিক্ষা পেতে পার—এই আশায় স্বেচ্ছায় আমাদের এসে তুমি ধরা দিয়েছ ?

পে। এখুনি—এই মুহূর্ত্তে—তোমরা সকলে মিলে একত্রে হাতিয়ারের আঘাতে আমাকে টুকরো টুকরো করে ফেল—কিন্তু তাকে বাঁচাও। বীর! বীরের প্রাণ রক্ষা কর—

আ-বা। রমণি! তুমি এবং সেই সেপাই এই দুই জন আমাদের বিশিষ্ট শত্রু—আজ আমাদের হাতে তোমার মৃত্যুতে তার দায়েও আমরা মুক্ত হতে পারি। কিন্তু আমরা পাঠান—পাঠান পশু-প্রবৃত্তি নয়। তোমার বীরত্ব, তোমার মহত্ব, মর্য্যাদার আদর্শ। তোমার ন্যায় বীরের স্পর্শে আমাদের মধ্যে অনেকের ধন্য মনে করা উচিত। এস—আমার ঘোড়া আমি তোমাকে দিইগে—সঙ্গে লোক দিইগে—তুমি তোমার কাযে যাও—পাঠানের হস্তে তোমার শঙ্কা নাই। তোমার প্রাণের মত প্রাণ অসময়ে উন্মূলিত কত্তে পাঠানের স্পৃহা নাই।

পে। (সাশ্চর্য্যে) তোমরা কি আমাকে পরিহাস কচ্ছ ? দেখ সময় বড় অল্প—এখন—

আ বা। বীর! তুমি পরিহাসের পাত্র নও—এস। সময় অল্প—

পে। কি বলব—তোমাদের কি বলে পূজা কল্লে আমার সন্তোষ হয়, আমি বলতে পাচ্ছিনা। ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন। তাকে বাঁচাতে পারি না পারি—কাল সন্ধ্যার মধ্যে আপনি এসে, আপনার হাতে আপনার মাথা কেটে দিয়ে, আমার প্রতি তোমাদের এ অতুল বিশ্বাস-স্থাপনের প্রতিদান কোর্ব্বো।

আ-বা। (হাসিয়া) পাঠান, কর্ত্তব্য কর্ত্তব্যের খাতিরে পালন করে বিবি! প্রতিদানের আশায় নয়—এস সময় অল্প।

[সকলের প্রস্থান।]

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

ছাউনির সন্মুখ।

(একদিকে মহম্মদ খাঁ, মুসীম, এবং অন্যান্য সৈনিকগণ। ঈষৎ দূরে আপাদমস্তক কৃষ্ণ বস্ত্রাবৃত রূপরাজ দণ্ডায়মান। দূরে বন্দুক হস্তে ঘাতক—মধ্যস্থলে মালঞ্চনাথ।)

মালঞ্চ। হাবিলদার গরীব সিং! তোমার চক্ষু বস্ত্রাবৃত—তুমি দেখতে পাচ্ছ না, কনক কিরণাঞ্চলা উষারাণী প্রকৃতিকে

অতুল শোভায় রঞ্জিত করে ধরণীর অঙ্কে সমাগতা হয়েছেন। আজকের প্রভাত তোমার জীবনাঙ্কের যবনিকা। শেষ যদি তোমার কিছু বলবার থাকে, বল। মৃত্যু তোমার হস্ত কয়েক দূরে তোমার সঙ্গে মিলনের অপেক্ষা কচ্ছে।

রূপ। (বিসদৃশ কণ্ঠে) মৃত্যুর সঙ্গে আমিও মিলনের অপেক্ষা কচ্ছি।

মা। কিছুমাত্র তোমার বলবার নাই?

রূপ। কিছুমাত্র না।

মা। তোমার দেশ কোথা স্মরণ কর, আত্মীয় স্বজনকে স্মরণ কর—যদি কারেও কিছু জানাবার থাকে বল। যথা পদ্ধতি তোমার মৃত্যুর পর আমি তা জানাবার ব্যস্থা কোর্ব্বো।

রূপ। পৃথিবীতে আমার কাকেও কিছু জানাবার নাই।

মা। আমি তোমার বিচারক—তোমার অপরাধ গুরু—তোমার দণ্ডাজ্ঞা আশু মৃত্যু—আমাকে তোমার নিজের সম্বন্ধে শেষ কিছু বলবার আছে?

রূপ। এই মাত্র আছে, যে বিচারকের পাপে অনেক সময়ে বিচার্য্যের লাঞ্ছনা হয়। পৃথিবীতে বিচার নাই—বিচারক নাই—আমার বিচারক ঈশ্বর ব্যতীত আর কে আমি জানি না—আমি মানি না।

মা। বস্। (ঘাতকের প্রতি) গুলি চালাও।

[বেগে মোহান্ত মলের প্রবেশ।]

ম। চুপ্! রাজা মালঞ্চনাথ! মালঞ্চনাথ! দণ্ডাজ্ঞা স্থগিদ কর।

মা। (বিরক্ত হইয়া) আজ্ঞা করে স্থগিদ করায় আমি অভ্যস্ত নই। কুমার! এবম্বিধ অবৈধ অনুরোধের আপনার কারণ?

ম। কার দণ্ডাজ্ঞা কোচ্ছো তুমি জাননা, আমিও এখনও ঠিক জানি না। কিন্তু এ দণ্ডাজ্ঞা রহিত করার বিশেষ কারণ, বিশেষ প্রয়োজন আছে।

মা। একজন বিদ্রোহী সেনার দণ্ডাজ্ঞা কচ্ছি—তা ছাড়া আর জানবার আবশ্যক কি?

ম। আমার কথায় স্থগিদ কর—আমার কথা রক্ষা কর। আমি মুঙ্গের থেকে অবিশ্রাম এই দণ্ডাজ্ঞা রহিত কর্ব্বার জন্য আস্‌ছি—অন্ততঃ দুদিনের জন্য এ ব্যাপার রহিত কর। আমার কথা রাখ—নিশ্চিত জেনো অকারণে আমি পথশ্রম সহ্য করিনি—অকারণে আমি তোমাকে নিষেধ কচ্ছি না।

মা। কুমার মোহান্ত মণ! এ কোন সামাজিকতা বা আত্মীয়তার উপলক্ষ নয়। এ ব্যাপারে আপনার কথা আমি রক্ষা কত্তে পাল্লেম না, দুঃখের সহিত জ্ঞাপন কচ্ছি।

(মহম্মদ খাঁর মালঞ্চনাথের নিকট আগমন ও কর্ণে কর্ণে কথোপকথন—পরে আপন স্থানে প্রতিগমন।)

মা। কুমার বাহাদুর! আমি বলেছি, এ ক্ষেত্রে আপনার কথা রক্ষা করা আমার অসাধ্য—এ বীভৎস কার্য্য যত

শীঘ্র সমাধা হয় ততই মঙ্গল। (ঘাতকের প্রতি) আমার আজ্ঞা প্রতিপালন কর———

ম। (সক্রোধে) মালি—মালি! আগে আমার আজ্ঞা তুমি প্রতিপালন কর—পরে তোমার আজ্ঞার কথা কোয়ো। বালক! আমার কথা অবহেলায় বিপদে পড়বে। রাণী রোহিয়ানার আজ্ঞা পালন কর।

মা। (টোডরমলের লিখিত আজ্ঞাপত্র বাহির করিয়া দেখাইয়া, সক্রোধে) কুমার! এ বালক তোমার আজ্ঞার অপেক্ষা তোমার পিতার আজ্ঞা আগে প্রতিপালন কর্ব্বে। তাঁর আজ্ঞা, তাঁর অবর্ত্তমানে আমার বিচারানুযায়ী আমি কার্য্য কোর্ব্বো—অন্যের আজ্ঞার অপেক্ষা কোর্ব্বো না। সুতরাং তোমার অযাচিত আজ্ঞা প্রতিপালন কর্ব্বার দায়ীত্ব আমি ভাল বুঝতে পাচ্ছি না। শয়ন গৃহে বা প্রেমালাপের সময় তোমার ভগ্নী রূপসী রাণী রোহিয়ানার অনুরোধ আমার অবশ্য প্রতিপাল্য, সন্দেহ নাই—কিন্তু এক্ষেত্রে নয়; এক্ষেত্রে রাণীর প্রাণাধিক সেপাইকে তাঁর অনুরোধে তাঁর নিমিত্ত আমি রক্ষা কত্তে পাল্লেম না।

ম। নীচাশয়!

রূপ। (উচ্চৈঃস্বরে) দূর হতভাগ্য!!

মাল। (সক্রোধে) সকলে স্থির হও—গুলি চালাও—

নেপথ্যে। দিল্লীশ্বরের হুকুম—চুপ রও—চুপ রও—

[বিদ্যুৎবেগে পেয়ারের প্রবেশ এবং যুগপৎ রূপরাজকে আকণ্ঠ বেষ্টন—বন্দুকের ধ্বনি—পেয়ারের পৃষ্ঠে গুলির আঘাত।]

পে। (তদবস্থায় বাম হস্তে পরওয়ানা দেখাইয়া) এই নাও—রাজা টোডরমল্লের পরওয়ানা—বন্দীকে এখনি অব্যাহতি দাও।

(সকলে নির্ব্বাক।)

ম (পরওয়ানা লইয়া—ত্রস্তে এক হস্তে পেয়ারকে ধরিয়া ও অন্য হস্তে রূপরাজের আবরণ খুলিয়া ও তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া (একি—একি—কে তুমি ?)

রূপ। (পেয়ারকে আলিঙ্গন করিয়া) পেয়ার! পেয়ার! সর্ব্বনাশিনি! কল্লি কি—কল্লি কি? (পেয়ারকে বসাইয়া) কল্লি কি?—জান দিলি? হায়—হায়—এই পামরের জন্যে জীবন দিলি?

পে। (হাসিতে হাসিতে) পাগল! জান আবার কি? আমাদের জান দেওয়া-নেওয়া কর্ব্বার মত বড় একটা ভারি জিনিষ নয়।

মা। (ত্রস্তে উঠিয়া) কে হেথায়! প্রেতমূর্ত্তি—

(সকলে ত্রস্তভাবে উঠিয়া রূপরাজ ও পেয়ারকে বেষ্টন।)

মহ। হায়! হায়! কি কল্লুম—কাকে মাল্লুম?

রূপ। আমাকে ক্ষমা কর—সকলে একটু সর—একটু সর—এ মহাপাতকীকে একলা একটু এ পরমেশ্বরীর কাছে থাক্‌তে দাও। তোমাদের সঙ্গে কথার সময় আছে—এর

সঙ্গে নেই। সরে যাও। পেন্নার! প্রিয়তমে! আমার জন্যে—এ হতভাগার জন্যে— প্রাণ দিলি? কল্লি কি?
৬/ অভাগি কল্লি কি?

পে। (মলিন হাস্যের সহিত) ও কথাটা কি বল্লে—আবার বলত? দাঁড়াও—আমাকে উত্তর দক্ষিণে তোমার পায়ের ওপর মাথা রেখে শোয়াও। (রূপরাজের তথাকরণ) হাঁ—ঐ রকম করে। খানিকটা এখনও বাঁচতে হবে— দু' চারটে কথা বলবার আছে। আমার বাচ্ছারা আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে, ওদের দুঃখ কত্তে বারণ কর— ওরা ওদের কাজ করেছে। ওদের কসুর কি? পথে দেরি হয়ে গেল—ঠিক সময়ে এলে কোন গোল হ'ত না।

মা। (মোহান্তমল্লের প্রতি) মহিন দা'! একি স্বপ্ন? উনি কে—উনি কে? বার বৎসর আগে যার মৃত্যু হয়েছে—

ম। কি বিচিত্র কাণ্ড! রূপরাজ সিংহ—

(হাতে মুখ লুকাইয়া রূপরাজের রোদন।)

পে। ছি! অমন করে থেকো না। এমন সময় তোমার মুখ লুকিও না। মুখ তোল—আমি দেখি। (মোহান্ত-মল্লকে ও মালঞ্চনাথকে দেখাইয়া) এরা তোমার আত্মীয়—মহারাজাকে সব বলেছি—তিনি জেনেছেন— এদের সঙ্গে দেশে যেয়ো—সুখী হয়ো। সে বড় ভাল—সে তোমাকে ভালবাসে—তাকে ভালবেসো। আমার মাথা খাও, তাকে বিবাহ করে সুখী হ'য়ো। তোমার মুখ ভাল দেখতে পাচ্ছি না—কই - দেখি না—

রূপ। (পেয়ারের ললাট চুম্বন করিয়া) অসহ্য—প্রিয়তমে! প্রিয়তমে! কাটা ঘায়ে নুন ছড়িও না। ওঠ—তোমাকে বাঁচাব—বাঁচাব। ওঠ—দেখি কোথায় লেগেছে—এই মাত্র লেগেছে। এখনও সময় আছে—

পে। এই মাত্র লাগেনি—লেগেছে অনেক দিন—বুকে। (অতি ক্ষীণ স্বরে) তোমার পেয়ার বড় সুখে মচ্ছে। আমার মাথা খাও—তুমি দুঃখু কোরোনা। পেয়ারের একটু দুঃখু—পেয়ারকে তুমি ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পারনি—গোলমাল করে ফেলেছিলে। (ক্ষীণতর স্বরে) আমাকে মনে রেখো। আমাকে আর "কদর্য্য" ভেবো না। আমি মলেও তোমার কাছে কাছে ঘুর্ব্বো। তোমাকে তার সঙ্গে সুখী দেখে সুখী হ'ব। (ক্ষীণতম স্বরে) আমার ঘুম আসছে—একবার—দিল্লি—যাওয়া—হ'ল না। হাবিলদার!

(মৃত্যু)

রূপ। পেয়ার! পেয়ার!!

যবনিকা পতন।
